NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ রাশিয়া থেকে তেল কেনার মাশুল দিতে পারে চিনও

একই এপিক নম্বরের দুই ভোটার ৬

কলকাতা ১২ অগস্ট ২০২৫ ২৬ শ্রাবণ ১৪৩২ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ৬৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 12.08.2025, Vol.19, Issue No. 64, 8 Pages, Price 3.00

ব্যারিকেড রুখল বিরোধী অভিযান

আটক সাংসদরা, অসুস্থ মহুয়া-মিতালি

নয়াদিল্লি, ১১ অগস্ট: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে সোমবার দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দপ্তর ঘেরাওয়ের কর্মসূচি নিয়েছিল বিরোধী দলগুলি। কিন্তু সংসদ ভবন থেকে প্রায় ৩০০ জন সাংসদের মিছিল শুরু হওয়ার পর রাজপথ ধরে কিছুটা এগোতেই আটকে দেয় পুলিশ। রবিবারই দিল্লি পুলিশের তরফে জানানো হয়েছিল, এই কর্মসূচির জন্য কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। তবে বিরোধী সাংসদদের কর্মসূচির কথা জেনে রাত থেকেই আঁটসাঁট নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছিল সংলগ্ন এলাকা।

সকাল সাড়ে ১১টার কিছু পরে সংসদ চত্বর থেকে নির্বাচন কমিশনের দপ্তর অভিমুখে কিছুটা এগোনোর পরেই পুলিশের ব্যারিকেডে আটকে যায় বিরোধী সাংসদদের মিছিল। বাধা পেয়ে সেখানেই অবস্থানে বসে পড়েছিলেন রাহুল গান্ধি, অখিলেশ যাদব, মহুয়া মৈত্রেরা। পরে পুলিশ সব সাংসদকে আটক করে বাসে তোলে। ধস্তাধস্তিতে অসুস্থ হয়ে পড়েন মহুয়া, আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ মিতালি বাগ এবং সমাজবাদী পার্টি (এসপি)-র এক সাংসদ। দুপুর ৩টে নাগাদ আটক সাংসদদের মুক্তি দেয় দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানার পুলিশ। তৃণমূল-সহ বেশ বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন দিল্লি পুলিশ মহিলা সাংসদদের উপর বলপ্রয়োগ করেছে, চুল ধরে টেনেছে।

পরিকল্পনা অনুসারে, সকাল ১১টায় লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার পরেই এসআইআর-এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিরোধী সাংসদেরা। হইচইয়ের জেরে সংসদের দুই কক্ষেই দুপুর ২টো পর্যন্ত অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়। তার পর মকর দ্বারের সামনে জড়ো হন সকলে। সেখান থেকে নির্বাচন কমিশনের সদর দপ্তর, নির্বাচন সদনের উদ্দেশে মিছিল শুরু হয়। কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম, এসপি, আরজেডি-সহ বিরোধী জোটের সব সদস্য দলের সাংসদরাই কর্মসূচিতে ছিলেন। মিছিলে ছিলেন মল্লিকার্জুন খাড়গে, শরদ পাওয়ারের মতো প্রবীণ সাংসদেরাও। বর্তমানে 'ইন্ডিয়া'-তে না-থাকলেও কর্মসূচিতে শামিল হয়েছিল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল আম আদমি পার্টি (আপ)।

বিরোধীদের নির্বাচন সদন অভিযান থেকে কমিশনের বিরুদ্ধে নানা ভাষায় স্লোগান ওঠে। দেখা যায় নানা ভাষায় লেখা পোস্টার এবং ব্যানারও। কমবেশি প্রতিটি পোস্টারেই ছিল 'ভোট চুরি' বন্ধ করার দাবি। কোনও কোনও পোস্টারে আবার এসআইআর-এর বিরুদ্ধে তোপ দাগা হয়। তৃণমূল সাংসদদের হাতে থাকা ব্যানার এবং পোস্টারে নির্বাচন কমিশনকে বিঁধে লেখা হয়েছিল, 'চুপি চুপি ভোটের কারচুপি'। পুলিশ মিছিল আটকাতেই ব্যারিকেডের উপর উঠে পড়েন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া, সাগরিকা ঘোষ, সুস্মিতা দেবরা। অখিলেশ ব্যারিকেড টপকে অপর প্রান্তে চলে যান। বাকি সাংসদেরা রাজপথেই বসে পড়ে স্লোগান দিতে থাকেন। স্লোগান ওঠে 'মোদী সরকার হায় হায়', 'এসআইআর বাতিল করো'। দলীয় সাংসদদের সঙ্গে স্লোগান দিতে দেখা যায় প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরাকেও।

সাংসদদের প্রথমে উঠে যাওয়ার অনুরোধ করে পুলিশ। তার পর তাঁদের প্রত্যেককে আটক করে বাসে তোলা হয়। বাস থেকেও স্লোগান দিতে থাকেন সাংসদেরা। রাহুল বলেন, 'এটা কোনও রাজনৈতিক লড়াই নয়, সংবিধান বাঁচানোর লড়াই। স্বচ্ছ ভোটার তালিকা চাই।' পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন মহুয়া, মিতালি, এসপি-র এক সাংসদ। মহুয়া কিছু সময়ের জন্য সংজ্ঞা হারান। পরে খানিকটা ধাতস্থ হন তিনি। জল এগিয়ে দেন রাহুল এবং অন্য সাংসদেরা। মিতালিকে অবশ্য হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। সাংসদেরা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন শুনেই তাঁদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল। বাস থেকে নেমে এসপি-র অসুস্থ সাংসদকে গাড়ি করে হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা করিয়ে দিয়ে ফের বাসে ওঠেন তিনি।

দিল্লি পুলিশের হেপাজত থেকে ছাড়া পেয়েই রাহুল লেখেন, 'ওরা আমাদের আটক করতে পারে। কিন্তু ভারতের কণ্ঠস্বরকে কণ্ঠস্বরকে রুদ্ধ করতে পারবে না। আমরা রাজনীতির জন্য লড়াই করছি না। আমরা আপনার ভোট, আপনার অধিকারকে সুরক্ষিত করতে এই লড়াইটা করছি।'

বিরোধী সাংসদদের জাতীয় নির্বাচন কমিশন দপ্তর ঘেরাও অভিযানে ব্যারিকেড টপকে যাওয়ার চেষ্টা মহুয়া মৈত্র, সুস্মিতা দেবদের।

দু'দিন পিছোল মোদীর সফর

নিজস্ব প্রতিবেদন: পিছিয়ে গেল চলতি মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বঙ্গ সফর। সূত্রের খবর, নির্ধারিত দিন থেকে দু'দিন পর আসতে পারেন মোদী। তবে বিজেপি সূত্রে এখনও তাঁর সফরসূচি নিশ্চিত করা হয়নি। সূত্রের খবর, আগামী ২০ অগস্ট বঙ্গে আসার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর। পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী, তিনি ২২ তারিখ আসবেন। যদিও তা সূত্রের খবর। মোদীর সফরের দিনবদল নিয়ে এখনও বঙ্গ বিজেপি সূত্র কিছু নিশ্চিত করেনি।

রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত, ২১ অগস্ট পর্যন্ত সংসদে অধিবেশন চলবে। তাতে ব্যস্ত থাকতে পারেন মোদী। তাই তা শেষের পরই বঙ্গে আসতে চান মোদী। ওইদিনই তিনি জোড়া কর্মসূচিতে যোগ দেবেন। একদিকে শিয়ালদহ থেকে এসপ্ল্যানেড মেট্রো রুটের উদ্বোধন করবেন মোদী। দমদম সেন্ট্রাল জেলের মাঠে একটি জনসভাও করবেন। প্রধানমন্ত্রী দপ্তর সূত্রে খবর এমনই। তবে বঙ্গে মোদীর সফরের দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত হওয়ার অপেক্ষা।

বীরদের অপমান কেন, প্রশ্ন মমতার

প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা ক্ষুদিরামকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বাধীনতার জন্য হাসিমুখে ফাঁসিকাঠে ঝাঁপিয়ে পড়া বাংলার কিশোর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর প্রয়াণ দিবস ছিল সোমবার। ১৯০৮ সালের ১১ অগস্ট ব্রিটিশ শাসকের রায়ে তাঁর ফাঁসি কার্যকর হয়েছিল। সেই আত্মত্যাগের স্মৃতিতে সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিজের এক্স হ্যান্ডলে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রী বলিউডের একটি সাম্প্রতিক ছবিতে ক্ষুদিরামকে ঘিরে প্রচারিত ভুল তথ্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান। তাঁর অভিযোগ, 'কেশরী চ্যাপ্টার ২' ছবিতে ক্ষুদিরামকে 'সিং' বলে দেখানো হয়েছে এবং তাঁকে পঞ্জাবি যুবক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। মমতার প্রশ্ন, 'স্বাধীনতার জন্য জীবন দেওয়া বীরদের অপমান কেন? আমাদের মেদিনীপুরের অদম্য কিশোরকে ভাষা-সন্ত্রাসীরা কেন বিকৃত করবে? অসহ্য!'

ক্ষুদিরামের স্মৃতিকে অম্লান রাখতে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, মহাবনী এলাকায় 'মহাবনী ডেভেলপমেন্ট অথরিটি' গঠন, শহিদ ক্ষুদিরামের মূর্তি স্থাপন, পাঠাগার সংস্কার, সুবিশাল অডিটোরিয়াম, কনফারেন্স রুম, মুক্তমঞ্চ নির্মাণ, দর্শনার্থীদের জন্য আধুনিক কটেজ, ক্ষুদিরাম পার্কের পুনরুজ্জীবন এবং আলোকসজ্জা করা হয়েছে। কলকাতায় একটি মেট্রো স্টেশনের নামও রাখা হয়েছে তাঁর নামে।

মমতার কথায়, 'আমরা গর্বিত যে বাংলার এই অদম্য বিপ্লবীর স্মৃতি রক্ষায় এতগুলো পদক্ষেপ নিতে পেরেছি। শুধু বাংলার নয়, সমগ্র দেশের কাছে ক্ষুদিরাম চিরপ্রেরণা।'

মুনিরকে জবাব ভারতের, বার্তা 'বন্ধু' আমেরিকাকেও

নয়াদিল্লি, ১১ অগস্ট: পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের মন্তব্য নিয়ে কড়া বার্তা দিল নয়াদিল্লি। সোমবার বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এ নিয়ে বিবৃতি জারি করা হয়েছে। তা সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালও। ভারত জানিয়ে দিয়েছে, পাকিস্তানের পরমাণু হুমকির সামনে মাথা নত করা হবে না। সেই সঙ্গে 'বন্ধু দেশের' মাটি থেকে এমন বার্তা দুর্ভাগ্যজনক বলেও জানিয়েছে নয়াদিল্লি।

পাকিস্তানে ভারতের সেনা অভিযান 'অপারেশন সিঁদুর' এবং তৎপরবর্তী দুই দেশের সংঘাতের পরে দু'মাসে এই নিয়ে দ্বিতীয় বার আমেরিকায় গিয়েছেন পাক সেনাপ্রধান। ফ্লোরিডার টাম্পায় শিল্পপতি আদনান আসাদ আয়োজিত নৈশভোজে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে বলেন, 'আমরা একটি পরমাণু শক্তিধর দেশ। যদি মনে হয় আমরা ধ্বংসের পথে এগোচ্ছি, তবে অর্ধেক বিশ্বকে সঙ্গে নিয়ে আমরা ধ্বংস হব।' পর্যবেক্ষকদের মতে, আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে তৃতীয় কোনও দেশকে এ হেন পরমাণু হুমকির নজির বিরল।

বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আমেরিকা থেকে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের কিছু মন্তব্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পরমাণু অস্ত্র নিয়ে হট্টগোল করা পাকিস্তানের প্রধান চালিকাশক্তি। এই ধরনের মন্তব্যে যে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা প্রকাশ পেয়েছে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এমন একটা দেশের হাতে পরমাণু অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ থাকায় যে সন্দেহগুলি দানা বেঁধেছিল, সেগুলিই আরও জোরদার হচ্ছে। সেখানে সামরিক বাহিনী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।' এর পরেই আমেরিকার উদ্দেশে বার্তা দেওয়া হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এই ধরনের মন্তব্য বন্ধুত্বপূর্ণ তৃতীয় দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে করা হচ্ছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক। ভারত পরমাণু হুমকির সামনে মাথা নত করবে না। আগেও তা স্পষ্ট করা হয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আমরা প্রয়োজনীয় সব রকম পদক্ষেপ করব।'

কেবল পরমাণু যুদ্ধের হুঁশিয়ারি নয়, সিন্ধু জলচুক্তি নিয়েও ভারতের উদ্দেশ্যে আগ্রাসী মন্তব্য করেছেন পাক সেনাপ্রধান। ওই নৈশভোজ থেকেই তিনি বলেন, 'আমরা অপেক্ষা করব, ভারত কবে নতুন বাঁধ দেয়। ওদের বাঁধ তৈরি হয়ে গেলেই ১০টা মিসাইল ছুড়ে ধ্বংস করে দেব। সিন্ধু নদ ভারতের সম্পত্তি নয়। আমাদের কাছে মিসাইলের কোনও অভাব নেই, মনে রাখবেন।'

মন্ত্রীদের হাজিরা

■ রাজ্য সরকারের নতুন কর্মসূচি 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'-এ এবার এলাকার নির্বাচিত মন্ত্রীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলাশাসকদের সঙ্গে মন্ত্রীদের নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে এবং কর্মসূচির সময় সরাসরি মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুজোর মধ্যেও কর্মসূচি চলবে বলে গা-ঢিলেমি যেন না হয়, সে ব্যাপারে জেলাশাসকদের সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। গত ২ অগস্ট শুরু হওয়া এই প্রকল্প চলবে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত।

রাজ্যে দুর্গাঙ্গন

■ রাজ্যে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের আদলে তৈরি হবে 'দুর্গাঙ্গন'। শহিদ দিবসে ধর্মতলার সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ঘোষণা করেছিলেন, এবার তা বাস্তবায়নের পথে। সোমবার রাজ্য মন্ত্রীসভায় অনুমোদন পেল এই প্রকল্প। রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানান, দুর্গাঙ্গন তৈরির জন্য একটি ট্রাস্ট গঠন করা হচ্ছে। ট্রাস্টের সদস্যদের নাম পরে ঘোষণা করা হবে। এই প্রকল্পে সহযোগিতা করবে হিডকো ও পর্যটন দপ্তর। তবে কোথায় এই দুর্গাঙ্গন তৈরি হবে, তা এখনও ঠিক হয়নি।

কমিশনের নির্দেশিকা অমান্যে 'কৌশল' নবান্নের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবান্ন বনাম কমিশনের বেনজির সংঘাত। চার অফিসারের বিরুদ্ধে এফআইআর কিংবা সাসপেনশনের রাস্তায় হাঁটলই না নবান্ন। পরিবর্তে ভোটের কাজ থেকে ২ জনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। সোমবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে চিঠি দিয়ে সিদ্ধান্ত জানান মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

নির্বাচন কমিশন বলেছিল চার আধিকারিক নিলম্বিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু করতে হবে। এ ছাড়া এক 'ডেটা এন্ট্রি অপারেটর'-এর বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু করতেও বলেছিল। তবে এখনই সেই পথে হাঁটছে না রাজ্য সরকার। আপাতত ওই পাঁচ জনের মধ্যে দু'জনকে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব থেকে সরিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। বাকিদের বিরুদ্ধে এখনই কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। সোমবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে চিঠি পাঠিয়ে এই সিদ্ধান্তে কথা জানিয়ে দিল নবান্ন।

দুই অফিসার সাসপেন্ড নয়, দায়িত্বে অব্যাহতি

সোমবার কমিশনকে চিঠি পাঠিয়ে মুখ্যসচিব জানান, আপাতত পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না বিধানসভা কেন্দ্রের 'সহকারী নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক' (এইআরও) সুদীপ্ত দাস এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের 'ডেটা এন্ট্রি অপারেটর' সুরজিৎ হালদারকে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব থেকে থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য আরও জানিয়েছে, ঘটনার প্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। অনুসন্ধান শেষে রিপোর্ট পাওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলে কমিশনকে জানিয়েছে রাজ্য। প্রথমে ৫ অগস্ট রাজ্যকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিল কমিশন। পরে ৮ অগস্ট ফের চিঠি পাঠায় তারা। দ্বিতীয় চিঠিতে রাজ্যকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জবাব দিতে বলেছিল কমিশন। সেই মতো ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই কমিশনকে নিজেদের অবস্থান জানিয়ে দিল রাজ্য সরকার। সোমবার মুখ্যসচিবের তরফে জানানো হয়, ওই চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হবে না। তাঁদের মধ্যে দু'জন যথাক্রমে বারুইপুর পূর্বের ডেটা এন্ট্রি অপারেটর সুরজিৎ হালদার ও ময়নার এইআরও সুদীপ্ত দাসকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। মুখ্যসচিবের তরফে জানানো হয়েছে, ওই চার আধিকারিক নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে মনোবল ভেঙে যাবে। তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে নবান্ন।

ইজরায়েলের হামলায় বলি ৫ সাংবাদিক

গাজা সিটি, ১১ অগস্ট: গাজায় সাংবাদিকদের উপর হামলা ইজরায়েলি সেনার। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার পাঁচ জন সাংবাদিক ওই হামলায় নিহত হয়েছেন। আল জাজিরা একটি বিবৃতি দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে। অভিযোগ, গাজা সিটিতে রবিবার রাতে সাংবাদিকদের একটি তাঁবু লক্ষ্য করে হামলা চালায় আইডিএফ (ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স)। তাতে মৃত্যু হয় আল জাজিরার সাংবাদিক আনাস আল-শরিফের। এ ছাড়া নিহতদের তালিকায় রয়েছেন মহম্মদ ক্রেইকে, ক্যামেরাম্যান ইব্রাহিম জাহের, মোয়ামেন আলিওয়া এবং মহম্মদ নৌফল। তাঁদের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে আল জাজিরা। কর্তব্যরত সাংবাদিকদের উপর এমন হামলার নিন্দা করা হচ্ছে বিভিন্ন মহল থেকে।

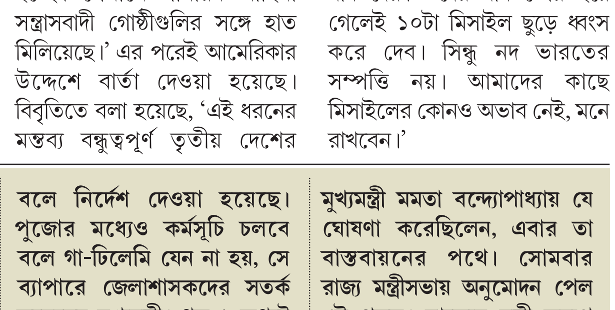

আনাসের মৃত্যুর পর তাঁর সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করা হয়েছে। সেটাই আনাসের শেষ বার্তা। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে তিনি লিখে রেখে গিয়েছিলেন, 'যদি আমার এই কথাগুলো তোমাদের কানে পৌঁছোয়, জেনে রেখো, ইজরায়েল আমাকে মেরে ফেলেছে এবং আমার কণ্ঠরোধ করতে সক্ষম হয়েছে।' আনাসের মৃত্যু সংবাদ দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন আল জাজিরার সঞ্চালকও। মৃত্যুর পর কেউ তাঁর সমাজমাধ্যম থেকে শেষ বার্তা পোস্ট করে দিয়েছেন।

আল জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, রবিবার রাতে গাজা সিটির আল-শিফা হাসপাতালের প্রধান ফটকের ঠিক বাইরে হামলা চালায় ইজরায়েল। সেখানেই ছিল সাংবাদিকদের একটি তাঁবু। মোট সাত জনের মৃত্যু হয়েছে এই হামলায়। তাঁদের মধ্যে আনাস আল-শরিফ অন্যতম। ২৮ বছরের আনাস দীর্ঘ দিন ধরে গাজায় ছিলেন। কাতারের ওই সংবাদমাধ্যমে উত্তর গাজা থেকে খবর সরবরাহ করছিলেন তিনি। পশ্চিম এশিয়ার সাংবাদিকতার দুনিয়ায় আনাস পরিচিত এবং জনপ্রিয় ছিলেন। আমেরিকার 'ন্যাশনাল প্রেস ক্লাব' থেকেও আনাসের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হয়েছে।

সাংবাদিকদের হত্যার দায় স্বীকার করেছে আইডিএফ। আল জাজিরার আনাসকে তারা 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দিয়েছে। দাবি, প্যালেস্তাইনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আনাস। তাঁদের বিবৃতি অনুযায়ী, 'হামাস জঙ্গি আনাস আল-শরিফ, যিনি নিজেকে আল জাজিরার সাংবাদিক হিসাবে পরিচয় দিতেন, তাঁর উপর হামলা হয়েছে। আনাস হামাসের জঙ্গি শাখার প্রধান ছিলেন। আইডিএফ সেনা এবং ইজরায়েলি নাগরিকদের উপর হামলা চালাতেন।' আনাস যে হামাসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তার সমর্থনে যুক্তি দিয়েছে আইডিএফ।

পুরনো চাকরিতে ফিরছেন ২০ জন চাকরিহারা শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০১৬ সালের এসএসসি-র পুরো প্যানেল সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করার পর ফের পুরনো সরকারি চাকরিতে ফিরছেন চাকরিহারা শিক্ষকরা! শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনেই চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে যাঁরা আগে সরকারি চাকরি করতেন, তাঁদের পুরনো চাকরিতে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে দিল রাজ্য প্রশাসন। এখনও পর্যন্ত ২০ জনকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগের জন্য সবুজ সংকেত দিয়েছে নবান্ন।

জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার হাজার আবেদন জমা পড়েছে পুরনো চাকরিতে পুনর্বহালের জন্য। তাঁদের আবেদনগুলি খতিয়ে দেখে নিয়োগের চিঠি দেওয়া হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর।

এখনও পর্যন্ত ২০ জনকে তাঁদের পুরনো পদে নিয়োগে সবুজ সংকেত দিয়েছে নবান্ন। জানা গিয়েছে, স্বরাষ্ট্র, বিদ্যুৎ, বিপর্যয় ও মোকাবিলা দপ্তরের চাকরি ছেড়ে এই ২০ জন স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা হয়েছিলেন। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, এই ২০ জনের মধ্যে পাঁচজন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের চাকরি ছেড়ে শিক্ষক শিক্ষিকার চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন।

গত ৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি হারান প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী। সেইসময় শীর্ষ আদালত নির্দেশ দেয়, অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকায় পড়েন না, চাকরিহারাদের মধ্যে এমন অনেকেই হয়তো আগে রাজ্য সরকারের অন্য দপ্তরে কাজ করতেন। এখন তাঁরা আগের কর্মক্ষেত্রে চাকরির জন্য আবেদন করতে পারেন। ওই আবেদনের ভিত্তিতে তিন মাসের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে তাঁদের পদ ফিরিয়ে দিতে হবে। তাঁদের এই পুনরায় কাজে যোগ দেওয়াকে কোনওভাবেই ব্রেক অব সার্ভিস হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। তাঁদের নিয়োগের জন্য প্রয়োজনে সুপারনিউমেমারি পোস্ট তৈরির কথাও বলে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের সেই নির্দেশ মেনে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষকতার আগে অন্য সরকারি চাকরি করতেন, তাঁদের পুরনো চাকরিতে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু করল রাজ্য।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৭/০৮/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Digbijoy Bhattacharjee S/o. Late Nanigopal Bhattacharjee ও Digbijoy Bhattacharjee S/o. Lt. N. G. Bhattacharjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৭/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০২ নং এফিডেভিট বলে আমি Subhankar Biswas ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Dwijendra Biswas ও S. Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

তারাপিঠ ও কামাক্ষা সিদ্ধ

অধ্যাঃ স্বপন ভট্টাচার্য্য (জি.এস)
এফ.আর.এস (লন্ডন)

বংশানুক্রমে ও ৪৫ বছরের অভিজ্ঞতায় বিদ্যা, বিবাহ, ব্যাবসা, দাম্পত্য কলহ ইত্যাদি সমাধানের জন্য আজই আসুন ও জীবন শান্তিতে কাটান।

বিঃদ্রঃ- প্রতি ৬ মাসে জ্যোতিষ, তন্ত্র, হস্তরেখা, সংখ্যাতত্ত্ব, বাস্তুবিদ্যা শিখুন। ভর্তি চলিতেছে।

M-9830508955/ 8972034019

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১২ই আগষ্ট, ২৬শে শ্রাবন। মঙ্গল বার। তৃতীয়া তিথি। পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টত্তরী রাহু র দশা, বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ০৮/০৮/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Tapas Kumar Ghoshal ও Tapas Ghoshal S/o. Lakshmigopal Ghoshal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৭/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬০১৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Dinesh Pasman S/o. Uday Pasman ও Dinesh Paswan S/o. U. Paswan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০৭/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৭৯২ নং এফিডেভিট বলে আমি Biprajit Nandi ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Soumitra Nandi ও S. Nandi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৮/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৫০৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Gautam Ghosh S/o. Nimai Ghosh ও Gautam Kumar Ghosh S/o. Nimai Sundar Ghosh, Nemai Sundar Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/০৮/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০২ নং এফিডেভিট বলে আমি Nirmal Kumar De S/o. Durga Charan De ও Nirmal Kr. De S/o. Lt. D. Ch. De সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি চাঁদুসেখ 15-12-2021 এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বহরমপুর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা Jiru Sekh ও Toyaj Sekh উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

নাম-পদবী

আমি Md. তারা সেখ 02/08/25 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা রূপচাঁদ সেখ Md. রুপচাঁদ সেখ উভয়ে একই ব্যক্তি হইল। আমার আসল ঠিকানা এইচ.সি. সরকার রোড কৃষ্ণনগর নদীয়া পিন- 741101.

NAME CHANGE

I, Anwesha Sarkar Ghosh, W/O Prasenjit Sarkar, residing at Vill.-Vill.-Tapa Mrizapur, P.O.-Basirhat College, P.S.-Basirhat, Dist.-North 24 Parganas, W.B., Pin-743412,, do hereby declare that in my Voter Card and Aadhar Card my name has been recorded **"Anwesha Sarkar Ghosh".** But in my daughter, in her birth cirtificate my name had been inadvertently written as **"Anwesha Sarkar"** in place of my actual name **"Anwesha Sarkar Ghosh"**. So **"Anwesha Sarkar"** and **"Anwesha Sarkar Ghosh"** is the same and one identical parson through an affidavit 1st class Judicial Magistrate Court Basirhat, 24 Pgs(N) dt. 08.08.2025.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **সামসুন্নেহা বিবি** স্বামী মৃত এস্তেজাবল হোসেন সাকিম দেপাড়া, পান্ডুয়া, হুগলী মহাশয়া চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল বলে **মহম্মদ ইয়াসীন**, পিতা মুন্সি মহম্মদ ইদ্রিস, সাকিম চক বাঁশবেড়িয়া, বড়পাড়া, মগরা, হুগলী মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে বিগত ইং ০২/০৭/২০০৪ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2958/2004 নং দলিল মূলে আমার মক্কেল **আব্দুল হাকিম** [illegible]

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতী রীতা দাস, স্বামী সঞ্জয় কুমার দাস, বিগত ১৯৯৫ সালের A.D.S.R বারাসাত অফিসে, নকলকৃত ৩৭৬ নং আমমোক্তার নামা মূলে, ১) বৈশিষ্ট্য নারায়ন সিং, ২) মানিক ভট্টাচার্য, ৩) বিভূতি দাস, পিতা- মৃত হরিপদ দাস, ৪) বিজয় দাস, নিকট হইতে ফতেয়াবাদ মৌজায় জে.এল. নং ১৪, এল.আর. খতিয়ান ৮৫/১, আর.এস. ও এল.আর, দাগ নং ২৪ নং দাগে ৩১৭৪ নং দলিলে বিগত ইং ২০০৮ সালে A.D.S.R. কদম্বগাছি, সাফ বিক্রয় দলিল মূলে ২ কাঠা প্রাপ্ত হয়। উক্ত বিষয়ে কারোর কোন আপত্তি থাকিলে Barasat-I, B. L. & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

AKHTAR ISLAM
Advocate
Barasat District Court
North 24 Parganas

।। আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী যতীন্দ্র নাথ রায়** পিতা শ্রী জগদীশ রায় সাকিম [illegible] হুগলী-৭১২১২১ মহাশয় বিগত ইংরাজী ১৯/১১/২০১৮ তারিখে [illegible] রেজিষ্ট্রীকৃত IV-247/2018 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে [illegible] পিতা ৺বিরাজ দাস, **২)শ্রী হারাধন মন্ডল** পিতা সন্তোষ মন্ডল, [illegible] কানগর, মগরা, হুগলী-৭১২১২১ মহাশয়গণকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত [illegible] ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেলদ্বয় নিম্নোক্ত [illegible] পিতা মোহন দাস মহাশয়কে বিগত ইংরাজী ২০/০২/২০২৫ [illegible] অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02217/2025 নং বিক্রয় কোবালা [illegible]

CHANGE OF NAME

I, MUKESH GOEL son of Sri Sitaram Goel, residing at AD-235, Salt Lake City, Sector 1, Bidhannagar, Kolkata – 700064, also known and called as "Mukesh Kumar Goel Vide Affidavit dated 8th August 2025 being No. 71 sworn before Notary Samir Bhattacharya, Regd. No. 940/97, City Civil Court, Calcutta, at Kolkata, I have put it on record that henceforth, I will be known and called as "Mukesh Goel".

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **অধীর কুমার পাল** পিতা ৺শরৎ চন্দ্র পাল, সাকিম দুর্গাগ্রাম, বাঁধমুড়া, কাটোয়া, পূর্ব বর্দ্ধমান-৭১৩১৫০, মহাশয় বিগত ইং ২৯/১২/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-7078/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ ক্ষেত্রপাল** পিতা নিতাই ক্ষেত্রপাল সাকিম খন্যান, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৭) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি বিগত ইং ২০/০২/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-0836/2023 নং দলিল মূলে **শ্রী পুষ্পেন ঘোষ** পিতা শ্রী ভুজঙ্গধর ঘোষ, সাকিম শিবতলা হোয়েরা, হোয়েরা, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৭, মহাশয়কে ০৪.১৩ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা খন্যান, জে.এল নং ১২৯, হাল এল.আর. ৭১১৩ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৩৬৯৯ তথা হাল এল.আর. ৪৩৫৪ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৭৮ শতক, ইহার মধ্যে ০.০৭০৫ অংশে ০৪.১৩ শতক বা কমবেশী ০২.৫০ কাঠা সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী পুষ্পেন ঘোষ** পিতা শ্রী ভূজঙ্গধর ঘোষ, মহাশয় তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি-**শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ ক্ষেত্রপাল** (আমমোক্তার)

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা- নদীয়া, মোকাম নবদ্বীপ, অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত।

ম্যাট স্যুট নং- ৪৬/২০২৫

দরখাস্তকারী:- শ্রীমতী মামনি দাস, স্বামী- শ্রী সুজিত দাস, পিতা- শ্রী মনিন্দ্র দাস, সাং- রেলওয়ে লাইন ঘাট রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২

বনাম

প্রতিপক্ষ :-শ্রী সুজিত দাস, পিতা- বিশ্বম্ভর দাস, সাং-দাস পাড়া, পালিত পাড়া, পোঃ:- বিরনগর ও থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১২৭

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, অত্র মোকদ্দমার দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে হিন্দু বিবাহ আইনের ১৩ ধারা মতে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রার্থনায় ম্যাট স্যুট ৪৬/২০২৫ নং মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত নং মোকদ্দমায় প্রতিপক্ষ অদ্যতক আদালতের সমন গ্রহণ করিতেছেন না। সেইমর্মে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র মোকদ্দমার প্রতিপক্ষ অর্থাৎ **শ্রী সুজিত দাস** স্বয়ং অথবা তাহার নিযুক্ত উকিল বাবু মারফৎ হাজির হইবেন। অন্যথায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক কার্য্য গ্রহন করা হইবে।

প্রতিম চৌধুরী (সেরেস্তাদার)
Bench Clerk, Addl. District & Sessions Judge, Nabadwip Nadia,06/08/2025

এত দ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল শ্রী সুকুমার মাইতি পিতা বিজয় সাং + পোঃ-রাধাবল্লভপুর থানা তমলুক জেলা পূর্ব মেদিনীপুর।গত ইংরাজী ০৬/০৭/২০২৩ তারিখে তমলুক ডি. এস. আর .-১ পূর্বমেদিনীপুর অফিসে শ্রী ধ্রুব চন্দ্র পিতা ঈশ্বর নীরেন্দ্র কুমার ঠিকানা- 813, LAS LOMAS,DrMilpltas California 95035,USA, আমমোক্তার দাত্রীর কাছ থেকে ৪ নং বহির ভলিউম নং ১১০১ পৃষ্ঠা নং ১০১২৪৭ - ২৬২ এবং ৫৫৭০ নং আমমোক্তার নামা মূলে শ্রীমতী অঞ্জুশ্রী(Anjusri Chandra) চন্দ্র স্বামী ঈশ্বর নীরেন্দ্র কুমার ঠিকানা- Flat no 203 Abhilash C. H.S.Plot no 25,Sector No.17,Near Vijiaya Bank, Navi Mumbai, Kopar Khairne S. O. Thane, Maharastra, 400709 নামক ব্যক্তি নিম্ন তপসীলভুক্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষন ও হস্তান্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। আরো উল্লখে থাকে যে ইংরেজি ০৯/০৮/২০২৪ তারিখে ৫৬৩৪ নং বিক্রয় কোবলার দ্বারা নিম্ন তাপসীলভুক্ত সম্পত্তি শ্রী সুকুমার মাইতি আমমোক্তার গ্রহীতার কাছ হইতে ক্রয় করেন এবং তমলুক বি এল & এল আর ও অফিসে রেকর্ড প্রস্তুত করবে মনস্থির করেন ইহাতে যদি কাহারো কোনো আইনানুগ আপত্তি থাকে তার জন্য নিম্ন ঠিকানায় বা তমলুক বি এল & এল আর ও অফিসে অদ্য দিন হইতে ১ মাস (30 দিন) এর মধ্যে জানাইতে হইবে।অন্যথা নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরণ

জেলা পূর্বমেদিনীপুর তমলুক থানার অন্তর্গত রত্নালি মৌজায় [illegible]

Arpan Mahapatra, Advocate
District & Session's Judge's Court Tamluk

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল [illegible] দক্ষিণচড়া শঙ্করআড়া (Tamralipta Municipality, Ward no-18) [illegible] অনিল [illegible] পূর্বমেদিনীপুর [illegible] বহির, [illegible] আমমোক্তারনামা [illegible] মোহন [illegible] (Tamralipta Municipality, Ward no-18) [illegible]

Arpan Mahapatra, Advocate
District & Session's Judge's Court Tamluk

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ১)অক্ষয় কুমার দে মোদক, ২)[illegible] মোদক, ৩)[illegible] দে মোদক [illegible] ৫)সেফালী [illegible] ৬)মুক্তিরানী মোদক [illegible] আমমোক্তার [illegible] হোসেন, [illegible] ৺রতিকান্ত [illegible]

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ১)শ্রী প্রশান্ত সিংহরায়, ২)শ্রী স্বপন কুমার সিংহ রায়, ৩)শ্রী তপন সিংহ রায়, সকলের পিতা ৺সদানন্দ সিংহ রায়, ৪)শ্রী মানস সিংহ রায় পিতা ৺অমল সিংহ রায়, ৫)শ্রীমতী নিরারানী সিংহ রায় স্বামী [illegible] কালপুর, [illegible] ৬)শ্রীমতী দোলা সিংহ রায়, পিতা ৺অমল সিংহ রায়, স্বামী শ্রী [illegible] বাবুপাড়া, [illegible] মহাশয়/ [illegible] তারিখে [illegible] রেজিস্ট্রিকৃত [illegible] দলিল মূলে [illegible] পিতা শ্রী [illegible] দাদপুর, [illegible] আলী পিতা [illegible] ক্ষমতাপ্রাপ্ত [illegible] তপশীল বর্নিত [illegible] বিগত [illegible] এ.আর.-I, [illegible] রেজিস্ট্রিকৃত I- [illegible] শ্রীমতী রাখী [illegible] ৩১৮/১ [illegible] বরানগর, [illegible] ০২ কাঠা [illegible] থানা হুগলী, [illegible] নং ৩৯, [illegible] আর.এস. [illegible] দাগে শালি [illegible] মধ্যে ২ [illegible] দলিলে [illegible] সম্পত্তি [illegible] রাখী [illegible] উক্ত [illegible] বার জন্য [illegible] পুর ব্লক [illegible] ইহাতে [illegible] থাকিলে [illegible] সংশ্লিষ্ঠ [illegible] অন্যথায় ইতি-

১)শ্রী সুরজিৎ আদক ২)মির সওকত আলী
আমমোক্তার

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ১)শ্রী প্রশান্ত সিংহরায়, ২)শ্রী স্বপন কুমার সিংহ রায়, ৩)শ্রী তপন সিংহ রায়, [illegible]

অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। ইতি-

১)শ্রী সুরজিৎ আদক ২)মির সওকত আলী
আমমোক্তার

NOTICE

It is hereby inform that I, **Smt Soma Chakraborty**, Wife of Sri Swapan Chakraborty, residing at Mayna Danga West, Simla (CT), PS- Chinsurah, District-Hooghly, Pin-712102, West Bengal, have lost 1 (One) My Original Mother Deed of my following property, situated at **District-Hooghly, PS-Chinsurah, Mouja-Chinsurah, JL no-20, RS Dag no-850, LR Dag no-1570, LR Khatian no-17359, under Hooghly-Chinsurah Municipality, holding no-510/246/198/N, Ward no-17**, within the jurisdiction of the Office of DSR Hooghly & ADSR Chinsurah in the State of West Bengal. The Original Deed the above property is as follows: **i)3145 for the year 1987 registered before ADSR Chinsurah, vide book no-I, vol no-57, pages from 23 to 28.**

I have already registered a General Diary before Chinsurah P.S, vide GDE no-**410, dt-07/08/2025** Regard to the above mention lost. If anybody find the above deed, then please return it by contacting at the following address within 7 days of publication of the notice. I will remain ever grateful if their return.

With permission of the above mentioned.

Santanu Nandy (Advocate)
District Judge's Court, Hooghly
M-9734048759

।। আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী শিশুবালা দাস** স্বামী ৺সুভাষ চন্দ্র দাস, সাকিম [illegible] হুগলী-৭১২১২৩, **২)শ্রীমতী স্বপ্না দাস** স্বামী শ্রী শঙ্কর দাস, [illegible] ২৪৮, **৩)শ্রীমতী আন্না দাস** স্বামী ৺প্রফুল্ল দাস সাকিম [illegible]

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, অর্পিতা সাহা (কুন্ডু), স্বামী- শিশির কুমার সাহা, 117 নং দুর্গাপুর মৌজায় নং L.R.-25 নং দাগে L.R- 401, 437 নং খতিয়ান হইতে 06.00 শতক জমি ইং 14/08/2013 তারিখে I-6967/13 এবং ইং 09/03/2023 তারিখে IV-23/2023 কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা বলে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-2836, 2849 দলিলে জমি ক্রয় করিয়াছি এবং মিউটেশন এর আবেদন করিব উক্ত খতিয়ান বা আমমোক্তার নামাই কোনরূপ অভিযোগ থাকিলে কৃষ্ণনগর B.L & L.R.O. অফিসে ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, রত্না রায়, স্বামী- দেবনাথ রায়, 92 নং কৃষ্ণনগর মৌজায় L.R.-3403 নং দাগে L.R.- 6562 ও 28831 নং খতিয়ান হইতে 08 শতক জমি ইং- 04/01/2023 তারিখে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-79/2023 নং আমমোক্তার নামামূলে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে ইং- 30/11/2023 তারিখে I-11623 নং দলিলে জমি ক্রয় করিয়াছি এবং মিউটেশন এর আবেদন করিব উক্ত খতিয়ান বা আমমোক্তার নামাই কোনরূপ অভিযোগ থাকিলে কৃষ্ণনগর B.L & L.R.O. অফিসে 30 দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) অমল ঘোষ, পিতা- গোপাল ঘোষ, ২) আনন্দ ঘোষ, পিতা- রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজায় L.R.- 9913 নং দাগে L.R.- 1139 নং খতিয়ান হইতে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ইং 13/07/2023 তারিখে IV-93/2023 এবং ইং 11/03/2024 তারিখে I-2577/2024 নং আমমোক্তারনামা বলে প্রাপ্ত হইয়া, ইং 17/11/2023 তারিখে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-11243 নং দলিলে 02.48 শতক ও I-11244 নং দলিলে 02.48 শতক এবং ইং 20/03/2024 তারিখে I-3089/24 নং দলিলে 02.17 শতক জমি বিক্রয় করিয়াছি এবং মিউটেশন এর আবেদন করিব উক্ত খতিয়ান বা আমমোক্তার নামাই কোনরূপ অভিযোগ থাকিলে কৃষ্ণনগর B.L. & L.R.O. অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, লক্ষীরাণী গিরি স্বামী- বঙ্কিম বিহারী গিরি, পিতা- গোবর্ধন বারিক এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার জেনু উমা দেবী, স্বামী- জে শ্রীনিবাস রাও, মহাশয়াকে মৌজা খিদিরপুর, J.L. No-140, R.S. Plot No- 393, 398, 521, 833, L.R. Plot No- 552, 557, 597, 1035 এবং ভগবানপুর মৌজা J.L- 141, R.S. Plot-315, L.R. Plot No- 405 এর মধ্যে I-8703/23 নং আমমোক্তার অনুসারে 01/11/2023 তারিখে বিক্রয় করার জন্য অনুমতি দেয়, উক্ত সম্পত্তি লইয়া কারও কোন আপত্তি থাকলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে লিখিত ভাবে জানাতে অনুরোধ করা হইতেছে নতুবা কাহারও কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

Tarakeshwar Chatterjee
Advocate
Kumarpara, Baganbari,
Kharida, Kharagpur
F-1190/591/2005
M- 9733806771/ 9474061761

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলীর মোকাম চুঁচুড়া ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত

২০২৪ সালের ৭৯ নং ৩৯ আইন মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারী - শাশ্বত চক্রবর্ত্তী, পিতা মৃত জয়ন্ত চক্রবর্ত্তী সাকিম গড়বাটী, পোঃ বুড়োশিবতলা, থানা -চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন - ৭১২১০৫

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, গড়বাটী পোঃ বুড়োশিবতলা, থানা-চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১০৫ নিবাসী ৺দামোদর চক্রবর্ত্তীর পুত্র অধুনা মৃত **দক্ষিণা রঞ্জন চক্রবর্ত্তী** কৃত ও সম্পাদিত একটি উইলের তপশীল সম্পত্তি যথাক্রমে জেলা হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, হুগলী চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির অর্ন্তগত হোল্ডিং নং ২২/১৭/৫, ওয়ার্ড নং ৩০ মৌজা উত্তর চন্দননগর জে.এল. নং ২১ আর.এস. দাগ নং ১১৬, এল.আর. দাগ নং ৩১৯, আর.এস. খতিয়ান নং ১২৭৫, এল.আর. খতিয়ান নং ৮৯৮ দ্বিতল বাড়ী, পরিমান ০.০৩৭ একর বা দুই কাঠা চার ছটাক ৩৪ বর্গফুট এর জন্য উপরোক্ত আদালতে উপরোক্ত দরখাস্তকারী উইলের প্রবেট পাইবার নিমিত্তে দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত উইল সম্বন্ধে বা প্রবেট প্রাপ্তির বিষয়ে যদি কাহারও কোন বক্তব্য থাকে তবে অত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশের একমাসের (৩০ দিনের) মধ্যে আদালতে স্বয়ং কিংবা নিযুক্তীয় এ্যাডভোকেট মহাশয়ের দ্বারা তাহার বক্তব্য পেশ করিবেন নচেৎ একতরফা শুনানীর মাধ্যমে কেসের নিঃস্পত্তি হইবে ।

দরখাস্তকারীর তরফ
শান্তনু চ্যাটার্জ্জী (এ্যাডভোকেট)
হুগলী জজ্ কোর্ট

ইতি-আদালতের অনুমত্যানুসারে
পার্থ সারথি পাল (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলীর মোকাম চুঁচুড়া ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা-হুগলীর সিভিল জজ জুনিয়র ডিভিশন প্রথম আদালত চুঁচুড়া

২০২২ সালের ৩৮ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা।

গৌর সুন্দর সাধুখাঁ দীং ....বাদী

(বনাম)

রীতা কর্ম্মকার দীং .... বিবাদী

এতদ্বারা সর্ব সাধারন কে জানানো যাইতেছে যে মগরা থানার অধীন মগরাগঞ্জ সাকিমের বাসিন্দা অধুনা মৃত **দামোদর লাল সাধুখাঁর** পুত্র **গৌর সুন্দর সাধুখাঁ** এবং অন্যান্যরা জেলা-হুগলীর অন্তর্গত, মগরা থানার অধীন, হাঁসঘড়া মৌজায় অবস্থিত, আর.এস–১৮৬, এল.আর ২২১ নং খতিয়ান ভুক্ত, এল.আর ৮১৬ নং দাগের উপরিস্থিত, পুরাতন আমলের কড়ি বরগার চুন সুরকী ছাদ যুক্ত একতল বসত গৃহাদি মায় তদুপরিস্থিত চারটি দোকান ঘরের মধ্য একটি উত্তর মুখী ৮'-৫'' x ৯' ফুট যাহার চৌহদ্দী-পশ্চিমে-নারায়ন সাধুখাঁর ভাড়া ঘর, উত্তরে:- পঞ্চায়েতের ঢালাই রাস্তা। পূর্বে- বাদীর দোকানঘর। দক্ষিনে:-বাদীদের বসত ঘর, হইতে উচ্ছেদ প্রার্থনায় আপনি অঞ্জনা কর্ম্মকার,স্বামী-বাদীর জানা নাই, পিতা- ৺বলেন ওরফে বলেন্দ্র কর্ম্মকার, সাং-বনপাশ পোঃ-কামারপাড়া, থানা-জামালপুর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে জেলা- হুগলী সিভিল জজ জুনিয়র ডিভিশন- প্রথম আদালত চুঁচুড়াতে – ২০২২ সালের ৩৮ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা করিয়াছেন। ঐ মোকর্দ্দমায় আপনার কোন বক্তব্য থাকিলে আপনি স্বয়ং বা উকিলবাবুর মারফৎ এই বিজ্ঞপ্তিপ্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া আপনার বক্তব্য পেশ করিবেন। অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে উপরোক্ত মোকর্দ্দমা একতরফা বিচার হইবে।

বাদীর পক্ষে
অয়ন দত্ত (উকিলবাবু)

আদালতের আদেশানুসারে
সৌমিত্র চক্রবর্ত্তী (সেরেস্তাদার)
জেলা-হুগলীর সিভিল জজ জুনিয়র ডিভিশন প্রথম আদালত চুঁচুড়া, ৭/৭/২০২৫

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন

সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র

সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,

সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,

প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,

নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

নোয়াপাড়ায় যাত্রী পরিষেবায় দুটি রেকের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা মেট্রো রেলের নীল ও হলুদ লাইনের পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক পরিষেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সোমবার শহরে এলেন রেলওয়ে বোর্ডের মেম্বার (ট্র্যাকশন অ্যান্ড রোলিং স্টক) ব্রজমোহন আগরওয়াল। ১১ অগস্ট তিনি যতীন দাস পার্ক থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত নীল লাইনের অংশ পরিদর্শন করেন মেট্রো রেকে যাত্রা করেন।

নোয়াপাড়ায় পৌঁছে তিনি মেট্রো রেলের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন। বৈঠকে মেট্রো রেলের বিভিন্ন চলমান উন্নয়নমূলক কাজের বিস্তারিত উপস্থাপন করা হয়। এরপর তিনি নোয়াপাড়া কারশেড পরিদর্শন করে সেখানে একটি আধুনিক কেমিস্ট্রি সেল ব্যাটারি ইউনিট উদ্বোধন করেন।

এই অনুষ্ঠানে তিনি নোয়াপাড়া কারশেড থেকে দুটি নতুন দালিয়ান রেক (এমআর-৫০৮ ও এমআর-৫১০) যাত্রী পরিষেবার জন্য উৎসর্গ করেন। এই রেকগুলির প্রশস্ত দরজা ব্যস্ত সময়ে যাত্রী ওঠানামা সহজ করবে। উন্নত নকশা যাত্রীদের ঝাঁকুনিহীন যাত্রার অভিজ্ঞতা দেবে। প্রতিটি কোচে সিসিটিভি নজরদারি, প্রশস্ত ভেস্টিবিউল, বর্ধিত আসন সংখ্যা, প্রবীণ ও বিশেষভাবে সক্ষম যাত্রীদের জন্য অতিরিক্ত আসনের ব্যবস্থা; সব মিলিয়ে এই রেকগুলোকে বিশেষ করেছে।

কম জমিতে বাড়ি তৈরির অনুমতি দিল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুরসভা এলাকায় আধকাঠা বা তারও কম জমিতে বাড়ি তৈরির অনুমতি দিল রাজ্য সরকার। সোমবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকে সংশোধিত হল বিল্ডিং রুলস। নতুন নিয়মে ৫০০ বর্গফুট জমিতেও মিলবে নির্মাণের ছাড়পত্র।

পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানালেন, এতদিন ছোট জমিতে বাড়ি করার পরিকল্পনা অনুমোদন দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না পুরসভার, নিয়মে হাত বাঁধা ছিল। সেই বাধা কেটে গেল। এখন আধকাঠা বা তারও কম জমিতেও প্ল্যান স্যাংশন সম্ভব। তবে থাকছে শর্ত। বাড়ির একাংশ যাতে পাশের বাড়ির গায়ে না লাগে, সে দিকে নজর রাখা হবে। ছাড়ের পরিমাণও কিছুটা কমবে সাধারণ নিয়মের তুলনায়। পুরো প্রক্রিয়াই হবে অনলাইনে; মিউটেশন, কনভার্সন-সহ সব আইনি কাজ নিয়ম মেনে করতে হবে। কাগজপত্র ঠিকঠাক থাকলে ১৫ দিনের মধ্যেই মিলবে অনুমতি। বড় বাড়ির ক্ষেত্রে আগের নিয়মই বহাল।

'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'-এ মন্ত্রীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের নতুন কর্মসূচি 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'-এ এবার এলাকার নির্বাচিত মন্ত্রীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলাশাসকদের সঙ্গে মন্ত্রীদের নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে এবং কর্মসূচির সময় সরাসরি মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত ২ অগস্ট শুরু হওয়া এই প্রকল্প চলবে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত। তিন মাসব্যাপী এই কর্মসূচির লক্ষ্য; সরকারি পরিষেবা ও এলাকার সমস্যার সমাধানকে বুথ স্তরে পৌঁছে দেওয়া। পুজোর মধ্যেও কর্মসূচি চলবে বলে গা-ঢিলেমি যেন না হয়, সে ব্যাপারে জেলাশাসকদের সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, ৩১ জুলাই নবান্নে বৈঠকে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন; 'দুয়ারে সরকার'-এর মতোই এই প্রকল্পকেও সফল করতে হবে। কর্মসূচির কাঠামো অনুযায়ী, তিনটি বুথ নিয়ে একটি পাড়া গঠিত হবে। প্রতিটি বুথের জন্য বরাদ্দ ১০ লক্ষ টাকা। রাজ্যের মোট ৮০ হাজার বুথের জন্য প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হবে রাজ্য কোষাগার থেকে। রাস্তা নির্মাণ, পানীয় জলের কল বসানো, গ্রামাঞ্চলে সেতু মেরামতি, স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের মতো স্থানীয় চাহিদা মেটানোই এর উদ্দেশ্য। শিবিরগুলি রবিবার ও সরকারি ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন বসবে। মানুষের কাছ থেকে সমস্যা শোনার পর ১৫ নভেম্বরের মধ্যে সমাধান করার লক্ষ্য নির্ধারণ হয়েছে। কর্মসূচি কার্যকর করতে মুখ্যসচিব পন্থের নেতৃত্বে একটি টাস্ক ফোর্স গঠিত হয়েছে।

বাংলা অস্মিতায় জোর, সাইনবোর্ড লিখতে হবে বাংলায়, নির্দেশ ফিরহাদের

নিয়ম-না মানলে প্রথমে নোটিস, পরে জরিমানার হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলা ভাষা নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে তৃণমূল বনাম বিজেপির দ্বন্দ্ব যখন চরমে, ঠিক সেই প্রেক্ষিতে বাংলা ভাষা নিয়ে কঠোর পদক্ষেপ এবার কলকাতা পুরসভার। কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম এ ব্যাপারে স্পষ্ট এক বার্তা দিয়ে জানান, 'শহরের সর্বত্র বাংলা ভাষার ব্যবহারকে নিশ্চিত করতে হবে।' পাশাপাশি তিনি এও জানান, এখন থেকে কলকাতা শহরের সব দোকান ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ডে বাংলা ভাষায় নাম লেখা বাধ্যতামূলক হবে। দোকান মালিকেরা চাইলে বাংলা ছাড়াও অন্য যে কোনও ভাষায় নাম লিখতে পারবেন। তবে সেখানে শর্ত একটাই, নাম অবশ্যই থাকতে হবে বাংলা ভাষায়।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার থেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে এও জানানো হয়েছে, নিয়ম না মানলে প্রথমে নোটিস পাঠানো হবে। আর তা এরপরও সংশোধন না করলে জরিমানার মতো শাস্তির মুখে পড়তে হবে সেই দোকান মালিককে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, কলকাতা পুরসভার সদর দপ্তরের কাছাকাছি একটি দোকানে কেবল ইংরেজি ও অসমিয়া ভাষায় লেখা সাইনবোর্ড দেখে কর্তৃপক্ষ নোটিস পাঠায়। এই নোটিস পাওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই অসমিয়া ভাষা সরিয়ে, ইংরেজির সঙ্গে বাংলা যুক্ত করে নতুন সাইনবোর্ড লাগানো হয়। কলকাতা পুরসভা এই ঘটনাকে এক দৃষ্টান্ত হিসেবেই তুলে ধরেছে সবার সামনে।

এদিকে কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, এ ব্যাপারেও এখনও কোনও পূর্ণাঙ্গ লিখিত নির্দেশিকা জারি হয়নি, পুরসভার সরকারি নথি, ট্রেড লাইসেন্স এবং কর বিলের মাধ্যমে নির্দেশ স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। নথিতে বলা হয়েছে, কলকাতা পুরসভা এলাকায় অবস্থিত সব দোকান ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ডে বাংলা ভাষা ব্যবহার বাধ্যতামূলক। অন্য ভাষা থাকলেও বাংলা আলাদা করে লিখতে হবে।

এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ব্যাখ্যা, ভাষা-সংস্কৃতি রক্ষায় এই উদ্যোগ তৃণমূলের এক কৌশল। এটি বিরোধী বিজেপি শিবিরের জন্য বাংলা অস্মিতার এক কড়া বার্তা। পাশাপাশি তাঁরা এও মনে করছেন, সামনে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন। এই রাজনৈতিক লড়াইয়ের আগে এই পদক্ষেপ শহরের চেহারায় বড় পরিবর্তন আনবে। উল্লেখযোগ্যভাবে, গত মাসে পুরসভার অধিবেশনে চেয়ারপার্সন মালা রায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, অধিবেশন সংক্রান্ত সব কাজ বাংলায় করার জন্য।

'নো এফআইআর, নো অ্যারেস্ট, ডিসিশন অন দ্য স্পট', অর্জুনের নিশানায় পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নবান্ন অভিযানকে ঘিরে শনিবার কলকাতায় ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। সেদিন শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশের বিরুদ্ধে আক্রমণের অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। পাল্টা হামলার অভিযোগ করেছে পুলিশও। তবে পুলিশের ওপর হামলা, হুমকি, আদালত অবমাননা-সহ একাধিক অভিযোগে এফআইআর দায়ের করেছে কলকাতা পুলিশ। সূত্র বলছে, বিধায়ক অশোক দিন্দা, বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পল, প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং-সহ বেশ কয়েকজন বিজেপি

নেতার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর নিয়ে রবিবার রাতে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেছেন, 'ইতিমধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে ১৮১ টা এফআইআর আছে। আরও দু'তিনটে হলেই ১৮৫ টা এফআইআর হবে।' তাঁর উপহাস্য, 'মমতার সরকারকে উপড়ে ফেলতে তাঁর বিরুদ্ধে দু'হাজার এফআইআর হলে হয়তো গিনেস বুকে নাম উঠবে।' পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা জানান, 'মমতার ক্ষমতা তিনি দেখতে চান। উনি যতই দলীয় কার্যকর্তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর করবেন, ততই ওনার বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার হবে।' মমতার পুলিশের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, '২০২৬ সালে তৃণমূল সরকার বিদায় নিচ্ছে, এটা নিশ্চিত হয়ে গেছে। তখন আপনাদের অবস্থা কি হবে। সেটা একবার ভাবুন।' তাঁর হুঁশিয়ারি, 'নো এফআইআর, নো এরেস্ট, ডিসিশন অন দ্য স্পট। এমন জায়গায় কম্পালসারি ওয়েটিংয়ে পাঠানো হবে, সেটা তখনই আপনারা বুঝতে পারবেন।' তিনি আরও বলেন, মার খেয়েছে দলীয় কর্মীরা, হাত ভেঙেছে সাধুদের। মাথা ফেটেছে দলীয় কার্যকর্তাদের। উল্টে দলীয় কর্মীদের নামেই এফআইআর করা হয়েছে। তাঁর দাবি, মমতা পুলিশের এটা নতুন কিছু নয়।

বৃষ্টির সম্ভাবনা কম দক্ষিণে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মৌসুমি অক্ষরেখার প্রভাবে উত্তরবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি চলবে। কয়েকটি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরের জেলাগুলিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চলবে ভারী বৃষ্টি। ভিজবে দক্ষিণের জেলাগুলিও। সেখানে আগামী শনিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে চলবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। তবে বৃষ্টি থামলেই ভোগাবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। এর পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে দক্ষিণবঙ্গে। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি থাকবে। জলীয় বাষ্প বাতাসে বেশি রয়েছে, বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও। বিকেলের দিকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে।

এরপর বুধবার দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উপকূল ও পশ্চিমের দিকের জেলাতে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে।

রেড রোডে চলছে স্বাধীনতা দিবসের মহড়া। *ছবি: অদিতি সাহা*

বিভাস বেলেঘাটায় ভাড়া আসার পর থেকেই থমথমে থাকত পরিবেশ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেলেঘাটা: রবিবার নয়ডা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় বিভাস অধিকারীকে। পুলিশ প্রশাসন সূত্রে খবর, তাঁর ছেলে-সহ মোট ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর বিভাস গ্রেপ্তার হতেই তাঁকে নিয়ে বিস্ফোরক বেলেঘাটাবাসী। বেলেঘাটাতে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন বিভাস। সেখানে নাকি নীল-লাল বাতি লাগানো গাড়ি ঢুকত মাঝে মধ্যেই।

এলাকার প্রবীণ নাগরিকদের একাংশ জানান, 'আমাদের পরিবেশ এর আগে ভালোই ছিল। উনি আসার পর পরিবেশ থমথমে হয়ে যায়। লাল-নীল বাতি লাগানো গাড়ি আসত। ওকে ঘিরে থাকত ওঁর তিন-চারটে বাউন্সার। কোমরে ঝুলত ছোট ছোট পিস্তলও। সঙ্গে থাকত স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র।' এর পাশাপাশি স্থানীয়দের মধ্যে থেকে একজন এও জানান, 'সব ছিল পঞ্জাবি সিকিউরিটি। দেখে মনে হত কনভয় ঢুকত। এক একজন সর্দারজি নীল পাঞ্জাবি পরতেন। তাঁদের কোমরে ছোট্ট আগ্নেয়াস্ত্র থাকত। হিন্দি সিনেমায় যেমনটা দেখি।' বিভাসের প্রতাপ এতটাই ছিল যে ভাড়া বাড়ির দোতলায় সাইনবোর্ড খুলে নিয়েছিলেন বিভাস। এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, বেলেঘাটায় যার বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন বিভাস, সেই বাড়ির মালিকের নাম অরুণ ঘোষ। এলাকাবাসীর দাবি, অরুণ আগে থেকেই বিভাসকে চিনতেন। অভিযোগ, মানিকতলা থেকে অফিস সরিয়ে বেলেঘাটায় আস্তানা তৈরি করতে সাহায্য করেন অরুণ। তার বদলে মাসে-মাসে নিতেন চল্লিশ হাজার টাকা। এই প্রসঙ্গে অবশ্য অরুণ ঘোষ জানান, 'মাস খানেক আগে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন বিভাস। বলেছিলেন অফিস হবে। বলেছিলেন পুলিশের কী সব হবে। আমার সঙ্গে ১১ মাসের চুক্তি ছিল। বাকি আর ওর সম্বন্ধে কিছু জানি না।'

প্রসঙ্গত, প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রথম উঠে এসেছিল এই বিভাস অধিকারীর নাম। বীরভূমের নলহাটির ২ নম্বর ব্লকের প্রাক্তন তৃণমূল সভাপতি ছিলেন তিনি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা গোয়েন্দাদের তদন্তের প্রশ্নের মুখেও পড়েন তিনি। পরবর্তীতে তৃণমূল ছেড়ে নিজের দল খোলেন। আন্তর্জাতিক তদন্তকারী সংস্থার নামে থানা খুলে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন মামলার তদন্ত করার নামেও টাকা তুলতেন তিনি বলে দাবি। এরপরই রবিবার নয়ডা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে।

৫ তলা থেকে পড়ে মৃত্যু

■ সোমবার দুপুরে দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত আবাসন ইডেন টলি লেকসাইডে ৫ তলার ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হল ৬৮ বছরের এক বৃদ্ধার। মৃতার নাম সুপ্রিয়া নিয়োগী। স্থানীয় সূত্রে খবর, আবাসনের একতলায় থাকা এক বাসিন্দা প্রথমে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন ওই আবাসনের বাসিন্দারাই। এরপরই খবর দেওয়া হয় পুলিশে। আবাসনের বাসিন্দারাই তাঁকে এম আর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, সুপ্রিয়াদেবী বহুদিন ধরে অসুস্থতায় ভুগছিলেন। তবে তিনি কেন ছাদে গিয়েছিলেন, তা এখনও পরিষ্কার নয়। পুলিশ সূত্রে খবর, নিছক দুর্ঘটনা নাকি এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, শনিবার বালিগঞ্জের একটি বহুতল আবাসনে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী বছর বাহান্নর কৌস্তভ দাসের।

পথদুর্ঘটনা বেহালায়, আহত একাধিক

■ সপ্তাহের শুরুতেই পথদুর্ঘটনা কলকাতায়। সোমবার দুপুর ১টা নাগাদ এই পথদুর্ঘটনা ঘটে বেহালায়। সূত্রে খবর, ১২ সি রুটের একটি বেসরকারি বাস আচমকাই মেট্রোরেলের গার্ডওয়ালে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতায় বাসের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে বাসের ভেতর ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। বাসে থাকা যাত্রীদের মধ্যে ১০ জন আহত হন। প্রত্যেককে দ্রুত উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠানো হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার পর বাসটিকে আটক করে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। কীভাবে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারাল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এই বাসের গতি যথেষ্ট বেশি ছিল। এরপর হঠাৎই বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গার্ডওয়ালে ধাক্কা মারে। জোর ধাক্কায় সামনের কাঁচ ভেঙে যায়। ধাক্কার অভিঘাতে একাধিক যাত্রী সিট থেকে ছিটকে পড়েন। মেট্রো রেলের গার্ডওয়ালে ধাক্কা লাগার পর কতটা ক্ষতি হয়েছে, তাও খতিয়ে দেখা হবে। কলকাতায় একের পর এক বাস দুর্ঘটনা শহরের ট্রাফিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নতুন করে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে।

অজ্ঞাত ব্যক্তির দেহ উদ্ধার

■ সোমবার কেষ্টপুর খালে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার ঘিরে রীতিমতো শোরগোল ছড়িয়ে পড়ে। এদিন কেষ্টপুরের বাগজোলা খালে ওই দেহটি ভেসে আসে। বিষয়টি নজরে আসার পরেই আতঙ্ক ছড়ায় স্থানীয়দের মধ্যে। খবর দেওয়া হয় পুলিশে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিধাননগর ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানার পুলিশ। ওই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। এখনও ওই ব্যক্তির নাম-পরিচয় জানা যায়নি। কেষ্টপুর থেকে নিউটাউন লোহাপুলের দিকে ভেসে যাচ্ছিল মৃতদেহটি। আশেপাশে মানুষজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। একইসঙ্গে খালের পাশে কোথাও ধস্তাধস্তির কোনও চিহ্ন রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হয়।

রাহুল 'ক্ষমাশ্রী' পেয়েছেন, তৃণমূলও ডুববে হাত ধরাধরি করে: শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার দিল্লিতে ইন্ডি জোটের নির্বাচন কমিশনের দপ্তর ঘেরাও কর্মসূচিকে তীব্র কটাক্ষ করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, রাহুল গান্ধি 'চৌকিদার' বলে ক্ষমা চেয়েছেন, রাফেল বিতর্কে ক্ষমা চেয়েছেন, সাভারকার মন্তব্যে ক্ষমা চেয়ে 'ক্ষমাশ্রী' উপাধি পেয়েছেন। এবারও আবার ক্ষমা চাইতে হবে। রাহুল গান্ধি নিজে ডুবেছেন, আর তৃণমূল তার হাত ধরে ডুববে।

শমীক ভট্টাচার্যের অভিযোগ, দেশের সাংবিধানিক সংস্থার বিরুদ্ধে ধরনায় নেমেছে ইন্ডি জোট, অথচ সংশ্লিষ্ট মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, গরিব প্রান্তিক পরিবারের চিকিৎসক ও একমাত্র কন্যা, যাকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে; তার মা অরাজনৈতিকভাবে বিচার চাইতে রাস্তায় নেমেছেন। সাধারণ মানুষ জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। এই প্রতিবাদ পশ্চিমবঙ্গ, গোটা দেশ এবং সারা বিশ্বে ছড়িয়েছে। অথচ আজ সেখানে পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে, জাতীয় পতাকাকে পা দিয়ে মারিয়েছে। এটা যদি সংসদে আলোচনা না হয়, তাহলে আর কোথায় হবে!

বিজেপি নেতার দাবি, সংসদে দাঁড়িয়ে সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল; যারা ইন্ডি জোটের শরিক; তাদের বলতে হবে, তারা এই ঘটনার সমর্থন করেন কি না। পাশাপাশি এসআইআর ইস্যুতেও ফের ইন্ডি জোটকে আক্রমণ করেন শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর প্রশ্ন, এই নাটক কতদিন চলবে? দাবি কী? যারা মৃত, তারা কোনোদিন কারও পরিবারের সদস্য ছিল বলে তাদের নাম ভোটার তালিকায় রেখে দিতে হবে? আর যে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের কক্সবাজারে বাংলা শিখে এসেছে, তাদের এই দেশের নাগরিক বানিয়ে ভোটার তালিকায় রেখে দিতে হবে? এসব দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। শমীকের বক্তব্যে স্পষ্ট, ইন্ডি জোট ও তৃণমূলের এই অবস্থান দেশের নিরাপত্তা ও সাংবিধানিক কাঠামোর জন্য বিপজ্জনক বলেই মনে করছে বিজেপি।

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের দায়িত্ব কেড়ে নেওয়ায় ক্ষুব্ধ সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে গ্রামীণ বাংলার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের দীর্ঘদিনের দায়িত্ব, অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন করার ক্ষমতা হঠাৎ করে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এর পরিবর্তে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ব্লক মেডিক্যাল অফিসার অফ হেলথ (বিএমওএইচ) ও নার্সিং ইনচার্জদের। পঞ্চায়েত প্রধানদের পদক্ষেপ নামিয়ে 'সাব-রেজিস্ট্রার' স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে। বিরোধী দলনেতা সুকান্ত মজুমদার এই পরিবর্তনকে রাজনৈতিক কায়দা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর দাবি, মমতার সরকার পঞ্চায়েত প্রধানদের রাজনৈতিক অনুগততা রক্ষার জন্য স্বাস্থ্য প্রশাসনের কর্মীদের অজুহাত বানিয়ে, দায়িত্ব তুলে নিয়ে বেআইনি জন্ম সনদপত্র ইস্যুর সুযোগ করে দিচ্ছে।

সীমান্ত জেলার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে এমন একটি গোপন পরিকল্পনা চলছে, যেখানে দীর্ঘদিন আগের জন্ম সনদপত্রের জন্য ব্যাপক আবেদন জমা পড়ছে। ১৯৮৩, ১৯৮৪ সালের মতো পুরনো বছরের জন্ম সনদপত্র তৈরির নির্দেশ রাজনৈতিক প্রভাবের মধ্যে দিয়ে বিএমওএইচদের দেওয়া হচ্ছে। সুকান্ত মজুমদার স্পষ্ট করে বলেন, এই প্রশাসনিক কর্মীদের ভয়-ভীতি দেখিয়ে অবৈধভাবে জন্ম সনদপত্র জারি করিয়ে হাজার হাজার অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে ভোটার তালিকায় রেখে দেওয়া হচ্ছে, যাদের ভোটার তালিকা থেকে সরানো হওয়া উচিত ছিল।

তিনি সরাসরি অভিযোগ করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে বিসর্জন দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করছেন। দেশ নয়, দলের সুরক্ষাই তার একমাত্র লক্ষ্য। এই সংকট জনসাধারণের বিশ্বাস ও ভোটের সার্বভৌমত্বকে গভীর আঘাত হানছে বলে উল্লেখ করেছেন সুকান্ত মজুমদার, এবং দ্রুত এই প্রক্রিয়া বন্ধ করার দাবি জানান।

মেট্রো চ্যানেল চত্বরে কন্ট্রোল কম্যান্ড পোস্ট তৈরির সিদ্ধান্ত কলকাতা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেট্রো রুটের সংযোগস্থল হতে চলেছে এসপ্ল্যানেড। আগামীদিনে তিন মেট্রোর সংযোগস্থল হতে চলায় আরও গুরুত্ব বাড়ছে শহরের প্রাণকেন্দ্রের। কবি সুভাষ-দক্ষিণেশ্বর লাইনের পাশাপাশি এবার ইস্ট-ওয়েস্ট, জোকা-ধর্মতলা। সেই কারণে ধর্মতলায় মাল্টি-মোডাল ট্রান্সপোর্ট হাব তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। পুরো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা রাইটসকে। ফলে, শহরের জনবহুল ও রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর এই এলাকায় যাত্রীদের ভিড়, যান চলাচল এবং রাজনৈতিক কর্মসূচি; সব মিলিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও পোক্ত করতে চাইছে লালবাজার। ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেল চত্বরে একটি কন্ট্রোল কমান্ড পোস্ট তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পুলিশ।

সরকারি সূত্রে খবর, প্রথম দিকে হেয়ার স্ট্রিট থানার অধীনে একটি ছোট দোতলা কন্ট্রোল পোস্টের পরিকল্পনা নেওয়া হলেও পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত বদলেছে। প্রায় ১০ হাজার বর্গফুট জায়গার জন্য পরিবহণ দপ্তরের কাছে সম্প্রতি আর্জি জানিয়েছে লালবাজার। বলা হয়েছে, ডেপুটি কমিশনারের ঘর থেকে শুরু করে ব্যারাক, অফিসারদের কক্ষ, মহিলা পুলিশদের থাকার জায়গার জন্য ৯৫৪০ বর্গফুট জায়াগা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি সেখানে থাকবে ভিজিটরর্স রুমও। কারণ কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে, ধর্মতলার মতো এলাকায় ট্রান্সপোর্ট হাব তৈরি হলে মানুষের ভিড় যেমন বাড়বে, তেমনই বাড়বে গাড়ির চাপও। গড়ে উঠবে বেসমেন্ট পার্কিং, বাসের প্রতীক্ষালয়, আন্ডারপাস। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিক্ষোভের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে জায়গাও। ফলে কোনও ধরনের বিশৃঙ্খলা যাতে না হয়, সে জন্যই আগেভাগে প্রস্তুতি নিয়ে নিতে চান পুলিশ কর্তারা।

কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, এখানে প্রাথমিক ভাবে ঠিক হয়েছে, দু'জন ওসি-র জন্য আলাদা কক্ষ, রিজার্ভ অফিস, অফিসারদের জন্য বসার ঘর, মহিলা পুলিশ কর্মীদের জন্য পৃথক ব্যারাক; সবটাই থাকবে এক ছাদের তলায়। লালবাজারের কর্তারা মনে করছেন, হাওড়া থেকে ধর্মতলা মেট্রো চালুর পরে লোকের ভিড় এই তল্লাটে অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। গোদের ওপর বিষফোঁড়া বলতে সঙ্গে আছে সভা, সমাবেশ, মিছিল, আন্দোলন। এই প্রসঙ্গে প্রশাসনের তরফ থেকে সামনে আনা হয়েছে এক তথ্যও। কলকাতা পুলিশের হিসেবে গত পাঁচ বছরে এই এলাকায় ছোট-বড় মিলিয়ে ৪৯৮টির বেশি রাজনৈতিক কর্মসূচি হয়েছে। মাল্টি-মোডাল হাব হলে সাধারণ মানুষের ভিড় আরও বাড়বে। তাই বিশৃঙ্খল অবস্থা যাতে শহরের প্রাণকেন্দ্রে কোনও ভাবেই তৈরি না হয় সেজন্যই তৈরি হচ্ছে এই কন্ট্রোল পোস্ট। ধর্মতলা চত্বরের জমির মালিকানা আপাতত পরিবহণ দপ্তরের হাতে। সে কারণে দেরি না করে পরিবহণ দপ্তরকে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন লালবাজারের এক কর্তা। এ প্রসঙ্গে অবশ্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে। পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানিয়েছেন,' মানুষের সুরক্ষা সবার আগে। সবরকমভাবে সহযোগিতা করতে আমরা প্রস্তুত।'

অভিজিৎ সরকার খুনের মামলায় স্বস্তিতে পরেশ, স্বপন, পাপিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২১-এর নির্বাচনের পর বিজেপি নেতা অভিজিৎ সরকার খুনের মামলায় নাম জড়িয়েছে তৃণমূল বিধায়ক পরেশ পাল, কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ (বস্তি) স্বপন সমাদ্দার এবং ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পাপিয়া ঘোষের। সোমবার তাঁদের আপাত-স্বস্তি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত জানান, ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় নিম্ন আদালতে এখনই হাজিরা দিতে হবে না তাঁদের।

সোমবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত এও বলেন, আগামী ২১ অগস্ট মামলার পরবর্তী শুনানি। ততদিন নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন এই নির্দেশ বজায় থাকবে। আদালতের এই নির্দেশে বেশ কিছুটা স্বস্তিতে পরেশ পাল, স্বপন সমাদ্দার আর পাপিয়া ঘোষ। প্রসঙ্গত, এই মামলায় আগাম জামিনের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁরা। ইতিমধ্যে এই একই মামলায় অভিযুক্ত ইন্সপেক্টর রত্না সরকার ও এক হোমগার্ডকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। তাঁদের বিরুদ্ধে হিংসায় মদত দেওয়া এবং প্রশাসনিক দায়িত্বে গাফিলতির মতো গুরুতর অভিযোগ ওঠে। তদন্তে নেমে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। পরে গ্রেপ্তার করা হয় দু'জনকে।

তবে জামিন দিলেও আদালতের নির্দেশ, তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে তাঁদের। আদালতে নির্দিষ্ট তারিখে হাজিরা দিতে হবে নিয়ম মেনে। কোনও ভাবেই মামলার সাক্ষীদের প্রভাবিত করা চলবে না। পাশাপাশি, আদালতের অনুমতি ছাড়া নির্দিষ্ট এলাকা ত্যাগও করতে

পারবেন না অভিযুক্তরা। আইনজীবীদের মতে, জামিন পেলেও মামলা থেকে এখনও অব্যাহতি পাননি তাঁরা।

২০২১ সালের বিধানসভা ভোট-পরবর্তী হিংসার সময় কলকাতার কাঁকুড়গাছিতে বিজেপি নেতা অভিজিৎ সরকারের রহস্যমৃত্যু ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। পরিবারের অভিযোগ ছিল, তাঁকে পিটিয়ে এবং গলায় তার পেঁচিয়ে খুন করা হয়। প্রথমে পুলিশ ১৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিলেও, পরবর্তীতে হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্তভার যায় সিবিআইয়ের হাতে। তারপরই নাম উঠে আসে তৃণমূলের একাধিক নেতার।

সম্পাদকীয়

নিত্যযাত্রী মহলে স্বস্তি, তবে বাড়াতে হবে এসি লোকালের সংখ্যা

শহরতলির লাইফলাইন হল লোকাল ট্রেন। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষের ভরসা লোকাল ট্রেন। কিন্তু লোকাল ট্রেনে সওয়ারির অভিজ্ঞতাটি মিষ্টি তো নয়ই, উল্টে বেশ তেতো।নিত্যযাত্রী মাত্রই তা হাড়ে হাড়ে জানেন। ঘামে ভিজে, ভিড় ঠেলে গাড়িতে উঠা থেকে নামা, আস্ত একটা যুদ্ধ। তারপর ঠিক সময়ে ট্রেন না চলা, অবরোধ, যান্ত্রিক গোলযোগে পরিষেবা বন্ধ এ তো রোজকার ঘটনা।এই আবহে এবার শিয়ালদহ মেন সেকশনে গড়াল বাতানুকূল লোকাল বা এসি ট্রেনের চাকা। রবিবার উদ্বোধনের পর সোমবার থেকে শুরু যাত্রী পরিষেবা। মুম্বই, চেন্নাইয়ের পর দেশের তৃতীয় শহর ও পূর্ব ভারতের প্রথম শহর হিসেবে কলকাতা পেল এসি লোকাল। এতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস নিত্যযাত্রী মহলে। অনেকে বলছেন, আপ-ডাউন মিলিয়ে সারাদিন তো মাত্র একজোড়া ট্রেন,এতে কী হবে? কিন্তু আসল কথাটা হল, একটা ভালো কাজ তো শুরু হল। আর রেল তো জানিয়েই দিয়েছে, সাড়া মিললে ট্রেনের সংখ্যাও বাড়বে। এতেই আশা দেখছেন নিত্যযাত্রীরা। তবে ভবিষ্যতে ট্রেনের সংখ্যা না বাড়ালে এই পরিষেবার কার্যকারিতাই নষ্ট হবে। তবে চাইলে এবার থেকে সামান্য বাড়তি খরচা করে অফিস টাইমে একটু আরামে লোকাল ট্রেনে সওয়ারি করতে পারবেন যাত্রীরা। অফিস টাইমে প্রতিদিন শিয়ালদহ-রানাঘাট রুটে দিনে একজোড়া ট্রেন চলবে। সকালের এসি লোকালটি ৮টা ২৯ মিনিটে রানাঘাট থেকে ছাড়বে। শিয়ালদহ পৌঁছোবে সকাল ১০টা ১০ মিনিটে। সন্ধ্যার লোকালটি শিয়ালদহ থেকে ৬টা ৫০ মিনিটে ছেড়ে রানাঘাট পৌঁছোবে রাত ৮টা ৩২ মিনিটে। ট্রেনটি আপাতত বিধাননগর, দমদম, সোদপুর, খড়দহ, ব্যারাকপুর, নৈহাটি, কাঁচরাপাড়া, কল্যাণী এবং চাকদহে দাঁড়াবে। শিয়ালদহ থেকে দমদম ৩৫, ব্যারাকপুর ৬০, নৈহাটি ৯০ এবং রানাঘাট পর্যন্ত ভাড়া পড়বে ১২০ টাকা। থাকছে মাসিক টিকিটও। ১২ কামরার সবই বাতানুকূল। এক কামরা থেকে অন্য কামরায় যাওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে। কামরায় দু'পাশে স্বয়ংক্রিয় স্লাইডিং দরজা। থাকবে সিসি ক্যামেরা এবং জিপিএস নিয়ন্ত্রিত ইনফরমেশন সিস্টেম। ট্রেনের গতি হবে ঘণ্টায় প্রায় ১১০ কিলোমিটার।

শব্দবাণ-৩৫৭

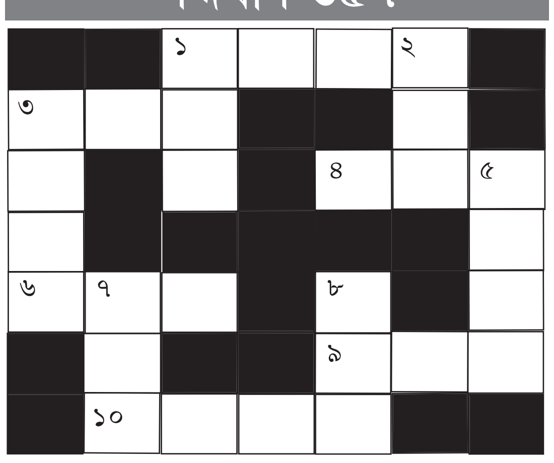

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. সর্বদা, অনবরত ৩. অন্তিম, শেষের ৪. সমর্থ,পটু ৬. লঙ্ঘন ৯. ধমক ১০. ঈশ্বর।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. মদজাতীয় আয়ুর্বেদীয় ওষুধবিশেষ ২. ঢেউ ৩. নারী, স্ত্রীলোক ৫. ভূলুণ্ঠন, লুটোপুটি ৭. রান্না ৮. কাজ থেকে অবসর ।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৫৬

পাশাপাশি: ২. খামখেয়াল ৫. তাপ ৬. তব ৭. চাবি ৮. কেল্লা ১০. শরসন্ধান।

উপর-নীচ: ১. ধোয়া ২. খানাতল্লাশ ৩. খেতি ৪. লতাবিতান ৯. দাস ১১. রঙ্গ।

জন্মদিন

আজকের দিন

সীতারাম ইয়েচুরি

১৯৫২ *বিশিষ্ট বামপন্থী রাজনীতিবিদ সীতারাম ইয়েচুরির জন্মদিন।*
১৯৮৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৯৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সারা আলি খানের জন্মদিন।*

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণে আমরা এখন কতটা আন্তরিক

পার্কে ঢুকে যতীন দাসের অবাধ মূর্তি দেখতে পাবেন এই দৃষ্টিকোণ থেকে।

অশোক সেনগুপ্ত

আবার এসে গেল ভারতের স্বাধীনতা দিবস। আবার আমরা মাতোয়ারা হব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণে। অজস্র উদাহরণ এনে পাঠককূলকে ধন্দে ফেলার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। কেবল মূলত পুরকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আবেদন করব বিষয়টা বিবেচনা করার।

হাজরা পার্কে স্থাপিত হয়েছিল শহিদ যতীন দাসের পূর্ণাবয়ব মূর্তি। পরবর্তীকালে কিছু ব্যবধানে বসানো হয়েছে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রর সাদা রঙের আবক্ষ মূর্তি। আচ্ছাদনের নিচে সোনালি রঙের মূর্তিটি আগে দেখা যেত রাস্তা থেকে। বেশ কিছুকাল হল মূর্তিটি দেখা যায় না। কারণ, সামনে পার্কের গা ঘেঁষে ফুটপাথের ধারে দখলদারদের সারিবদ্ধ দোকান। রবিবার (১০/৮) সকাল ৭-৪৫-এ যখন গিয়েছি, সেরকম খদ্দের নেই। তাও ঠিক সামনে থেকে শহিদ যতীন দাসের ছবি তোলার ফাঁক পাচ্ছিলাম না। কারণ, একটা ভেজা লুঙ্গি টানটান করে মেলা পার্কের ফেন্সিংয়ে। আমার ফাঁক খোঁজার চেষ্টা দেখে ওঁরা নিজে থেকেই লুঙ্গি সরিয়ে নিলেন।

একই অবস্থা প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড সংলগ্ন সূর্য সেন ভবনের। সীমিত সামর্থে তাঁরা নিঃস্বার্থভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা দীর্ঘ ও স্মরণীয় অধ্যায়কে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। সামনে সারিবদ্ধ দখলদারের ঝুপড়ির দৃশ্যদূষণে ভবনের আকর্ষণ মার খাচ্ছে। কিছু অসুবিধাও হচ্ছে। বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থা বহুবার পুরসভার বিভিন্ন স্তরে অনুরোধ করেছেন ওই সব ঝুপড়ি সরাতে। এক ফোঁটা কাজ হয়নি।

কুমিল্লার সুনীতি চৌধুরী ও শান্তি ঘোষ যথাক্রমে ১৪ ও ১৫ বছর বয়সে জীবনমৃত্য পায়ের ভৃত্য করে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন, হত্যা করেছিলেন ইংরেজ প্রশাসককে, সেটা ইতিহাস হয়ে গেলেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সংগ্রামীদের সম্পর্কে আগ্রহীরা সে খবর রাখেন। ধরা পড়ার পর কী নিদারুণ কষ্ট তাঁরা করেছেন। কেবল ওঁরা নয় উজ্জ্বলা মজুমদার (রক্ষিতরায়) ও বীনা দাস (ভৌমিক) এঁদের নামও সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা।

যতীন দাস।

অগ্নিকন্যা শান্তি-সুনীতি।

হাজরা পার্কে স্থাপিত হয়েছিল শহিদ যতীন দাসের পূর্ণাবয়ব মূর্তি। পরবর্তীকালে কিছু ব্যবধানে বসানো হয়েছে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রর সাদা রঙের আবক্ষ মূর্তি। আচ্ছাদনের নিচে সোনালি রঙের মূর্তিটি আগে দেখা যেত রাস্তা থেকে। বেশ কিছুকাল হল মূর্তিটি দেখা যায় না। কারণ, সামনে পার্কের গা ঘেঁষে ফুটপাথের ধারে দখলদারদের সারিবদ্ধ দোকান। রবিবার (১০/৮) সকাল ৭-৪৫-এ যখন গিয়েছি, সেরকম খদ্দের নেই। তাও ঠিক সামনে থেকে শহিদ যতীন দাসের ছবি তোলার ফাঁক পাচ্ছিলাম না। কারণ, একটা ভেজা লুঙ্গি টানটান করে মেলা পার্কের ফেন্সিংয়ে। আমার ফাঁক খোঁজার চেষ্টা দেখে ওঁরা নিজে থেকেই লুঙ্গি সরিয়ে নিলেন।

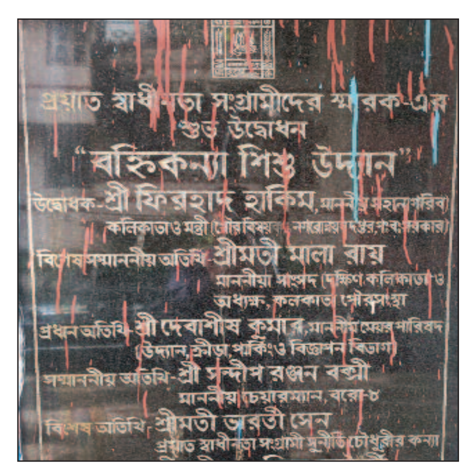

সূর্য সেন ভবনের সামনে ঝুপড়ির দোকান।

কেবল ইতিহাসের পাতায় নয়, বস্তুগতভাবে তাঁদের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য মূলত তাঁদের পরিবারের তরফে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কয়েক বছর আগে। আবেদনে কর্ণপাত করেছিল কলকাতা পুরসভা। ঠিক হয়েছিল মনোহরপুকুর রোড ও নন্দলাল জিউ রোডের মাঝে পুরসভার একটি পার্কে ওই চার মহীয়সীর স্মৃতিসৌধ হবে। কিন্তু যা হয়, ১৮ মাসে বছর। সুনীতি চৌধুরীর কন্য, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা মুম্বাইনিবাসী ডঃ ভারতী সেনের কাছে বিষয়টা জানার অবকাশ হল।

২০১৯ সালে একদিন দাপুটে তৃণমূল নেতা, পুরসভার উদ্যান শাখার মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমারের সঙ্গে দেখা হল কলকাতা প্রেস ক্লাবে। তাঁকে বিষয়টা জানালাম। বিষয়টা তাঁর জানা ছিল। তিনি বললেন, তআমি তো ডিজি-কে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি!দ আমার সামনেই ডিজি-র কাছে দেরির কারণ জানতে চাইলেন দেবাশিসবাবু। ডিজি 'স্যার' 'স্যার' করে তাঁকে জবাব দিলেন। দেবাশিসবাবু আমাকে বললেন, তহয়ে যাবে শীঘ্রইত। ওখান থেকে আমি ভারতীদেবীর সঙ্গে দেবাশিসবাবুর ফোনে কথা বলিয়ে দিলাম।

এর পর ২০১৯-এর 'বহ্নিকন্যা শিশু উদ্যান'-এর উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করলেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। দেবাশিসবাবু ও ভারতী সেন ছিলেন যথাক্রমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান ও বিশেষ অতিথি। সম্মানীয় অতিথি ও সভানেত্রী ছিলেন যথাক্রমে পুর চেয়ারম্যান ও সাংসদ মালা রায় এবং স্থানীয় (৮৪ নম্বর ওয়ার্ডের) পুরমাতা পারমিতা চ্যাটার্জী। কালো পাথরে তাঁদের নাম-সহ ফলক বসল রাস্তার ধারে। যাতায়তের পথে নামগুলো চোখে পড়ে। কিন্তু সৌধটা বসল একটু ভেতর দিকে।

ছ ইঞ্চি উঁচু বেদীর ওপর আনুঃ ৫ ফুট উঁচু, ৩ ফুট চওড়া সৌধ। চারদিকে শ্বেতপাথরের ফলকে চার দিকে, চার মহীয়সীর ছোট্ট মুখ-সহ বাংলা ও ইংরেজিতে অতি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। সামনে সুনীতি চৌধুরীর। দুপাশে বীনা-উজ্জ্বলার। উঁকিঝুঁকি মেরে নামদুটো কোনওক্রমে বুঝতে পারবেন। ফলকের ছোট হরফে জীবনগাথা পড়ার উপায় নেই। লক্ষ্য করে দেখলাম, লেখায় তিন দিকেই জীবনী বানান লেখা 'জীবনি'। সৌধের পিছনের ফলকে যে শান্তি ঘোষের কথা লেখা, সেটা কেউ জানলেন না। লোহার ফটক তালাবন্ধ। স্থানীয়রা জানালেন, ওটা বন্ধই থাকে।

উজ্জ্বলা মজুমদার।

বীণা দাস।

হকার সরিয়ে ফেন্সিংয়ের ফাঁক দিয়ে তোলা হাজরা পার্কে যতীন দাসের মূর্তির ছবি।

উদ্যান এবং সৌধের উদ্বোধন হয়েছিল '১৯-এর ১৪ ডিসেম্বর। দিনটির বিশেষত্ব হল ১৯৩১ সালের সেই তারিখে কুমিল্লার*জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. স্টিভেন্সকে হত্যা করেন দুই বালিকা শান্তি-সুনীতি। বিচারে তাঁদের দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। অবিস্মরণীয় ত্যাগ ফলকে স্বীকৃত অপর দুই মহীয়সী উজ্জ্বলা-বীণারও।

'বহ্নিকন্যা শিশু উদ্যান'-এর তালাবন্ধ ফটকের সামনে, ফুটপাথের ধারে যদি আকর্ষণীয় ভাবে ভিতরের লেখাটা যদি ফলকে স্থাপন করা যায়, তাহলে যেতে যেতে একলা পথে হয়ত ক্ষণকাল তিষ্ঠ হবেন কোনও পথিক! অন্তরের শ্রদ্ধা জানানোর অবকাশ হবে চার বীরাঙ্গনাকে। বীরাঙ্গনারা কেউ স্বপ্নেও ভাবেননি 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য' মনোভাবে তাঁরা অমর হবেন, যে কোনও মূল্যে দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আজ আমাদেরই কি চিন্তা করা উচিত নয়, তাঁদের কথা কতটা, কীভাবে আকর্ষণের সঙ্গে রেখে যেতে পারি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে?

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

হুগলি জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতির ছেলের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: এবারে পুরশুড়া থানায় হুগলি জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি কৃষ্ণ সাঁতরার ছেলে পিনাকী সাঁতরার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের বিজেপির। আরামবাগের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক কৃষ্ণ চন্দ্র সাঁতরার ছেলে পিনাকী

সাঁতরার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ। হুগলি জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি কৃষ্ণ চন্দ্র সাঁতরার ছেলে পিনাকী সাঁতরার বিরুদ্ধে অভিযোগ, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় অশ্লীল ভিডিও পোস্ট। জানা গেছে, রবিবার পিনাকী সাঁতরা তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলে একটি ভিডিও পোস্ট করেন, যা মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিও তে বিরোধী দলনেতাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে আর ভিডিও সঙ্গে অশ্লীল গলায় একজন কথা বলছে। যা যথেষ্ট অশ্লীল বলে অভিযোগ। বিজেপির বিধায়ক বিমান ঘোষ অভিযোগ ছেলে লেখেন, '...আমি বিমান ঘোষ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিধায়ক উহার দ্বারা জানাইতেছি যে, ইংরেজির ১০.০৮.২০২৫ তারিখে আনুমানিক দুপুর একটা দুটো নাগাদ আরামবাগ থানার অন্তর্গত বলুন্টি নিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরার পুত্র পিনাকী সাঁতরা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরোধী দলনেতা ও আমাদের বিজেপি পার্টির সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও সম্মানীয় দলনেতা শ্রীযুক্ত শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে বিদ্রুপ তাচ্ছিল্য ও সম্মানহানি করিয়া তথ্য বিকৃত করিয়া সোশ্যাল মিডিয়াতে (ফেসবুক) একটি ভিডিও প্রকাশ করিয়াছে। যাহা আমাদের সম্মানীয় নেতার সারা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে সম্মানহানি হইয়াছে ও আমাদের বিজেপি দলের নেতার ভাব মূর্তি নষ্ট করিয়াছে...' পাশাপাশি তিনি কঠোর শাস্তির দাবি জানান। অপরদিকে হুগলি জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি কৃষ্ণ চন্দ্র সাঁতরা এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি। তবে তাঁর ছেলে পিনাকী সাঁতরা বলেন, 'সোশ্যাল মিডিয়া থেকে নিয়োই পোস্ট করেছিলাম। উনি বিরোধী দলনেতা হিসাবে মুখের ভাষা যা বলেন, সেটাও কাম্য নয়। তবে আমি ভুল কিছু করিনি। পুরশুড়ার বিধায়ক আমার নামে অভিযোগ করেছেন শুনলাম। আমিও প্রশাসনের দ্বারস্থ হব।' সবমিলিয়ে একজন হুগলি জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি ছেলের বিতর্কিত পোস্ট ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল এবং অস্বস্তিতে তৃণমূল।

সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকের পুরন্দরপুরে বান্ধব সমিতির ময়দানে অনুষ্ঠিত হল এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। অর্পিতার নৃত্যাঞ্জলি শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে মানসী নৃত্যকলা কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্টদের সংবর্ধনা জানান কর্ণধার ও নৃত্য প্রশিক্ষিকা অর্পিতা সাধু।

বাংলায় কথা বলায় ২১ দিন ধরে আটক পরিযায়ী শ্রমিক

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: এবার তামিলনাড়ু। আবারও বাংলায় কথা বলার অভিযোগে ভিন রাজ্যে পুলিশের হাতে আটক পরিযায়ী শ্রমিক। এমনটাই অভিযোগ পরিবারের। নাগরিকত্বের সমস্ত রকম তথ্য দেওয়ার পরেও ২১ দিন ধরে আটকে রেখেছে তাঁদের। বাড়ির মানুষকে বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়ার আর্জি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার টাকি পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা। রাজিব শেখ নামে ওই ব্যক্তি তামিলনাড়ুতে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। বিগত পাঁচ বছর ধরে সেখানে কাজ করছেন তিনি। হঠাৎই ২২ জুলাই রাজিব শেখ-সহ বেশ কয়েকজনকে ধরে নিয়ে যায় তামিলনাড়ুর পেরেমবালা থানার পুলিশ।

অভিযোগ, সেখানকার পুলিশের হেফাজতে থাকার পরেও রাজিব শেখ কে তাঁর পরিবারের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। সেখানকার থানায় পুলিশ বিভিন্ন রাজ্যের নাগরিকত্বের প্রমাণ চাওয়ায় সমস্ত নাগরিকত্বের প্রমাণ তাঁর পরিবার পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু তারপরেও প্রায় ২১ দিন কেটে গেছে এখনও রাজিব শেখকে ছাড়েনি সেখানকার পুলিশ। এমনকি এখন আর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না তাঁর পরিবারের লোকজন। রীতিমতো দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের দাবি, 'বাংলায় কথা বলেছিলেন, তাই রাজিব শেখকে সেখানকার পুলিশ আটক করেছে। বাবাকে পুলিশে ধরে রাখায় আমরা রীতিমতো সমস্যায় পড়েছি। আমাদের সংসার চালানোর দায় হয়ে যাচ্ছে। কী করে সংসার চলবে, তা বুঝতে পারছি না। তার স্ত্রীর আর্জি, তাঁর স্বামীকে অবিলম্বে রাজ্যে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুন মানবিক মুখ্যমন্ত্রী।'

পশ্চিমবঙ্গ ল' ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশনের নদিয়া জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার প্রশাসন শাখা রানাঘাট ১ নং ব্লক ইউনিটের পক্ষ থেকে কিরণপ্যালেসে আয়োজিত হল অঙ্কন প্রতিযোগিতা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং রক্তদান শিবির। ৪২ জন রক্তদাতা রক্তদান করলেন। অঙ্কন প্রতিযোগিতায় ক বিভাগ, খ বিভাগ ও গ বিভাগে মোট ৮০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করলেন। প্রায় ৯০ জন স্বাস্থ্য শিবিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছেন। সংগঠনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলী সদস্য সাধন প্রামাণিক, সরজিত গোস্বামী ও জেলা সভাপতি সঞ্জয় বিশ্বাস। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করলেন সংগঠনের অন্যতম সদস্য প্রণব কুমার দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রানাঘাট পুরসভার পুরপ্রধান কোশল দেব বন্দ্যোপাধ্যায়, আনুলিয়া পঞ্চায়েতের প্রধান শম্পা বিশ্বাস ও পায়রাডাঙা পঞ্চায়েত প্রধান-সহ আরো অন্যান্য পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিগণ। সকলের উপস্থিতিতে সংগঠনের নিত্যানুষ্ঠান কবিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে রাখি বন্ধন অনুষ্ঠান পালিত হয়।

তারকেশ্বরে মৃত্যু পুণ্যার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: তারকেশ্বর মন্দিরে জল ঢালতে গিয়ে মৃত্যু হল এক পুণ্যার্থীর। মৃতের নাম অমিত পাকড়ে (৩৫)। বাড়ি হাওড়া জেলার বালি এলাকায়। তারকেশ্বর মন্দিরে জল ঢালার উদ্দেশ্যে শেওড়াফুলি পৌঁছন। শেওড়াফুলি নিমাইতীর্থ ঘাট থেকে জল তুলে বাইকে তারকেশ্বরের উদ্দেশ্যে রওনা হন তাঁরা। তারকেশ্বর মন্দিরের প্রবেশের আগে বাজিতপুর চৌমাথায় এসে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন অমিত। প্রথমটায় ভেবেছিলেন প্রচণ্ড গরমে অসুস্থ লাগছে। পরে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়তে থাকেন তিনি। তড়িঘড়ি তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয় তাঁর।

সাধারণ নোটিশ

এতদ্দ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোটাক মহীন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি নিম্নোক্ত ভেহিকেলগুলির নিলামের জন্য ব্যবস্থা করেছে।

ভেহিকেল বিক্রির জন্য

১) মডেল নং : INTRA_V50
ভেহিকেল নং : WB95A6422
নির্মাণ বর্ষ - ২০২৩,
সংরক্ষিত মূল্য : ৪৮৫০০০

২) মডেল নং : ALBADADOST
ভেহিকেল নং : WB19M2235
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৪,
সংরক্ষিত মূল্য : ৬৮৪৪৫০

৩) মডেল নং TATA ACE
ভেহিকেল নং WB33F3690
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৪,
সংরক্ষিত মূল্য : ৩৩০০০০

৪) মডেল নং : TATA ACE gold
ভেহিকেল নং : WB33F0201
নির্মাণ বর্ষ : ২০২২
সংরক্ষিত মূল্য : ২৬৫০০০

৫) মডেল নং : TACEGOLDSL
ভেহিকেল নং : WB15E1849
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৪,
সংরক্ষিত মূল্য : ৩৯৫৮৬৯.৫

৬) মডেল নং : AL3118CBGD
ভেহিকেল নং : WB29B4624
নির্মাণ বর্ষ : ২০১৭,
সংরক্ষিত মূল্য : ১২৫০০০০

৭) মডেল নং : CB_TATA_SIGNA_5525_BSVI_4X2
ভেহিকেল নং : WB57E9365
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৩,
সংরক্ষিত মূল্য : ২৭১১৪৭৫

৮) মডেল নং : TATA LPT 3118 GOODS
ভেহিকেল নং : Wb213046
নির্মাণ বর্ষ : ২০১৪,
সংরক্ষিত মূল্য : ৩৫৭০৯০.৯৮

৯) মডেল নং : MAXXHD_PICKUP
ভেহিকেল নং : No.WB25M1973
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৪,
সংরক্ষিত মূল্য : ৬০৫৪৭৪.৪২

১০) মডেল নং : 4218_COWL_CHAS
ভেহিকেল নং : WB29B8127
নির্মাণ বর্ষ : ২০১৯,
সংরক্ষিত মূল্য : ৯৯২৬৩৯.৯৩

১১) মডেল নং : AL_4220
ভেহিকেল নং : WB29C1231
নির্মাণ বর্ষ : ২০২১,
সংরক্ষিত মূল্য : ২১৫০০০০

১২) মডেল নং : TATA LPT 3118/52
ভেহিকেল নং : WB11D2758
নির্মাণ বর্ষ : ২০১৬,
সংরক্ষিত মূল্য : ৫১৫০০০

দায়বদ্ধ
মেসার্স কোটাক মহীন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি. এর নিকট বিক্রয় করা হবে "যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে"।
আগ্রহী পক্ষগণ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে দরপত্র জমা দিতে পারেন।

কোটাক মহীন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি., ২২, ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠতল, বি ব্লক, কলকাতা : ৭০০০১৬
বা
যোগাযোগ করতে পারেন :
গৌতম সাহা : ৯৮৩৬১০৯৩১৭/
গৌরব সিংহ : ৯০৭৩৯৬৬৫০০।

অ্যাক্সিস ব্যাংক লিমিটেড

AXIS BANK
স্থানীয় অফিস : এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ১ শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা-৭০০০৭১
রেজিস্টার্ড অফিস : "ত্রিশূল", ৪র্থ তল, সমর্থেশ্বর মন্দির ল গার্ডেনের বিপরীতে, এলিসব্রিজ আহমেদাবাদ - ৩৮০০০৬

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা (গণ) কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত **অস্থাবর সম্পত্তি** ব্যাংকের হেফাজতে রয়েছে, যার ভৌত দখল সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, ২৮.০৮.২০২৫ তারিখে সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত ঋণগ্রহীতাদের অ্যাকাউন্টে সুরক্ষিত পাওনাদারের পাওনা আদায়ের জন্য **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১) শ্রী বিকাশ জয়সওয়াল, (ঋণগ্রহীতা)**, পিতা দীননাথ জয়সওয়াল **২) শ্রীমতি নীলম জয়সওয়াল, পিতা দিলীপ জিয়াসওয়াল।** সংরক্ষিত মূল্য হবে ৪,৬৬,৮০০/- টাকা এবং বায়না জমা হবে ৪৬,৬৮০/- টাকা। প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে সংযুক্ত নিলামের সময়সূচীটি দেখুন -

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা অস্থাবর দফাগুলির (যদি কিছু থাকে) :	**নির্ধারিত ঋণদাতার জ্ঞাত নয়,** ক্রেতাকে সংশ্লিষ্ট সকল দফাগুলির মান ক্রয়ের পূর্বে যাচাই করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সকল দফা 'যেখানে যেমন আছে', 'যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়) :	**৪,৬৬,৮০০ টাকা** (চার লাখ ছেষট্টি হাজার আটশো টাকা)
বায়না জমা (টাকায়) :	**৪৬,৬৮০ টাকা** (ছেচল্লিশ হাজার ছয়শো আশি টাকা) ডিডি এর আকারে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি. এর অনুকূলে কলকাতায় প্রদেয়।
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ :	**১০,০০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা)
ইএমডি সহ ডাক/টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ, সময় এবং স্থান :	২৭.০৮.২০২৫ তারিখ বিকেল ৪ টার মধ্যে, এ সি মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, (পিছনের লিফট) ১ শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা : ৭০০০৭১, ঠিকানায় অনুমোদিত অফিসারের নামে।
সাধারণ ই-নিলামের তারিখ, সময় এবং স্থান :	২৮.০৮.২০২৫ তারিখ বেলা ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টার মধ্যে প্রতিটির ক্ষেত্রে অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে ওয়েব পোর্টাল https://www.bankeauctions.com মাধ্যেমে, ই-নিলাম টেন্ডার ফর্ম,ঘোষণা ইত্যাদি সহ ই-নিলাম টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে নিম্নেবর্ণিত পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার ওয়েবসাইট থেকে।

বিক্রয় অধীন অস্থাবর দফাগুলির তালিকা (দফাগুলি ফ্ল্যাট নং ১৫এ, প্রেমিসেস নং ২০০এ, শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ৫৮, থানা : টালিগঞ্জ, কলকাতা-৭০০০২৬ ঠিকানায় রেখিত)।
রুম নং ১ : ১টি কাঠের বেড, ম্যাট্রেস এবং পিলো সহ, ১ কাঠের ওয়ার্ডরোব, ১ টিভি স্যামসুঙ মেক, ১ পিয়ানো, ১ এসি ডাইকিন, ১ সিলিং ফ্যান।
বাথরুম ১ : ১ এও স্মিথ গিজার এবং ফিটিংস।
রুম নং ২ : ১ কাঠের বেড, ম্যাট্রেস সহ, ১ স্যামসুঙ টিভি, ১ কাঠের ওয়ার্ডরোব, ১ সিলিং ফ্যান, ১ ডাইকিন এসি।
বাথরুম ২ : ১ এও স্মিথ গিজার এবং ফিটিংস।
রুম ৩: ২ কাঠের বেড, ১ দাইকিন এসি, ১ সিলিং ফ্যান,১ কাঠের ওয়ার্ডরোব, কিছু খেলনা।
রুম ৪ : ১ কাঠের বেড, ১ সিলিং ফ্যান, ১ দাইকিন এসি, ১ স্যামসুঙ টিভি, ১ সোফা চেয়ার, ১ কাঠের ওয়ার্ডরোব।
বাথরুম ৩ : ১ এও স্মিথ গিজার।
কিচেন : ১ স্যামসুঙ রেফ্রিজারেটর, ১ গ্যাস ওভেন, ১ চিমনি, ১ মাইক্রোওয়েভ ওভেন স্যামসুঙ, ১ স্যান্ডউইচ মেকার, ২ মিক্সার , কিছু বাসনপত্র।
হল : ১ স্যামসুঙ ওয়াশিং মেশিন, ৩ সোফা সেট, ২ টি টেবল, ১ স্যামসুঙ টিভি, ১ মিউজিক সিস্টেম মার্শাল, ২ দাইকিন এসি, ১ সিলিং ফ্যান,কিছু শো পিস, ১ ডাইনিং টেবল ছয়টি চেয়ার সহ, ১ বড় ওয়াল ক্লক, ১ রাধাকৃষ্ণের আঁকা ছবি, ১ ঝুমার আলো, সিলভার রংয়ের দেবতার মূর্তি।
**প্যাকার এবং মুভারদের জিনিসপত্র অপসারণের জন্য আলাদাভাবে খরচ বহন করতে হবে। একবার বিক্রি হয়ে গেলে, বিক্রয়ের তারিখ এবং নিলামের মূল্য প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে সম্পত্তি প্রাঙ্গণ থেকে অপসারণ করা জিনিসপত্রের জন্য ব্যাংকের কোনও দায় থাকবে না।
বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত পাওনাদারের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন যেমন https://www.axisbank.com/auction-retail এবং ব্যাংকের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড তাদের ওয়েব পোর্টাল https://www.bankeauctions.com
নিলামটি ব্যাংকের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এর মাধ্যমে তাদের ওয়েব পোর্টাল https://www.bankeauctions.com

তারিখ ১২.০৮.২০২৫
স্থান কলকাতা
স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাংক লি

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা

'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

প্রতি

১) মেসার্স ইন্টিগ্রেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশন প্রাইভেট লি. রেজিস্টার্ড অফিস : গোদরেজ ওয়াটার সাইড, শুট নং ৪০৩, ব্লক-ডিপি, সেক্টর -৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা : ৭০০০৯১।	**২) মেসার্স ইন্টিগ্রেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশন প্রা লি.(আইইএসপিএল),** কাজের ঠিকানা :মৌজা : রূপনারায়ণপুর, পুরাতন বাজার, ওম গেস্ট হাউস এর বিপরীতে এবং অটোজোন সার্ভিসেস সেন্টার এর নিকট, পো : খড়গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৩০১।
৩) শ্রী অঞ্জনী গোয়েল, ডিএল-১৮, সীতা কুঞ্জ, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা : ৭০০০৯১।	**৪) শ্রী সন্দীপ গোয়েল** (সিএমডি এবং জামিনদাতা) ডিএল-১৮, সীতা কুঞ্জ, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা : ৭০০০৯১।
৫) শ্রী রামন গোয়েল (ডিরেক্টর) ৬১২, ওয়ার্ড নং ০৪, , মোরি গেট চক, হিসার, হরিয়াণা : ১২৫০০১।	**৬) শ্রী বরুণ গোয়েল (ডিরেক্টর)** ৬৩/২, মহল্লা পাথানা, হিসার, হরিয়াণা : ১২৫০০১।
৭) মেসার্স সানরাইজ মার্চেন্ডাইস প্রা লি.(কর্পোরেট জামিনদাতা), ডাকব্যাক হাউস, ১সি, ৪১, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা : ৭০০০১৭,	

লেটার নং SAMB-II/KOL/CLO-4/SS/297 তারিখ ০৫.০৮.২০২৫
মহাশয়া/প্রিয় মহাশয়
বিষয়- স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
অ্যাকাউন্ট : ইন্টিগ্রেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশন প্রা. লি.
আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ১১/০৯/২০১৭ তারিখের নোটিশের প্রতি যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩(২) ধারা এবং ২২/১১/২০১৭ তারিখের দখল নোটিশ এবং ২১/০২/২০২৫ তারিখে ক্যাপশনযুক্ত অ্যাকাউন্টে নেওয়া ভৌত দখলের প্রতি। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর বিধান অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ই-নিলামে নীচে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলীর সাথে পঠিত হবে, যদি আপনি সম্পূর্ণ বকেয়া পরিমাণ অর্থাৎ টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন। ৩০.০৬.২০২৫ তারিখে **৪৮,৬১,০০,০০০/- (আটচল্লিশ কোটি একষট্টি লক্ষ টাকা)** সুদ, খরচ, চার্জ এবং খরচ সহ এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এবং নিয়ম ৯(১) এর অধীনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে, যা উক্ত বিধির পরিশিষ্ট IV-A অনুসারে।
বিক্রি করা সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ

ক্রম নং	জামিন(গুলির) বিবরণ	সংরক্ষিত মূল (টাকায়)	বায়না জমা (টাকায়)
১.	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত প্রেমিসেস নং ১০৫ এবং ১০৬স ২য়তল, মিত্তাল কমার্শিয়াল প্রেমিসেস কো-অপারেটিভ সোসাইটি, সি টি এস নং ১৬২৯, গ্রাম : মারোল, আন্ধেরী (পূর্ব), মুম্বই পরিমাণ ১৪৯.২০ বর্গ মিটার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং তদস্থিত দুটি ঢাকা কার পার্কিং স্পেস, **সানরাইজ মার্চেন্ডাইস প্রা লি.** এর নামে রেজিস্ট্রিকৃত **চুক্তি বিক্রয় দলিল নং ৭৬৯৯ তারিখ ১৭.০৭.২০১০,** এসআরও আন্ধেরী নং ৩স মুম্বই সমীপে।	**৪,৬০,০০,০০০ (চার কোটি এবং ষাট লাখ টাকা) টাকা।**	**৪৬,০০,০০০ (ছেচল্লিশ লাখ টাকা) টাকা।**

এতদ্দ্বারা পুনরায় জানানো হচ্ছে যে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ১২.০৮.২০২৫
স্থান : কলকাতা
কোনওরকম অসুবিধার ক্ষেত্রে ইংরাজি মাধ্যম প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ ২, কলকাতা — ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

'জীবনদীপ বিল্ডিং', ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১
ই-মেইল: sbi.18192@sbi.co.in

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: সুরেশ চন্দ্র পান্ডা, ইমেল আইডি: sbi.18192@sbi.co.in, মোবাইল নং ৯৮১০৫৬২৮০৩
[রুল ৮(৬) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৯(১) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটাইজেশন এন্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৯(১) বন্দোবস্ত অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৯.০৮.২০২৫
সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং. ১

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা "যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৯.০৮.২০২৫** তারিখে **১৭,২৭,২০,৯৫৩.৭৩ টাকা (সতেরো কোটি সাতাশ লক্ষ বিশ হাজার নয়শো তিপ্পান্ন টাকা এবং তিয়াত্তর পয়সা মাত্র)** ৩০.১১.২০১৩ অনুযায়ী এবং তদুপরি ০১.১২.২০১৩ তারিখ থেকে আরও সুদ, চার্জ, ব্যয় খরচ ইত্যাদি পুনরুদ্ধারের জন্য যা ঋণগ্রহীতা **ভাসুকি মাইনিং অ্যান্ড মিনারেলস প্রাইভেট লিমিটেড**, যার নিবন্ধিত কার্যালয় এ-৩৯ মাওলানা আজাদ সরণি, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩২১৬-এ অবস্থিত এবং **জামিনদারগণ- (১) শ্রী পলাশ কুমার শ্রীবাস্তব,** নিবাস- এ-৩৯ মাওলানা আজাদ সরণি, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩২১৬, **(২) শ্রীমতী নমিতা শ্রীবাস্তব,** নিবাস- এ-৩৯ মাওলানা আজাদ সরণি, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩২১৬, **(৩) শ্রী দিলীপ কুমার পাল,** নিবাস- এস.পি. মোড়, সিউড়ি, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩১১০১, **(৪) শ্রী তরুণ কুমার ঘোষ,** নিবাস- এস.পি. মোড়, সিউড়ি, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩১১০১ -এর বকেয়া আছে সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে।
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: **তারিখ: ১৮.০৮.২০২৫ সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত**

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ, যদি কিছু থাকে, স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি জমি (১) জেএল নং ০৬, খতিয়ান নং ১৮১, সাবেক দাগ নং ২০৩, ২১২ এবং ২১৯, হাল দাগ নং ২০৮, ২১৭ এবং ২২৪, এরিয়া ৪৭ শতক, **দলিল নং আই-৩১১২-২০০৬ সালের।** (২) জেএল নং ০৬, খতিয়ান নং ১৭৩, দাগ নং ২০৮, ২১৭এবং ২২৪, এরিয়া ২২.২৫ শতক, **দলিল নং আই-৩৯৮২-২০০৬ সালের।** অবস্থিত মৌজা : আরাইপুর, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, মোট এরিয়া কমবেশি ৬৯.২৫ শতক, **সম্পত্তি শ্রী দিলীপ কুমার পাল** এবং **শ্রী তরুণ কুমার ঘোষ -এর নামে।** দাগ নং ২০৮। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর জমি; দক্ষিণে : সড়ক; পূর্বে : অন্যান্যর জমি; পশ্চিমে অন্যান্যর জমি। দাগ নং ২১৭ **চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর জমি;দক্ষিণে : অন্যান্যর জমি; পূর্বে : অন্যান্যর জমি। দাগ নং ২২৪ **চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর জমি; দক্ষিণে : অন্যান্যর জমি; পূর্বে : অন্যান্যর জমি; পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি। **ডিআরটি-১ সমীপে এসএ দাখিল করা হয়েছে উল্লেখ্য এসএ নং এসএ/১৯৫-২০১৮ সালের, কিন্তু সম্পত্তি বিক্রিতে কোনও স্থগিতাদেশ নেই।**	**১,০৫,০০,০০০.০০ টাকা**	**১০,৫০,০০০.০০ টাকা**
	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ: ১,০০,০০০.০০ টাকা	

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন Support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০ -তে।

তারিখ: ১২.০৮.২০২৫
স্থান: কলকাতা
কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — এসবিআই, আরএসিপিসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬) — ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

৬৬, ব্যারাক রোড, পোঃ- ব্যারাকপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন -৭০০১২০, কলকাতা, ইমেল আইডি: sbi.64076@sbi.co.in

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: শ্রী অমিত সরকার, মোবা: ৯৬৭৪৭১৬১২১, ই-মেইল: sbi.64076@sbi.co.in

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯ (১) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮ (৬) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদার(গণ) /বন্ধকদাতা (গণ) কে অবহিত করা হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি, যা সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা আছে, এবং যার **বাস্তবিক দখল** (সম্পত্তির বিবরণের বিপরীতে বিশদভাবে উল্লেখিত) স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নেওয়া হয়েছে, সেগুলি **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে নিম্নে উল্লিখিত তারিখগুলিতে বিক্রি করা হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৬.০৯.২০২৫ সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম	স্বত্ব দলিল জমা রাখা বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ	বকেয়া পাওনা	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০% / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	(১) **সুদেব বিশ্বাস,** পিতা- রতন কুমার বিশ্বাস (২) **শ্রীমতী দীপা বিশ্বাস,** স্বামী- প্রয়াত সুদেব বিশ্বাস, উত্তর ঘোষ পাড়া, পোস্ট ও থানা- চাকদহ, গোধূলি লজ, চাকদহ, নদীয়া, পিন- ৭৪১২২২	মৌজা - গারুলিয়া, আর.এস. দাগ নং- ১৭৭৩, এল.আর. দাগ নং- ৫০২৯, আর.এস. খতিয়ান নং- ১০০৩, এল.আর. খতিয়ান নং- ২৮৫৫, জে.এল. নং- ১, তৌজি নং- ২৪৬০, বর্তমান খতিয়ান নং- ৫৮৭২ ও ৫৮৪৯, হোল্ডিং নং- ১০৯/০১ সূর্য নগর-এর অন্তর্গত ২ কাঠা ৮ ছটাক পরিমাপের জমি এবং তার উপর নির্মাণাধীন স্বয়ং সম্পূর্ণ একতলা বাড়ি যার গ্রাউন্ড ফ্লোরের পরিমাপ ১০৭৮ বর্গফুট এর সকল । চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) নিম্নরূপ- উত্তরে - শ্রী অঞ্জন ভট্টাচার্য, দক্ষিণে - প্রয়াত সুবোধ দাসের সম্পত্তি, পূর্বে - ৬ ফুট সাধারণ রাস্তা, পশ্চিমে - শ্রী অনিল ভট্টাচার্যের সম্পত্তি, ঠিকানা- মাদলডাঙা রোড, ওয়ার্ড নং ১৪, গারুলিয়া পৌরসভা, উত্তর ২৪ পরগনা।	৮,৯২,৭৮৯.০০ টাকা (আট লক্ষ বিরানব্বই হাজার সাতশো উননব্বই টাকা মাত্র) ০৭.০৮.২০২৫ অনুযায়ী এবং তার ওপর আরও সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ, ইত্যাদি।	**সংরক্ষিত মূল্য- ২২,৮৪,০০০/- টাকা** **ইএমডি ১০ , ২,২৮,৪০০/- টাকা** **বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ২৫,০০০/- টাকা**

পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ১০.০৯.২০২৫ সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা

দখলের ধরন: বাস্তবিক

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা https://BANKNET.com এ দেওয়া নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন ।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে । যেকোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে যোগাযোগ করুন Support.baanknet@psballiance.com তে ।
নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে আগ্রহী দরদাতাকে বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী ভালোভাবে দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ১২.০৮.২০২৫
স্থান: ব্যারাকপুর
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

কানাড়া ব্যাংক Canara Bank — এআরএম শাখা (১৩৫৯১)

মেলোডি সিনেমা থিয়েটারের বিপরীতে সূর্যবাগ, বিশাখাপত্তনম, ফোন : ৮৩৩২৯৫৬৭৭৩

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার প্রতি (ধারা ১৩ (৮) অধীনে উদ্ধার নোটিশ

প্রতি :
১. **মেসার্স কেদারনাথ কমোট্রেড প্রা লি, ডিরেক্টর কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী,** প্রশাসনিক অফিসার ডি নং ৩০-১৫-১৩৮/২০, ৩য়তল, বিনায়ক কমপ্লেক্স, ডাবাগার্ডেনস, বিশাখাপত্তনম-৫৩০০২০, অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য। **এবং মেসার্স কেদারনাথ কমোট্রেড প্রা লি,** ডিরেক্টর কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী -শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী, রেজিস্টার্ড অফিস : ২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৮মতল, রুম নং ৩১, কলকাতা : ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ।
জামিনদাতাগণ : ১. শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী (ডিরেক্টর), পিতা কিষাণলাল চৌধুরী, ফ্ল্যাট নং ৩০১,রোশন টাওয়ার্স, সিরিপুরম, বিশাখাপত্তনম-৫৩০০০৩।
২. **শ্রীমতি বীণা চৌধুরী (ডিরেক্টর), স্বামী সুনীল কুমার চৌধুরী,** ফ্ল্যাট নং ৩০১, রোশন টাওয়ার্স, সিরিপুরম, বিশাখাপত্তনম-৫৩০০০৩।
৩. **মেসার্স নারায়ণী স্টিলস প্রা লি.,** ডিরেক্টর কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী, প্রশাসনিক অফিস - ডি নং ৩০-১৫-১৩৮/২০, ৩য়তল, বিনায়ক কমপ্লেক্স, দাবাগার্ডেনস, বিশাখাপত্তনম-৫৩০০২০ এবং মেসার্স নারায়ণী স্টিলস প্রা লি., প্রতিনিধিত্বকারী ডিরেক্টর কর্তৃক রেজিস্টার্ড অফিস -২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৮মতল., রুম নং ৩১, কলকাতা -৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ।
৪. **মেসার্স নারায়ণী ইস্পাৎ প্রা লি.,** প্রতিনিধিত্বকারী ডিরেক্টর শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী, প্রশাসনিক অফিস : - ডি নং ৩০-১৫-১৩৮/২০, ৩য়তল, বিনায়ক কমপ্লেক্স, দাবাগার্ডেনস, বিশাখাপত্তনম-৫৩০০২০ ।এবং মেসার্স নারায়ণী ইস্পাৎ প্রা লি., প্রতিনিধিত্বকারী ডিরেক্টর শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী কর্তৃক -রেজিস্টার্ড অফিস -২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৮মতল, রুম নং ৩১, কলকাতা -৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ।
৫. **মেসার্স হরি ইকুইপমেন্টস প্রা লি.,** প্রতিনিধিত্বকারী ডিরেক্টর শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী, প্রশাসনিক অফিস : - ডি নং ৩০-১৫-১৩৮/২০, ৩য়তল, বিনায়ক কমপ্লেক্স, দাবাগার্ডেনস, বিশাখাপত্তনম-৫৩০০২০ । এবং মেসার্স হরি ইকুইপমেন্টস প্রা লি., প্রতিনিধিত্বকারী ডিরেক্টর শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী কর্তৃক -রেজিস্টার্ড অফিস -২০, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা -৭০০০১৯, পশ্চিমবঙ্গ।

বিষয় : ২০০২ সলের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এর ১৩(৮) ধারা অধীনে (পরবর্তীতে 'আইন' হিসেবে উল্লিখিত) উদ্ধারের অধিকার প্রয়োগের নোটিশ
আইনের অধীনে নিযুক্ত **ক্যানারা ব্যাংক, এআরএম শাখা,** বিশাখাপত্তনমের অনুমোদিত কর্মকর্তা (এরপর থেকে "সিকিউরড পাওনাদার" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) নিম্নোক্তভাবে আপনাদের সকলের উদ্দেশ্যে সারফেসি বিধিমালার বিধি ৮ (৬) সহ পঠিত আইনের ধারা ১৩ (৮) এর অধীনে এই নোটিশটি জারি করেছেন :
আপনারা সকলেই জানেন যে সিকিউরড পাওনাদার **৩০.০৮.২০১৯** তারিখে আইনের ধারা ১৩ (২) এর অধীনে ঋণগ্রহীতা/প্রতিষ্ঠান **মেসার্স কেদারনাথ কমোট্রেড প্রা লি ,** বন্ধকদাতা এবং গ্যারান্টার (উপরে উল্লিখিত নাম) কে **২৮,৭০,২১,৬৪০.২৯/- (আঠাশ কোটি সত্তর লক্ষ একুশ হাজার ছয়শ চল্লিশ টাকা এবং উনত্রিশ পয়সা)** এবং উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে এর উপর বর্ণিত সুদ সহ আদায় দিতে দাবি করেছে।
যেহেতু ঋণগ্রহীতা/সংস্থা, বন্ধকদাতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (উপরে উল্লেখিত নাম) উপরোক্ত দাবি নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে অনুমোদিত কর্মকর্তা **০৪.১১.২০১৯ তারিখের দখল নোটিশে** বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তির প্রতীকী/ভৌত দখল গ্রহণ করেছেন। অধিকন্তু, উক্ত প্রতীকী/ভৌত দখল নোটিশটি **০৭.১১.২০১৯** তারিখে **সাক্ষী** (তেলেগু) এবং দ্য নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস (ইংরেজি) সংবাদপত্রে যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।
২০১৮ সালের **রিট পিটিশন নং ৮১৫৫-এ তেলেঙ্গানা রাজ্য এবং অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের জন্য মহামান্য হাইকোর্ট হায়দ্রাবাদের বিচারক কর্তৃক নির্ধারিত** নির্দেশ মেনে চলার জন্য, আপনাদের সকলকে এতদ্বারা শেষ এবং চূড়ান্ত সুযোগ দেওয়া হচ্ছে যে, এই নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে সুরক্ষিত পাওনাদারের দখলে থাকা সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি উদ্ধার এবং পুনরুদ্ধার করুন ০৪.০৮.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী **৬০,৬০,৮৬,৭৪৯.৯৮ টাকা (ষাট কোটি ষাট লক্ষ ছিয়াশি হাজার সাতশ উনপঞ্চাশ টাকা এবং আটানব্বই পয়সা),** এবং পরবর্তী সুদ, খরচ এবং সম্পূর্ণ খরচ সহ, অন্যথায় সংবাদপত্রে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে যেখানে নীচে উল্লেখিত পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি উল্লেখ করা হবে, যাতে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি করা যাবে :
(ক) অনুরূপ সুরক্ষিত সম্পদের সাথে লেনদেনকারী ব্যক্তিদের কাছ থেকে কোটেশন গ্রহণ করে অথবা অন্যথায় সম্পদ কিনতে আগ্রহী; অথবা **(খ)** জনসাধারণের কাছ থেকে দরপত্র আহ্বান করে; অথবা **(গ)** ই-নিলাম মোড সহ পাবলিক নিলাম আয়োজন করে; অথবা **(ঘ)** ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে।
সারফেসি আইনের ধারা ১৩ (৮) অনুসারে, সংবাদপত্রে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে আপনি যে কোনও সময় সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করার অধিকারী, অন্যথায় ধারা ১৩ (৮) অনুসারে সম্পত্তি উদ্ধার করার আপনার অধিকার বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এটি বিষয় আইন/বা বলবৎ অন্য কোনও আইনের অধীনে ব্যাংকের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকারের প্রতি কোনও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না।

তারিখ : ০৪.০৮.২০২৫, স্থান বিশাখাপত্তনম
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ক্যানারা ব্যাংক

TATA — টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড

রেজি. অফিস : ১২তম তল, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গনপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই ৪০০ ০১৩
রিজিওনাল অফিস : ১২তম তল, থানা সৃজন টেক পার্ক ডিএন ৫২, সেক্টর - ৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৯১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) আর/ডব্লিউ রুল ৯(১) এর অধীনে)
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮(৬) আর/ডব্লিউ বিধি ৯(১) এর শর্তাবলী সহ পঠিত।
ঋণ অ্যাকাউন্ট নং TCFLA0540000011062542 মেসার্স বি জি এ রিয়েলটরস
এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে যে টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (টিসিএল) একটি নন-ব্যাংকিং ফাইন্যান্স কোম্পানি এবং কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর বিধান অনুসারে গঠিত এবং এর নিবন্ধিত অফিস পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, টাওয়ার এ, ১২ তম তল, গণপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর একটি আঞ্চলিক অফিস ১২ তম তল, থানা সৃজন টেক পার্ক, ডিএন ৫২, সেক্টর - ৫, সল্ট লেক, কলকাতা - ৭০০০৯১ পশ্চিমবঙ্গ ('শাখা') অবস্থিত। ২৪.১১.২০২৩ তারিখের সেই আদেশের মাধ্যমে, ন্যাশনাল ল' কোম্পানি ট্রাইব্যুনাল, মুম্বই বেঞ্চ, স্থানান্তরকারী কোম্পানি অর্থাৎ টাটা ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (টিসিএফএসএল) এবং অধিগ্রহণকারী কোম্পানি অর্থাৎ টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (টিসিএল) এর মধ্যে একত্রীকরণের পরিকল্পনা অনুমোদন করে, যার মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি, সম্পদ, অধিকার, সুবিধা, সুদ, কর্তব্য, বাধ্যবাধকতা, দায়, চুক্তি, চুক্তি, সিকিউরিটি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা উক্ত প্রকল্পে আরও সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, ১ জানুয়ারী, ২০২৪ তারিখ থেকে কার্যকর হবে। উপরে উল্লিখিত কোম্পানিটি এখন থেকে "টাটা ক্যাপিটাল লি" (টিসিএল) নামে পরিচিত হবে। উক্ত আদেশ এবং প্রকল্প অনুসারে, টিসিএফএসএল দ্বারা সম্পাদিত সমস্ত সুবিধা নথি এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত বকেয়া টিসিএল-এর কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং এইভাবে টিসিএল ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধককারীদের কাছ থেকে একই দাবি করার অধিকারী। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (সুরক্ষিত ঋণদাতা/টিসিএল)-এর কাছে বন্ধক রাখা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার ভৌত দখল টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা (সুরক্ষিত ঋণদাতা) দ্বারা নেওয়া হয়েছে, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে ' যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে, যেমন অবস্থায় আছে এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। যেহেতু সুরক্ষিত ঋণ আদায়ের জন্য সুরক্ষিত সম্পত্তি বিক্রি করা হবে এবং ২২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে ১৩(২) ধারা অনুসারে দাবি করা হয়েছে যে ঋণ অ্যাকাউন্ট নং TCFLA0540000011062542-তে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের কাছ থেকে ঋণ অ্যাকাউন্ট নং TCFLA0540000011062542-তে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ ২,৪৪,৭০,০০১/- টাকা (দুই কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ সত্তর হাজার এক টাকা) এক টাকা বকেয়া ছিল, অর্থাৎ (১) মেসার্স বিজিএ রিয়েলটরস; (২) শ্রী রাজীব ঘোষ; (৩) শ্রীমতী শম্পা ঘোষ এবং (৪) শ্রীমতী প্রদীপ্ত ঘোষ, উপরে উল্লিখিত সকলের অফিস/বাসস্থান পি ৩৯৯, কেয়াতলা লেন, ৪র্থ তল, পো- শরৎ বোস রোড, থানা-রবীন্দ্র সরোবর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২৯।
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, বিক্রয় স্থগিত/অসমাপ্ত না হলে, উক্ত সম্পত্তিটি ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ২.০০ টায় ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে, যার আঞ্চলিক অফিস ১২তম তল, থানা সৃজন টেক পার্ক, ডিএন ৫২, সেক্টর - ৫, সল্ট লেক, কলকাতা -৭০০০৯১।
সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য সিল করা ই-নিলাম এবং ইএমডি ডিমান্ড ড্রাফ্ট টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে।

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ	দখলের ধরন কার্যকরী/স্বত্ব	সংরক্ষিত মূল্য (টা.)	বায়না জমা ইএমডি (টা.)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট পরিমাণ আনুমানিক ২৩৬৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, কমবেশি সমুদয় ৪র্থতল-জি-৪ তলা ভবনে অবস্থিত জমির পরিমাণ আনুমানিক ৫ কাঠা ৮ ছটাক ৪৪ বর্গফুট কমবেশি, বর্তমান পুরসভা প্রেমিসেস নং পি-৩৯৯, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সরণি (পূর্বতন পি-৩৯৯ কেয়াতলা লেন), কলকাতা ৭০০০২৯, পুরসভা ওয়ার্ড নং ৮৬, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা : রবীন্দ্র সরোবর (পূর্বতন লেক), জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগণা, অবিভক্ত প্রেমিসেস জমির যথাযথ ভাগ অংশ সাধারণ পরিষেবা এবং সুবিধার ভোগ দখলের অধিকার সহ উক্ত প্রেমিসেসে/ভবনে।	স্বত্ব দখলীকৃত	২,৮০,৭৩, ০০০/- (দুই কোটি আশি লাখ তিয়াত্তর হাজার টাকা)টাকা।	২৮,০৭,৩০০/- (আঠাশ লাখ সাত হাজার তিনশো টাকা) টাকা

বিক্রয়ের জন্য রাখা সম্পত্তির বিবরণ তফসিলে রয়েছে। উপরে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তির ভিতরে এবং ভিতরে থাকা অস্থাবর জিনিসপত্র/বাড়ির মালিকানার তালিকা, যদি নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত না হয়, তাহলে সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে বিক্রয়ের জন্য উপলব্ধ থাকবে না। যদি উপরে বর্ণিত পরিমাণ, সুদ এবং খরচ (বিক্রয়ের খরচ সহ) 'অনুমোদিত কর্মকর্তা'-এর কাছে জমা দেওয়া হয় অথবা তার সন্তুষ্টির জন্য প্রমাণ দেওয়া হয় যে এই সুরক্ষিত ঋণ, সুদ এবং খরচ পরিশোধ করা হয়েছে, তাহলে বিক্রয়ও বন্ধ করা হবে। বিক্রয়ের সময়, জনসাধারণকে সাধারণ ব্যক্তিগতভাবে তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। তবে এই বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত কোনও দায়িত্ব পালনকারী কোনও কর্মকর্তা বা অন্য কোনও ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিক্রিত সম্পত্তির জন্য কোনও স্বার্থের জন্য দরপত্র, অধিগ্রহণ বা অর্জনের চেষ্টা করবেন না। বিক্রয়টি সারফেসি আইন, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্তাবলী সাপেক্ষে হবে। ই-নিলামটি **https://BidDeal.in** পোর্টালের মাধ্যমে ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ২.০০ টা থেকে ৩.০০ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রতিটির জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন সময়সীমা থাকবে। সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য জমা দেওয়া সমস্ত দরপত্রের সাথে উপরে উল্লিখিত আর্নেস্ট মানি জমা দিতে হবে, যা "টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড" এর পক্ষে কলকাতায় প্রদেয় একটি ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। সম্পত্তির পরিদর্শন ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত করা যেতে পারে।
টিসিএল-এর কাছে জানা কোনও দায়বদ্ধতার বিবরণ, যার জন্য সম্পত্তিটি দায়বদ্ধ এস.এ.১৭২/২০২৫ সংযুক্ত আইএ সহ কলকাতার ডিআরটি-১-এর কাছে বিচারাধীন।
দ্রষ্টব্য : আগ্রহী দরদাতারা টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেডের সাথে মোবাইল নম্বর +৯১-৮৬৯১০০৫২৩৮ / অনুমোদিত কর্মকর্তা শ্রী অয়ন ভট্টাচার্য; ইমেল আইডি Ayan. Bhattacharya@tatacapital.com এবং মোবাইল নম্বর +৯১-৯২৮৯৭২৪৪৪১ এ যোগাযোগ করতে পারেন।
বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন, অর্থাৎ, **http://www.tatacapital.com/content/dam/tatacapital/pdf/e-auction/tcfsl/01st-E-Auction- Newspaper-Publication-BGA-Realtors-TCFLA0540000011062542.pdf**

স্থান - কলকাতা
তারিখ - ১২-০৮-২০২৫
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড

একই এপিক নম্বরের দুই ভোটার, একজন বাংলাদেশি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: এপিক নম্বর একই, ব্যক্তির নাম একই, বাবার নাম একই, শুধুমাত্র ঠিকানা এবং ছবি আলাদা। এক ব্যক্তি বাড়ি গাইঘাটা এলাকায়, অন্য ব্যক্তির বাড়ি রাজারহাট এলাকায়। গাইঘাটা বিডিওর কাছে অভিযোগ দায়ের। জানা গিয়েছে, গাইঘাটা থানার সুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তেঘরিয়ার বাসিন্দা পরিমল দাস ২০০৩ সালে ১৯ বছর বয়সে ভোটার হন। তারপর থেকে তিনি ভোট দিচ্ছিলেন সমস্ত নির্বাচনে। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়তেই খোঁজ নিয়ে গাইঘাটার পরিমলবাবু জানতে পারেন, তাঁর এপিক নম্বরে রাজারহাট নিউটাউনে ভোট রয়েছে। যেখানে পরিমলের নাম, বাবার নাম এবং এপিক নম্বর এক শুধুমাত্র ছবি এবং ঠিকানা পরিবর্তন হয়েছে। পরিমলের অনুমান, এর পিছনে বড় কোনও চক্র কাছ করেছে। বিভিন্ন নেতাদের জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। ভোটার কার্ড ফিরে পেতে গাইঘাটার বিডিও-র কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন গাইঘাটার পরিমল দাস। অন্যদিকে, রাজারহাটের ঠিকানার স্থানীয় বাসিন্দারা পরিমল দাস নামে এক যুবককে চেনেন যার সঙ্গে ছবি এবং রাজারহাটের ঠিকানায় ভোটার কার্ডের মিল রয়েছে। তবে তিনি বাংলাদেশের নাগরিক এমনটা জানিয়েছেন। কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন তিনি প্রথমে অস্বীকার করলেও, পরে স্বীকার করলেন তিনি ২০১২ সালে বাংলাদেশ থেকে কলকাতা এসেছেন। সেখানে ঝিলবাগান এলাকার কোনও এক 'দাদা' তাঁকে বলেন, ভোটার কার্ড তৈরি হচ্ছে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ো। তিনি লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েন তাঁর সমস্ত ভেরিফিকেশন হয়, এরপর দু'বছর বাদে তিনি কার্ডটা পান। ওই এলাকার বাসিন্দারাও জানিয়েছেন, পরিমল দাস ২০১২ সালে ওই এলাকাতে বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন। বর্তমানে তিনি হাতিয়াড়া ঝিলবাগান এলাকায় থাকেন না।

তবে গাইঘাটার বিডিও নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'একটি অভিযোগ পেয়েছি, বিষয়টা দেখছি। পাশাপাশি রাজারহাটের যিনি ইয়ারো আছেন, তাঁর সঙ্গেও যোগাযোগ করা হচ্ছে। যত দ্রুত সম্ভব সমস্যার সমাধান হবে।' বিষয়টি সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। গাইঘাটার বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর বলেন, 'তৃণমূলের আমলে সব কিছুই সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গে ১ কোটির ওপরে ভুয়ো ভোটার আছে। প্রশাসনিক প্রভাব খাটিয়ে ভুয়ো ভোটার, মৃত ভোটার রেখে নির্বাচনে জেতার কৌশলের তৃণমূল কংগ্রেস পারদর্শী হয়ে গেছে। এটা পাহাড়ের চূড়ার শৈল মাত্র। এর নিচে গোটা পাহাড় রয়েছে।' বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি নরোত্তম বিশ্বাস বলেন, 'এটা দেখা তো কেন্দ্র এবং নির্বাচন কমিশনের কাজ। এই ধরণের কাজ যদি হয়ে থাকে, তা হলে কী কেন্দ্রীয় এজেন্সি ঘুমাচ্ছে? বিরোধীতে থাকতে গেলে শাসককে অনেক কিছু বলছে হয় তাই বলছেন।' অন্যদিকে রাজারহাট থেকে ওখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, পরিমল নামে যে ব্যক্তি রয়েছেন তিনি বেশ কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ থেকে আসেন। আগে এখানে থাকলেও, এখন তিনি অন্য কোথাও চলে গিয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে এসে এত সহজে কী করে লোকে ভোটার কার্ড পেয়ে যাচ্ছে? অন্যদিকে কিভাবে একই এপিক কার্ড নম্বর ব্যবহার করে দুই জায়গায় দুই ব্যক্তির ভোটার?

মালদায় কয়েক কোটি টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার, ধৃত ৪

২০ হাজারে ক্যারিয়ার ভাড়ার প্রলোভন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আবারও মালদার কালিয়াচক এলাকা থেকে প্রায় আড়াই কোটি টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার করল পুলিশ। এই ঘটনায় এক মহিলা-সহ তিন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একই সঙ্গে ইংরেজবাজার থানার রথবাড়ি এলাকা থেকে প্রায় এক কোটি টাকার উর্ধ্বে ব্রাউন সুগার-সহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রবিবার গভীর রাতে ওই দুটি এলাকায় পৃথকভাবে অভিযান চালানো হয়। আর তাতেই এই সাফল্য মিলেছে পুলিশের।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত দুই মাসের ব্যবধানে এখনও পর্যন্ত মালদায় প্রায় ২০ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। বিভিন্ন অভিযানের ঘটনায় গত দুই মাসে গ্রেপ্তার হয়েছে ১২ জন। যাদের মধ্যে অধিকাংশের বাড়ি বিহার এবং ঝাড়খণ্ডে। পাশাপাশি এই ব্রাউন সুগারের কারবারে মোটা টাকার প্রলোভনে জড়িয়ে পড়ছে দুঃস্থ পরিবারের এক শ্রেণির গৃহবধূ থেকে অল্পবয়সিরাও। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন রাতে কালিয়াচক থানার জালালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের নতিবপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২ কেজি ৮০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার-সহ তিন জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যাদের মধ্যে একজন মহিলা রয়েছেন। ধৃতদের নাম সামেদ শেখ, শামিমা আক্তার এবং মহম্মদ রফিকুল ইসলাম। এদের বাড়ি কালিয়াচক থানা এলাকায়। এদিন রাতেই ইংরেজবাজার থানার রথবাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে শাহাদাত হোসেন নামে আরও এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৮০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় এক কোটি টাকা উর্ধ্বে।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, মূলত মালদার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকাকে বেছে নিয়েই বিহার ও ঝাড়খণ্ডের একটি মাদক কারবারিদের দল ব্রাউন সুগার, হেরোইনের মতো নেশা জাতীয় পদার্থ পাচারে চেষ্টা চালাচ্ছে। সীমান্তবর্তী এলাকার বেশ কিছু দুঃস্থ পরিবারের মহিলা থেকে অল্প শিক্ষিত যুবকদের মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে এই অপরাধে জড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে মাদক কারবারিরা বলে অভিযোগ। অল্প সময়ের মধ্যে মুঠো মুঠো টাকা রোজগার করার লোভে পড়েই পুলিশের জালে ধরা পড়ছে পাচারকারী চক্রের সঙ্গে জড়িত মহিলা থেকে যুবকেরা। পুলিশ জানিয়েছে, এক কিলো ব্রাউন সুগার পাচারের ক্ষেত্রে একেকজন মাদক কারবারি ক্যারিয়ারদেরকে ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন এদিন ২ কেজি ৮০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার পাচারের ক্ষেত্রে যে মহিলা-সহ তিনজন ধরা পড়েছে, তাঁদের মাথাপিছু ৪৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। কালিয়াচক থেকে এগুলি অন্যত্র কোথাও পাচার করার পরিকল্পনা নিয়েছিল ধৃতেরা। এভাবেই মূলত কালিয়াচক এবং বৈষ্ণবনগর থানার সীমান্তবর্তী এলাকার কিছু অসহায় মানুষদের এই মাদক কারবারিচক্রে জড়ানোর মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে দুষ্কৃতীরা। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, কালিয়াচক এবং ইংরেজবাজার থানা এলাকায় বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার-সহ মোট চারজন গ্রেপ্তার হয়েছে। সোমবার ধৃতদের মালদা আদালতে পেশ করা হয়। মাদক কারবারের বিভিন্ন অভিযোগের বিষয় নিয়ে তদন্ত চলছে।

গাছেদের সঙ্গে রাখিবন্ধনে স্কুলপড়ুয়ারা

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া: সোমবার সোনামুখী ডিহিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মদনপুর জয়নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতি বছরের মতো এবছরও রাখি বন্ধন উৎসব পালিত হল এক অভিনব উপায়ে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীরা পরস্পর পরস্পরের হাতে রাখি পরিয়ে দেয়। পড়ুয়াদের মধ্যে দিদি ও বোনেরা যাতে দাদা বা ভাইদের মঙ্গল কামনা করে এবং অপরপক্ষে ছাত্ররাও ছাত্রীদের নিজেদের দিদি বা বোন মনে করে তাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বার্তা দেয়। সঙ্গে চলে মিষ্টি মুখের পালাও। বর্তমানে আর্থসামাজিক অস্থিরতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের যুগে সৌভ্রাতৃত্ববোধ, মূল্যবোধের ঘটাতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধনকে আরও দৃঢ় করতে এই অনুষ্ঠানের জুড়ি মেলা ভার। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনন্দময় ঘোষ জানান, 'শুধুমাত্র মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে তা নয়। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে প্রকৃতি মা দূষণের ভারে ভারাক্রান্ত, জর্জরিত। বিদ্যালয় একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ, বিশুদ্ধ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এখানে পঠন-পাঠনের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের মনুষত্ব, বিবেক ও মূল্যবোধ তৈরি করার প্রয়াস চলে। ছাত্র-ছাত্রীরা ভবিষ্যতে নাগরিক তাদের মধ্য এসব বিষয়ে সচেতন করা হয়। আবার প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের ভীষণ নাড়ির টান রয়েছে। প্রকৃতিকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সকলের বৃক্ষ লাগানো উচিত। গাছেদের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে আজ বিদ্যালয়ে অভিনব 'বৃক্ষ রাখি বন্ধন উৎসব' পালিত হল। বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ছাত্রছাত্রীরাই নানা প্রজাতির শতাধিক গাছ লাগিয়েছে।' যেমন আম, জাম, কাঁঠাল, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, বকুল, কদম, জুঁই ফুল, অশোক, সবেদা, হরিতকি, মহুয়া, তেজপাতা, দেবদারু, জামরুল আরও কত কী।

ছাত্রছাত্রীরাই এই গাছগুলির যথোপযুক্ত পরিচর্যা করে। তাঁদের মধ্য বন্ধনকে আরও দৃঢ় করতে, আরও নিবিড় করতে তাঁদের মধ্যে সত্যিকারের ভালোবাসা বৃদ্ধি করতে উদযাপন করা হলো 'বৃক্ষ রাখি, বন্ধন উৎসব'। বিদ্যালয়ের শিশু সংসদের সদস্য অভ্র জ্যোতি মণ্ডল ও অনুষ্কা বাউড়ি, অঙ্কিতা ধীবর, স্বরলিপি মণ্ডল, পাপড়ি মেটে জানান 'গাছগুলি আমরা নিয়মিত পরিচর্যা করি। গাছগুলোর সঙ্গে আমাদের একটা আত্মীক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। তাই গাছগুলিকে আজকের এই বিশেষ দিনে রাখি পরিয়ে মনে আনন্দ পেলাম।' ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক দিলীপ মণ্ডল, বাবুলাল মেটে জানান, 'বৃক্ষ রাখি বন্ধন' এ অভিনব উদ্যোগটির জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ।' বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক অতনু ঘোষ ও রঞ্জন বিশ্বাস জানান, 'ছাত্র-ছাত্রীদের মতো বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের বৃক্ষ গুলি ও আমাদের খুব কাছের এবং প্রিয়। বৃক্ষগুলিতে রাখি পরিয়ে 'বৃক্ষ রাখি উৎসব' উদযাপন করা অভিনব প্রয়াসটি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক আনন্দময় ঘোষের কল্পনা প্রসূত। এতে ছাত্রছাত্রীদের বৃক্ষের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে।'

বাঁকুড়া রেল স্টেশনে মক ড্রিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সম্প্রতি ঘটে যাওয়া রেল নাশকতার কথা মাথায় রেখে এবং স্বাধীনতা দিবসের আগে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে রেল পুলিশের তরফে বাঁকুড়া রেল স্টেশনে অনুষ্ঠিত হল মক ড্রিল। রেল লাইনে বোমাতঙ্ক-সহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত দুর্ঘটনার সময় উপস্থিত হলে রেল পুলিশের তরফে যা করণীয় তাই দিন মহড়ার মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়। এমনকি সাধারণ মানুষদের উদ্দেশে বার্তা দেওয়া হয় এই ধরনের ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে এলাকা পরিত্যাগ করা-সহ কোনওরকম প্যানিক সৃষ্টি যাতে না হয়, তার দিকে খেয়াল রাখার বার্তা দেওয়া হয় এই মহড়া থেকে।

তারকেশ্বরের মন্দিরে যেন জীবন্ত নন্দী ভোলা!

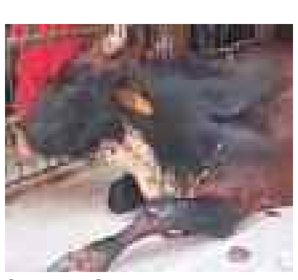

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: চলাফেরায় রাজকীয় ভাব। যেন সাক্ষাৎ দেবলোকের নন্দী। তারকেশ্বরে জীবন্ত নন্দী রূপেই পুজো করা হয় এই ষাঁড় ওরফে ভোলাকে। ছুঁচলো শিং, লম্বা লেজ। গায়ের বাদামি রঙ যেন বিরল গারনেট। দৈত্যকার শরীর নিয়ে রাস্তায় হেঁটে গেলে সম্ভ্রমে পথ করে দেয় আশপাশের মানুষজন। শ্রাবণের শেষ সোমবারে ভক্তদের ঢল নেমেছে তারকেশ্বরে। হুগলির আকাশে বাতাসে শুধু 'হর হর মহাদেব'। বাঁক কাঁধে ভক্তরা আসছেন। শিবের মাথায় দুধ, গঙ্গাজল ঢালছেন। সঙ্গে জীবন্ত নন্দীর মাথাতেও। ভোলাও চুপটি করে 'সেবা' নিচ্ছে। কানে কানে মনস্কামনার কথাও জানিয়ে যাচ্ছেন কেউ কেউ। গঙ্গাজল, দুধ ঢালার পরে মায়া ভরা চোখে ভক্তের আপাদমস্তক একবার দেখে নিচ্ছে ভোলা। ওটাই যেন আশীর্বাদ। তারকেশ্বরের মন্দিরে জীবন্ত নন্দীর অবাধ যাতায়াত। মন্দির খুললেই হাজির হয়ে যায় সে। নিজের মতো করে ঘোরে। ভক্তদের হাতে খায়। কেউ তাকে বিরক্ত করে না। সাক্ষাৎ মহাদেবের বাহন যেন। তারকেশ্বর মন্দিরের সেবায়েত বললেন, 'ভোলা নিজের মতো আসে, নিজের মতো চলে যায়। অনেক সময়ে পুণ্যার্থীদের খুব ভিড় হয়। শিবের মাথায় অনেকে জল ঢালতে পারেন না। তখন ভোলার মাথাতেই জল ঢালে।' এ ভাবেই জীবন্ত নন্দীকে পুজো করেছেন এলাকার বাসিন্দারা। একসঙ্গে বললেন, 'মাথায় গঙ্গাজল ঢেলেছি। পায়ে ফুল আর ফল অর্পণ করেছি। বাবার মন্দিরের সামনেই 'নন্দীর' বিগ্রহ রয়েছে। কিন্তু খুব ভিড়। তাই জীবন্ত নন্দীকে পুজো করলাম। পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করেছি।'

দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড

রেজি.অফিস: ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০ ০২২
দূরভাষ : (০৩৩) ২২২৩৩৩৯৪, ই-মেল: periatea@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট : www.periatea.com
CIN : L01132WB1913PLC220832

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত 30.০৬.২০২৫ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ উল্লেখ্য দ্রষ্টব্য নং ৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১,৬৬৬.৫৮	৯৯৭.১৮	১,১৬১.১৭	৫,০৫৭.১০
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	৭৮০.০১	(২৮৯.৪০)	২৪৭.৯৩	৪৯.৫৩
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৭৮০.০১	(২৮৯.৪০)	২৪৭.৯৩	৪৯.৫৩
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৭৮৪.৯১	(৩৩৬.৬৭)	২৬০.০০	২৪.১১
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	১,২৯২.৩৭	১,০৬৭.৬৬	২৭৩.৪০	২,১০৬.২৬
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (১০/- টাকা প্রতিটি)	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯
৭	রিজার্ভ (পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্সশীটে প্রদর্শিত মতো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে রিজার্ভ)	-	-	-	২০,৮৮৭.৭২
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতি)				
	- মৌলিক	২৫.৩৫	(১০.৮৭)	৮.৪০	০.৭৮
	- মিশ্রিত	২৫.৩৫	(১০.৮৭)	৮.৪০	০.৭৮

দ্রষ্টব্য :-

১. বিবরণটি অডিট কমিটি দ্বারা ১১ অগস্ট, ২০২৫ তারিখে তাদের সভায় পর্যালোচিত এবং ১১ অগস্ট, ২০২৫ তারিখে পরিচালন পর্ষদ কর্তৃক তাদের সভায় গৃহীত এবং সংস্থার বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা এর সীমিত পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২. এই স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩৩-এর অধীনে নির্ধারিত ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের স্বীকৃতি এবং পরিমাপের নীতি অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে যা কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) বিধিমালা, ২০১৫ এর সাথে সংশোধিত হয়েছে।

৩. সংস্থাটি চা, শক্তি এবং বিনিয়োগ হিসাবে তার ব্যবসায়কে তিনটি বিভাগে সংগঠিত করেছে যা "সেগমেন্ট রিপোর্টিং" নীতির ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (ইন্ড এএস -১০৮-অপারেটিং সেগমেন্ট) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৪. ৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের রাশি সমূহ, পূর্ণ আর্থিক বর্ষের বিষয়ে নিরীক্ষিত রাশি সমূহ এবং তৃতীয় ত্রৈমাসিকের সমাপ্তি পর্যন্ত ইয়ার-টু-ডেট রাশি সমূহের মধ্যবর্তী ভারসাম্যরক্ষাকারী রাশি।

৫. সমাপ্ত বছরের হিসাবে কোম্পানিটির প্লাসিড লিমিটেডে (একটি গ্রুপ কোম্পানি) ৯৩,৫৯০টি ইক্যুইটি শেয়ার রয়েছে, যা প্লাসিড লিমিটেডের পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের ১৭.৪৩%। উপরোক্ত গ্রুপ কোম্পানিটি বর্তমানে মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতার সামনে বিচারাধীন একটি ব্যবস্থা পরিকল্পনার অংশ।

৬. পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি বর্তমান সময়ের শ্রেণিবিন্যাস নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে পুনরায় গোষ্ঠীভুক্ত / পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

৭. উপরোক্ত ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা হয়েছে সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-এর রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.nseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.periatea.com** -তে পাওয়া যাবে। নিচে দেওয়া কিউআর কোডটি স্ক্যান করে এক্সেস করা যাবে।

বোর্ডের পক্ষে
দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোং লিঃ-র পক্ষে
স্বা/-
(এল. এন. বাঙ্গুর)
চেয়ারম্যান
DIN: 00012617

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১১.০৮.২০২৫

ডায়নামিক অর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড

CIN: L45201WB1996PLC077451
রেজিস্টার্ড অফিস: ৪০৯, স্বায়িকা সেন্টার, ৪এ, পোলক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.)৭০০০০১, ফোন: ০৩৩-২২৩৪৩৬৭৩
ওয়েবসাইট : www.dynamicarchistructures.com, **ইমেল:** info@dynamicarchistructures.com

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(ইপিএস ছাড়া টাকার অঙ্ক কোটিতে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত/চলতি বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫	বর্ষ থেকে তারিখ অর্থাঙ্ক/পূর্ববর্তী বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫	অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত পূর্ববর্তী বর্ষের ৩০.০৬.২০২৪
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৫.০০	৫.০০	২.৬২
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)(কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পূর্বে #)	৪.৭৬	৪.৭৬	২.৩৭
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	৪.৭৬	৪.৭৬	২.৩৭
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	৪.১০	৪.১০	২.০৫
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী)এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয়(করের পরে)]	৪.১০	৪.১০	২.০৫
৬	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৫.০১	৫.০১	৫.০১
৭	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার) (চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য) -			
	১. মৌলিক :	৮.১০	৮.১৮	৪.০৯
	২. মিশ্রিত :	৮.১০	৮.১৮	৪.০৯

দ্রষ্টব্য: ক) উপরের ফর্ম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জে জমাকৃত বিস্তারিত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের নির্যাস যা সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dynamicarchistructures.com -এ পাওয়া যাবে। নিম্নোক্ত কিউআর কোড স্ক্যান করেও সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে:
খ) #- ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা ইন্ড এএস রুলস অনুযায়ী লাভ এবং ক্ষতির বিবরণে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

ডায়নামিক অর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
দানমাল পোরওয়াল
চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর (DIN - 00581351)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১১.০৮.২০২৫

এজিও পেপার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN No: L21090WB1984PLC037968
রেজিস্টার্ড অফিস: ৫০৫, ডায়মন্ড প্রেস্টিজ, ৪১এ, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০১৭
ওয়েবসাইট: www.agiopaper.co.in, **মেল আইডি:** ho@agiopaper.co.in

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(ইপিএস ব্যতীত লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	৩০.০৬.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বর্ষের জন্য (নিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য (অনিরীক্ষিত)
মোট রাজস্ব	০.৩৫	০.৪৮	০.১১
করের পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	(৪৫.৭১)	(১৫৭.৭৮)	(৪২.৫৭)
আদায়ীকৃত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির ফেসভ্যালু ১০/- টাকা)	১,৬১২.৭৪	১,৬১২.৭৪	১,৬১২.৭৪
শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকা) (বার্ষিকীকৃত নয়) :			
মূল ও মিশ্র	(০.২৮)	(০.৯৮)	(০.২৬)

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্তটি হল ত্রৈমাসিক/বার্ষিক সময়ের মাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস যা ফাইল করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ত্রৈমাসিক সময়ের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.agiopaper.com)-এ পাওয়া যাবে।

পর্ষদের পক্ষে
এজিও পেপার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-র পক্ষে
এম চক্রবর্তী
ডিরেক্টর
DIN - 03106149

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১১ অগস্ট, ২০২৫

বিন্দাওয়ালা বানিজ্য লিঃ

CIN: L67120WB1981PLC033799
রেজিস্টার্ড অফিস : কক্ষ নং ২১৪, ২য় ফ্লোর, ৬৪, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা- ৭০০০০১
ই-মেল : info@bindawala.com, **যোগাযোগ নং :** ৯৮৩১১-২৬০৬৩

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২৫ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫ নিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২৪ অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫ নিরীক্ষিত
১	মোট আয় কার্যাদি থেকে	৫৮.৫৫	১৬৯.২৭	৩৬.২৮	২৩৭.৩০
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	(৮.৪৬)	(০.২১)	৭.৩৯	৫১.৮৬
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(৮.৪৬)	(০.২১)	৭.৩৯	৫১.৮৬
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(৭.৭২)	(১১.০৩)	৭.৩৯	৪১.০৪
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	২৩.৯৪	(০.৮১)	৩৮.০১	৮৪.০২
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ১০/- টাকার)	৬৪.০০	৬৪.০০	৬৪.০০	৬৪.০০
৭	সংরক্ষণ (পূর্ব বর্ষের ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	৬৬২.৫৯
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)				
	১. মৌলিক :	(১.২১)	(১.৭২)	১.১৬	৬.৪১
	২. মিশ্রিত :	(১.২১)	(১.৭২)	১.১৬	৬.৪১

দ্রষ্টব্য :
১ উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট উপলব্ধ সিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.bindawala.com -তে।
২ উপরোক্ত অনিরীক্ষিত ফলাফলগুলি নিরীক্ষা কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

বিন্দাওয়ালা বানিজ্য লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
ভগবান দাস বিন্দাওয়ালা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00342639

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ১১.০৮.২০২৫

ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেড

CIN: L65993WB1970PLC027781
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট (৯ম তল), কলকাতা- ৭০০০১৬
টেলিফোন নং (০৩৩) ২২৮৭ - ৯৩৫৯/৯৩৬০ ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৭ - ২০৪৭
ই-মেল : unitedcreditltd@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.unitedcreditltd.com

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২৫ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২৪ অনিরীক্ষিত
১	মোট আয় কার্যাদি থেকে	৭৪.১৮	৮৬.৬১
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফাপূর্ব)	৩১.৯২	৩৮.০২
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৩১.৯২	৩৮.০২
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	২৫.০০	২৬.২৩
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	২৫.০০	২৬.২৩
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫৪৯.৩০	৫৪৯.৩০
৭	সংরক্ষণ (পুনর্মুল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত) ৩১ মার্চ সমাপ্ত পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো		
৮	ক) শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য) :		
	১. মৌলিক	০.৪৭	০.৪৯
	২. মিশ্রিত	০.৪৭	০.৪৯

দ্রষ্টব্য :
ক) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ৩০.০৬.২০২৫ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাটের সারাংশ।
খ) ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ - www.bseindia.com, www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.unitedcreditltd.com -তেও।

সম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফল ডাউনলোড করতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

বোর্ডের আদেশক্রমে
(এ কে ডাবরিওয়ালা)
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00024498

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ১১ অগস্ট, ২০২৫

কিরণ ব্যাপার লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০ ০২২
দূরভাষ : (০৩৩) ২২২৩-০০১৬/১৮, ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২২৩ ১৫৬৯, ই-মেল : kvl@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট: www.lnbgroup.com
CIN NO. L51909WB1995PLC071730

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লক্ষ টাকায় ইপিএস ব্যতীত)

ক্রম নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২৫ অনিরীক্ষিত	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫ নিরীক্ষিত (উল্লেখ্য দ্রষ্টব্য ৩)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২৪ অনিরীক্ষিত	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: বর্ষ সমাপ্ত সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫ নিরীক্ষিত	কনসোলিডেটেড: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২৫ অনিরীক্ষিত	কনসোলিডেটেড: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫ নিরীক্ষিত (উল্লেখ্য দ্রষ্টব্য ৩)	কনসোলিডেটেড: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২৪ অনিরীক্ষিত	কনসোলিডেটেড: বর্ষ সমাপ্ত সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫ নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১,৭৯৯.৭০	(১৭৮.৭৩)	২,৪৫২.৫০	৭,৩২০.৮৬	২,৭২৫.৬৫	১,২১৪.৩০	২,৮৩৭.৫১	১১,৩৫১.০৮
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ববর্তী)	৮০০.৬১	(১,৫১০.১১)	২,০২১.০৭	৪,২৬৫.৮২	১,৭৮২.৩৩	(১,৩১২.৯৬)	৩,৭৫৯.৪৪	৭,৭৪৮.৫৪
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৮০০.৬১	(১,৫১০.১১)	২,০২১.০৭	৪,২৬৫.৮২	১,৭৮২.৩৩	(১,৩১২.৯৬)	৩,৭৫৯.৪৪	৭,৭৪৮.৫৪
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৮৬২.৮০	(১,২১১.৯১)	১,৬৯০.৫৩	৩,৫৫১.৯৫	১,৬২১.৯০	(১,২৯৮.৬১)	৩,৩৪৩.৭৮	৫,৯১০.৯৭
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য (লাভ/(ক্ষতি) অন্তর্গত [সময়কালের জন্য (করপরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	৮,৫৭৯.৭১	(৬,১৫৬.৪৪)	৭,২৫৯.১৭	১১,৯২৬.৪৫	১২,৪৯০.৩৭	(৭,৭৩৬.০৭)	১২,৯৬০.০৩	২০,৫১৯.৬৬
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের)	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮
৭	শেয়ার প্রতি আয় ১০/- টাকা প্রতিটি (চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য)								
	মৌলিক	৩.১৬	(৪.৪৪)	৬.২০	১৩.০২	৬.০১	(৪.৮১)	১২.৩৯	২১.৯১
	মিশ্রিত	৩.১৬	(৪.৪৪)	৬.২০	১৩.০২	৬.০১	(৪.৮১)	১২.৩৯	২১.৯১

দ্রষ্টব্য:
১. উপরের ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং ১১ অগস্ট, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব স্ব সভায়, কিরণ ব্যাপার লিমিটেড ('দ্য কোম্পানি')-এর পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ উপরের ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ সম্পন্ন করেছেন।
২. কোম্পানির আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্ ('ইন্ড এএস') অনুসারে, কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্) রুলস, ২০১৫-এর সঙ্গে পঠিত কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ ('দ্য অ্যাক্ট')-এর সেকশন ১৩৩ অধীনে প্রজ্ঞাপিত (সংশোধিত মতো)।
৩. ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানগুলো হল নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক বছরের সম্পূর্ণ হিসাব এবং ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের নয় মাস পর্যন্ত প্রকাশিত অনিরীক্ষিত পরিসংখ্যানের মধ্যেকার ভারসাম্যের পার্থক্য। এই পরিসংখ্যানগুলো সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের সীমিত পর্যালোচনার অধীনে ছিল।
৪. উপরেরটি, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে ফাইল করা ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে অর্থাৎ **www.bseindia.com** -এ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.lnbgroup.com.**-এ।

পর্ষদের পক্ষে
কিরণ ব্যাপার লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
এল. এন. বাঙ্গুর
চেয়ারম্যান
DIN: 00012617

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১১ অগস্ট, ২০২৫

রাজধানীর লোকালয়ে দেখা মিলবে না পথকুকুরদের

নয়াদিল্লি, ১১ অগস্ট: রাজধানী দিল্লির রাস্তায় আর দেখা যাবে না পথকুকুর। দিল্লি থেকে পথকুকুরদের সরিয়ে কোনও আশ্রয়কেন্দ্রে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। সোমবার এমনটাই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। দিল্লি সরকার, দিল্লি পুরসভা এবং নয়াদিল্লি পুরসভাকে এ বিষয়ে কাজ শুরুর করার জন্য নির্দেশ শীর্ষ আদালতের বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চ। সম্প্রতি

বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

দিল্লিতে পথকুকুরের কামড়ের ফলে জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্ট। স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপও করে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, রাজধানী দিল্লির সমস্ত লোকালয় পথকুকুর মুক্ত করতে হবে। এই কাজের সঙ্গে কোনও আপস করা যাবে না। কোনও সংগঠন এই কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপেরও নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, 'রাজধানী নয়াদিল্লি, দিল্লি পুরসভা এবং নয়াদিল্লি পুরসভার প্রশাসনকে দ্রুত সকল এলাকা থেকে, বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে পথকুকুরদের সরানোর কাজ শুরু করতে হবে।

ফের ওড়িশায় উদ্ধার অগ্নিদগ্ধ কিশোরী

মৃত্যু হাসপাতালে

ভুবনেশ্বর, ১১ অগস্ট: বালেশ্বর, পুরী, কেন্দ্রাপড়ার পর এ বার ওড়িশার বরগড় জেলার একটি গ্রামের ফুটবল মাঠ থেকে উদ্ধার হয় অগ্নিদগ্ধ এক কিশোরী। ওই অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হলে বাঁচানো যায়নি। কয়েক ঘণ্টা পরেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ওই কিশোরীর। কী ভাবে ওই কিশোরীর গায়ে আগুন লাগল, তা নিয়ে রহস্য দানা বাঁধছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকাল ৮টা নাগাদ গ্রামবাসীরা গ্রামের ফুটবল মাঠে বছর তেরোর অর্ধদগ্ধ কিশোরীকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখতে পান। দ্রুত তাকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান গ্রামবাসীরাই। পরে সেখানেই মৃত্যু হয় ওই কিশোরীর।

মৃত কিশোরী সরকারি আবাসিক স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। শারীরিক অসুস্থতার কারণে সপ্তাহ দুই স্কুলে যেতে পারেনি। স্কুল থেকে ফিরে আত্মীয়ের বাড়িতে থাকত। সেখানেই থাকত তার মা এবং ভাইবোনেরাও। তার বাবা চেন্নাইয়ে শ্রমিকের কাজ করেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতার পরিবার থানায় জানিয়েছে, তাদের কন্যা নিজেই গায়ে আগুন লাগিয়েছে। তবে এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। বরগড়ের পুলিশ সুপার অভিলাষের কথায়, ‘‘আমরা বিষয়টির তদন্ত করছি। ওই কিশোরীর মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেখান থেকে কোনও সূত্র পাওয়া যায় কি না, দেখা হচ্ছে।’

গত এক মাসে এই নিয়ে চার ছাত্রীর অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার হয়েছে ওড়িশার বিভিন্ন জায়গা থেকে।

রাশিয়া থেকে তেল কেনার মাশুল দিতে পারে চিনও

ওয়াশিংটন, ১১ অগস্ট: ভারতের মতো রাশিয়ার কাছ থেকে খনিজ তেল কেনে চিনও। ভারতের উপর যে হারে শুল্ক আরোপ করা হয়েছে, সে হারেই কি মার্কিন শুল্ক চিনের উপর আরোপিত হবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন আগেও করা হয়েছিল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। এত দিন নিশ্চিত করে তিনি কিছু বলেননি। তবে এ বার চিনকে সরাসরি বাণিজ্য নিয়ে বার্তা দিলেন। সমাজমাধ্যমে তাঁর পোস্ট থেকে স্পষ্ট, একটি পণ্যের কেনাবেচার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে আছে আমেরিকা-চিন বাণিজ্যিক সম্পর্ক।

সোমবার সকালে ট্রাম্প সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, ‘সয়াবিনের অভাব নিয়ে চিন চিন্তিত। তবে আমাদের চাষিরা খুব ভাল সয়াবিন উৎপাদন করেন। আশা করব, চিন দ্রুত সয়াবিনের অর্ডার চার গুণ বাড়িয়ে দেবে। আমেরিকার সঙ্গে ওদের বাণিজ্যঘাটতি পূরণের এটা অন্যতম উপায় হতে পারে। দ্রুত ওদের পরিষেবা প্রদান করা হবে।’

শুল্ক নিয়ে চিন এবং আমেরিকার ‘যুদ্ধবিরতি’ মঙ্গলবারই শেষ হচ্ছে। মনে করা হচ্ছিল, চিনের উপর শীঘ্রই অতি চড়া হারে শুল্ক আরোপ করতে পারেন ট্রাম্প।

পোস্টে ইঙ্গিত ট্রাম্পের

আগে এই সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন, ভারতের মতো চিনের উপর শুল্ক আরোপ করা হলেও হতে পারে। রবিবার রাতে (আমেরিকার সময়) ফক্স নিউজকে একটি সাক্ষাৎকারে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স জানান, এখনও ট্রাম্প চিনের শুল্ক নিয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসেননি। তার অন্যতম কারণ হল, চিনের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের জটিলতা।

বন্ধ হচ্ছে দিল্লি-ওয়াশিংটন ‘ননস্টপ’ বিমান পরিষেবা

মুম্বই, ১১ অগস্ট: শুল্ক সংঘাতকে কেন্দ্র করে কূটনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝেই এবার বড় পদক্ষেপ এয়ার ইন্ডিয়ার। বন্ধ করা হচ্ছে দিল্লি-ওয়াশিংটন সরাসরি বিমান পরিষেবা। সংস্থার তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে এই রুটে কোনও বিমান চলবে না। কেন এই পরিষেবা বন্ধ করা হচ্ছে তার ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে সংস্থার তরফে। বলা হয়েছে, বিমানের ঘাটতির কারণে এবং অন্যান্য পরিষেবা সচল রাখতেই এই রুটের সমস্ত বিমান আপাতত বন্ধ রাখা হচ্ছে। এর পাশাপাশি আরও একটি কারণ হল পাকিস্তানের আকাশসীমা বন্ধ থাকার জেরে তৈরি হওয়া সমস্যা।

সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, গত মাসে এয়ার ইন্ডিয়ার ২৬টি বোয়িং ৭৮৭-৮ বিমানের আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হয়েছে। যে কাজ ২০২৬ সালের শেষ পর্যন্ত চলবে। ফলে এই বিমানগুলি এখন পরিষেবা দিতে পারবে না। যার জেরে এয়ার ইন্ডিয়ায় বিমানের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় অন্যান্য রুটে সঠিক পরিষেবা চালু রাখতে এই পদক্ষেপ।

ময়দান

আনফিট সূর্য-হার্দিক! এশিয়া কাপের আগে দুশ্চিন্তায় ভারতীয় শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়া কাপের আগে ভারতীয় ক্রিকেট দলে ফিটনেস নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে। কয়েক দিন আগে শ্রেয়স আয়ার ফিটনেস পরীক্ষা দিয়েছেন, এবার সেই পথে হাঁটতে যাচ্ছেন হার্দিক পাণ্ড্য। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর থেকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে শুরু হবে এশিয়া কাপ, কিন্তু তার আগে দলে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারের শারীরিক অবস্থায় অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। হার্দিকের পাশাপাশি ভারতের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের ফিটনেসও প্রশ্নের মুখে। সূত্র অনুযায়ী, বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে হার্দিক ফিটনেস পরীক্ষা দেবেন। জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে মুম্বইয়ে অনুশীলন শুরু করলেও পুরোপুরি ম্যাচ ফিট হয়ে উঠতে আরও কিছুটা সময় লাগবে বলে মনে করা হচ্ছে। গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও চলতি বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ে তাঁর অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। সাদা বলের ক্রিকেটে দলের অন্যতম ভরসা হিসেবে আগামী বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তাঁকে শতভাগ সুস্থ অবস্থায় চাইছে ভারতীয় দল ব্যবস্থাপনা।

সিনিয়র নির্ভরতা কাটিয়ে রেলের বিরুদ্ধে নামবে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার কলকাতা লিগে রেলওয়ে এফসির মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল। চলতি ডুরান্ড কাপে একের পর এক ম্যাচ জিতছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। সেই সঙ্গে কলকাতা লিগেও জয়ের ধারা বজায় রাখতে চাইছেন বিনো জর্জ। তবে ডুরান্ডের কারণে রেলওয়ে এফসির বিরুদ্ধে সিনিয়র ফুটবলারদের কতটা মাঠে রাখতে পারবেন বিনো সেটাই দেখার। চলতি লিগে স্ট্রাইকারের সমস্যায় ভুগছে ইস্টবেঙ্গল। জেসিন টিকের চোট, মনোতোষ মাঝিও এতদিন চোটে ছিলেন। চোট সারিয়ে মনোতোষ এখন অনেকটাই সুস্থ। মঙ্গলবার রেলওয়ে এফসির বিরুদ্ধে শুরুতেই নামতে পারেন মনোতোষ।

বালক সংঘের শতবর্ষে স্মরণিকা প্রকাশে সস্ত্রীক অভিষেক ডালমিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: পথ চলার একশো বছর। দক্ষিণ কলকাতার বালক সংঘ ক্লাব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বর্ষব্যাপী আয়োজিত করেছে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান। এবার বালক সংঘ ক্লাবের শতবর্ষের স্মরণিকা প্রকাশ করা হল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার, বাংলার ক্রিকেট আইকন ঝুলন গোস্বামী, আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য অভিষেক ডালমিয়া এবং তাঁর স্ত্রী শালিনী ডালমিয়া সহ গার্গী ব্যানার্জী, মিঠু মুখার্জী, প্রিয়াঙ্কা রায়, শ্যামা সাউ, শর্মিলা চক্রবর্তী সহ বাংলা তথা ভারতীয় প্রাক্তন মহিলা ক্রিকেটাররা।এছাড়াও ছিলেন বালক সংঘ ক্লাবের সদস্যরা।

TENDER NOTICE

Hamirhati Gram Panchayt, Hamirhati, Sonamukhi, Bankura

NIT Nos. 09/Hami/5th SFC (Untied)/25-26 (2nd Call) and 10/hami/RGSA/25-26 (2nd Call) are hereby published.

Last date of bid submission **22.08.2025** up to **1 PM**.

For details visit the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan, Hamirhati G.P.

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

1st Call 3rd Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 38/PW/Eng/25 Dt. 24-06-25

Bid Submission period: 18.08.25 instead of 07.08.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

e-Tender Notice

The undersigned is invited e-NIT No: 04/15th CFC(TIED)/NADIA/BGGP/2025-26. Memo No: 195/BGGP. Dated: 11/08/2025. Last date of Bid submission: 20/08/2025 up to 10 A.M. Technical Bid open: 22/08/2025 after 11 A.M. Details on: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Betna Gobindapur Gram Panchayat, Hanskhali Block, Nadia.

Notice e-Tender

The Prodhan **Garibpur Gram Panchayat** invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for **NIeT No.:08/PRODHAN/GARIBPUR GP/2025-26. (FOR-10 NosWORKS) Dated: 05/08/2025.** Last date of Bid submission **20.08.2025 upto 02:00 Hours.**
For details please visit website **www://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Garibpur G.P.
DOMKAL BLOCK, MURSHIDABAD

TENDER

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the works(s) mentioned the **WB/BZP/BSB/KGP/NIET-5/2025-26. Dated 08/08/2025 And WB/BZP/BSB/KGP/NIET-6/2025-26** Dated **08/08/2025.** which is uploaded in the website **http://wbtenders.gov.in.**
Fund Name : -OSR
Last date of submission:- **20/08/2025.**
Visit the said website to know about those tender.

Sd/- Prodhan
Kankaitala Gram Panchayat

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS

NIeT No.: WBMAD/BASIR/E-04 OF 2025-26 (1ST CALL)

Online Tender has been invited from bonafide agencies for Supply and Installation of 12 nos. Air Condition Machine (1.5 Ton) With Stabilizer at Aparajita Guest House under Basirhat Municipality. Online Start Date: **12.08.2025 at 09.00 AM.** Closing Date: **20.08.2025 upto 09.00 AM.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**

Sd/- **Chairperson**
Basirhat Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-QUOTATION
N.I.E. Q. No. 27/WS/AMRUT2.0/AMC/2025-26 Dt. 11.08.25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/254/25-26; Dated: 11.08.2025

E-Tenders are being Invited for : **INSTALLATION OF 1(ONE)NO OF 9 MTR LONG OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT EACH HAVING 5NOS OF 110 Watts LED FLOOD LIGHT FITTING (MODEL BVP192 LED 110 CW) Jagannathpur Madrasha Math,AT WARD NO.08 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a) Date of uploadation:** 12.08.2025 at 11-00 hrs. **b) Tender Value: Rs:1,07,295.37/-. c) Documents download starting date & time:** 12.08.2025 at 11-00 hrs.**d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender:** 19.08.2025 at 11-00 hrs. **e) Date & Time for Opening of Technical Bid:** 21.08.2025 at 11-05 hrs. **f) Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**.

S/D Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/255/25-26 Dated 11.08.2025

E-Tenders are being Invited for : **INSTALLATION OF 1(ONE)NO OF 9 MTR LONG OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT EACH HAVING 5NOS OF 110 Watts LED FLOOD LIGHT FITTING (MODEL BVP 192 LED 110 CW)) in Halderpara Masjid, AT WARD NO.08 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.a)Date of uploadation :** 12.08.2025 at 11-00 hrs. **b) Tender Value:Rs:1,07,295.37/-. c) Documents download starting date & time:** 12.08.2025 at 11-00 hrs.**d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender:** 19.08.2025 at 11-00 hrs. **e) Date & Time for Opening of Technical Bid:** 21.08.2025 at 11-05 hrs. **f) Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**

S/D Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/256/25-26 Dated 11.08.2025

E-Tenders are being Invited for : **INSTALLATION OF 1(ONE)NO OF 9 MTR LONG OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT EACH HAVING 5NOS OF 110Watts LED FLOOD LIGHT FITTING(MODEL BVP192 LED 110 CW) in Jagannathpur Mastan Para Conenector, AT WARD NO.08 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.** a)Date of uploadation:**12.08.2025 at 11-00 hrs.** b)Tender Value: **Rs:1,07,295.37/-.** c) Documents download starting date & time: **12.08.2025 at 11-00 hrs.** d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: **19.08.2025 at 11-00 hrs.** e) Date & Time for Opening of Technical Bid: **21.08.2025 at 11-05 hrs.** f) Date & Time for Opening of Financial Bid: **To be notified.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**

S/D Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল সার্ভিসেস ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ০১.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টার আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং ঃ এডিইই-সোলার-২০২৫-৫আর-৩, তারিখঃ ০৮.০৮.২০২৫। কাজের বিবরণঃ** গার্ডেনরীচে ৫৫টি ১০ কেডব্লুপি, ২১টি ৫ কেডব্লুপি ও ৪৬টি ২ কেডব্লুপি অন গ্রিড সংযুক্ত রুফ টপ সোলার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৩,৭৩,৩৪,৬২১.৮০ টাকা, প্রযোজ্য জিএসটি সহ। **বায়না মূল্য ঃ** ৩,৩৬,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বন্ধের তারিখ ঃ** ০১.০৯.২০২৫ দুপুর ৩টা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ৬ (ছয়) মাস। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য ও তাঁদের বিড অনলাইনে জমা করার জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোন ক্ষেত্রেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য দরদাতারা সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-503)**

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নং : জিইএম/২০২৪/বি/৬৫৪৮৯১৯, তারিখ ঃ ০৯.০৮.২০২৫। চিফ মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, পো. - কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫ (প.ব) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন জিইএম সার্ভিস টেন্ডার আহ্বান করছেন। **বিবরণ :** চুক্তির ভিত্তিতে মেডিক্যাল কর্মী (নার্সিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট - ৮ জন, ফার্মাসিস্ট গ্রে.৩ - ৪ জন, ল্যাব অ্যাসি. গ্রে.-২ - ২ জন, ড্রেসার গ্রে.৩/ওটিএ গ্রে.৩ - ৪ জন, এইচ অ্যান্ড এমআই - ২ জন, এইচএ - ৪০ জন) ভাড়া করা। **টেন্ডারের অনুমিত মূল্য :** ৩,০১,৫৮,৬৬০ টাকা। **ইএমডি :** ৬,০৩,১৭৫ টাকা। **ই-পিবিজি :** পিও মূল্যের ৫%। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ১ বছর, ২ মাস, ২দিন। **খোলার তারিখ ও সময় :** ২০.০৮.২০২৫ সকাল ৯.৩০ মিনিট। জিইএম সার্ভিস বিড নথিপত্র জিইএম সাইট (গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস) অর্থাৎ জিইএম পোর্টাল **https://gem.gov.in**-এ পাওয়া যাবে এবং জিইএম পোর্টাল অর্থাৎ **https://gem.gov.in**-এ অনলাইনে দর দিতে হবে। (MED-02/2025-26)

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পি. বি. ফিল্মস লিমিটেড
CIN : L92100WB2007PLC119040
আরও ঠিকানা : ২য় তল, এমএমএস চেম্বার, ৪এ, কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট, বিবিডি বাগ, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত,
টেলিফোন : ০৩৩-৪৫০৩ ২৯৯১, ই-মেইল : **pbfilms2007@gmail.com**, ওয়েব : **www.pbfilms.in**

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১১.০৮.২০২৫

পি. বি. ফিল্মস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
স্নেহা রায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন : ০৫২৯৪৮০১

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
রয় অ্যাগ্রোভেটস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

[illegible]

নেহা আগরওয়াল
আইআরপি - রয় অ্যাগ্রোভেটস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P02873/ 2023-2024/14387
এএফএ বৈধ ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত

তারিখ : ১২.০৮.২০২৫
স্থান : কলকাতা

খসড়া নির্বাচন তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা চন্দননগর লার্জ সাইজড প্রাইমারি এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড -এর সকল সদস্য/সদস্যাদেরকে জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত সমিতির নির্বাচন পরিচালনার জন্য নিযুক্ত নির্বাচন আধিকারিক মহাশয়ের আদেশ অনুসারে যার স্মারক সংখ্যা ১৮৪২ তারিখ ০২/০১/২০২৫ এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে, সহকারী নির্বাচন আধিকারিক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে উক্ত সমিতির খসড়া ভোটার / সভ্য তালিকা (মৃত এবং জীবিত উভয় সদস্যদের নিয়ে তৈরী দুটো পৃথক তালিকা) ১১/০৮/২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। যাহা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে। উক্ত ভোটার তালিকা সমিতির নোটিশ বোর্ডে টাঙানো থাকবে। এই ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ তথ্যের উপর যদি কোনো প্রকার সংযোজন, বিয়োজন অথবা কোনো সংশোধন বিষয়ে কোনো সদস্যের কোনো দাবি বা আপত্তি থাকলে তারা যেন সাধারণ কাগজে লিখিত ভাবে উপযুক্ত তথ্য প্রমানাদি সহিত ১৩/০৮/২০২৫ ও ১৪/০৮/২০২৫ তারিখে সমিতির ম্যানেজার বাবুর কাছে সমিতির কার্যালয়ে যে কোন কাজের দিনে সকাল ১১টা থেকে ২টার মধ্যে জমা দিতে পারবেন। উপরিউক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ১৯/০৮/২০২৫ তারিখে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টার মধ্যে সহকারী নির্বাচন আধিকারিক দ্বারা শুনানি হবে। উক্ত শুনানির সময় আবেদনকারীকে তার বক্তব্যের স্ব-পক্ষে লিখিত প্রমাণাদি দাখিল করতে হবে। শুনানি অন্তে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Electoral Roll) পৃথক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সমিতির কার্যালয়ে প্রকাশ করা হবে।

সহকারী নির্বাচন আধিকারিক
চন্দননগর লার্জ সাইজড প্রাইমারি এগ্রিলকালচারাল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড ও সমবায় পরিদর্শক, কৃষ্ণগঞ্জ ডেভেলপমেন্ট ব্লক

Office of the
Tenya-Baidyapur Gram Panchayat
P.O-Tenya : P.S-Salar : Dist-Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER

E-Tender Notice No :-004/TBGP/2025-26 Date: 11/08/2025 005/TBGP/2025-26 Date: 11/08/2025, 006/TBGP/2025-26 Date: 11/08/2025, 007/TBGP/2025-26 Date: 11/08/2025,
Tender Id- A) 2025_ZPHD_889385_1 to 2025_ZPHD_889385_5, B) 2025_ZPHD_889587_1 to 2025_ZPHD_889587_8, C) 2025_ZPHD_889624_1 to 2025_ZPHD_889624_2, D) 2025_ZPHD_889741_1

Tenders are invited by the Prodhan, Tenya-Baidyapur Gram Panchayat, Tenya, Salar, Murshidabad through electronic tendering (e-tendering) from the bidders experience in allied works **(Roads/ Drainage/Solar Water plant/Tubewell materials supply)** from PWD, CPWD, Zilla Parishad, Panchayat Samity, Gram Panchayat are entitled to participate in bidding rates

Last date and time for downloading of tender documents	18/08/2025 up to 15.00 Hrs. (as per Server clock)
Last date and time for submission of e-tender	18/08/2025 up to 15.00 Hrs. (as per Server clock)
Date of technical opening of Tender	21/08/2025 after 12.00 Hrs. (as per Server clock)

for the work listed in the tender notice published in the e-tender of P & R.D Govt. of West Bengal Website i.e, **http://wbtenders.gov.in**
*** Information to bidders:**
Others terms & conditions are same as per original e-tender Notice.
By Order:-

Sd/- Prodhan
Tenya-Baidyapur Gram Panchayat

Reliance
Jute Mills (International) Ltd.

CIN : L17125WB1996PLC081382
রেজিস্টার্ড অফিস : ১৩/সি, কাশীনাথ মল্লিক লেন, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০৭৩
ইমেল : financeho@reliancejute.com, legal@reliancejute.com
টেলিফোন : ০৩৩ ৪৮০২ ৬৯৪৬ **ওয়েব :** www.reliancejute.com

ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/অন্য অডিও ভিস্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম") মাধ্যমে ২৯তম সাধারণ সভা অনুষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য

[illegible]

বোর্ডের আদেশক্রমে
রিলায়েন্স জুট মিলস (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
রাহুল আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১১ আগস্ট, ২০২৫

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

মঙ্গলবার ● ১২ অগস্ট ২০২৫ ● পেজ ৮

অর্থনীতির পাঠ থেকে কর্মজীবনের সিঁড়ি

আজকের জটিল বিশ্ব অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত, জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অর্থনীতিবিদদের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। ফলে 'অর্থনীতি' বিষয়টি শুধু একাডেমিক জ্ঞান নয়; একটি শক্তিশালী ক্যারিয়ার নির্মাণের ভিত্তিও বটে। স্নাতক স্তরে অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করলে কী কী সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা যায়;এই নিয়েই আজকের আলোচনা করেছেন **অধ্যাপক সুজন কুমার দাস**।

কী শেখানো হয়?

অর্থনীতি পড়া মানে শুধু বাজেট বা মুদ্রানীতি বোঝা নয়। স্নাতক স্তরে অর্থনীতিতে শেখানো হয়;

কীভাবে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকার সিদ্ধান্ত নেয় (মাইক্রোইকোনমিক্স), কীভাবে একটি দেশের অর্থনীতি চলে, মুদ্রার মান ওঠানামা করে, কর্মসংস্থান বা মূল্যবৃদ্ধি ঘটে (ম্যাক্রোইকোনমিক্স), সেই বিশ্লেষণ।

এর পাশাপাশি শেখানো হয় পরিসংখ্যান ও অঙ্কের ব্যবহার, পাবলিক ফাইন্যান্স,উন্নয়ন ও পরিবেশ অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামো ও সমস্যা, ইত্যাদি নানা বিষয়।

আধুনিক পাঠ্যক্রমে ডেটা বিশ্লেষণ, গবেষণা পদ্ধতি ও Excel– R বা Python-এর মতো সফটওয়্যারের ব্যবহারও শেখানো হয়, যাতে বাস্তব অর্থনৈতিক সমস্যাকে সংখ্যায় বোঝা যায়।

স্নাতক স্তরে অর্থনীতি পড়ার যোগ্যতা

স্নাতক স্তরে অর্থনীতি (B.A. /B.Sc. in Economics) পড়তে হলে উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। অনেক কলেজে অঙ্ক (Mathematics) বাধ্যতামূলক, বিশেষত স্ক(ত্ব. কোর্সের জন্য। স্কঙ. কোর্সে কিছু ক্ষেত্রে অঙ্ক ঐচ্ছিক হলেও, থাকলে সুবিধা হয়। ভর্তি সাধারণত মেধাতালিকা বা প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে হয়।

স্নাতকোত্তর ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ

অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রির পর নানা বিষয়ে স্নাতকোত্তর পড়ার সুযোগ রয়েছে

MA/MSc in Economics যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো, গবেষণা বা নীতিনির্ধারণে যুক্ত হতে চান, তাঁদের জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ।

MBA (Master of Business Administration) যারা ব্যবসা, কর্পোরেট ম্যানেজমেন্ট বা ফিনান্স সেক্টরে কাজ করতে চান, তাঁদের জন্য উপযুক্ত পথ।

Public Policy– Development Studies– Data Science– Statistics এসব ইন্টারডিসিপ্লিনারি কোর্সে অর্থনীতির জ্ঞান অত্যন্ত কার্যকর।

PhD in Economics (দেশ-বিদেশে) গবেষণা, নীতি বিশ্লেষণ বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে অধ্যাপনার জন্য প্রয়োজনীয়, এবং আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের দ্বারও খুলে দেয়।

উচ্চশিক্ষায় যেতে চাইলে ইংরেজি, অঙ্ক ও গবেষণাধর্মী চিন্তাভাবনার ওপর জোর দেওয়া জরুরি।

অনেক বিখ্যাত অর্থনীতিবিদের যাত্রা শুরু হয়েছিল এক সময় সাধারণ ছাত্র হিসেবে অর্থনীতি পড়া থেকেই; যেমন নোবেল বিজয়ী আমর্ত্য সেন , অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় বা প্রাক্তন RBI গভর্নর রঘুরাম রাজন , কৌশিক বসু ইত্যাদি ব্যক্তিত্ব।

স্কুল ও কলেজে পড়ানোর সুযোগ

অর্থনীতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলে শিক্ষাক্ষেত্রেও রয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

স্কুলে (উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়) অর্থনীতি পড়াতে হলে স্কক্ষ্ম. ডিগ্রি থাকতে হবে এবং রাজ্য বা কেন্দ্রীয় স্তরের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে (যেমন WBSSC– CTET)।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কাজ করতে চাইলে MA/MSc অর্থনীতির সঙ্গে UGC NET বা SET পাশ করতে হবে। গবেষণার প্রতি আগ্রহ থাকলে PhD করে বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী অধ্যাপনার সুযোগও রয়েছে।

কোচিং ও অনলাইন শিক্ষাদান প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অর্থনীতির শিক্ষক হিসেবে অফলাইন কোচিং অথবা Unacademy– YouTube-এর মতো অনলাইন প্ল্যাটফর্মেও কাজের সুযোগ রয়েছে।

পড়ানো যারা পেশা হিসেবে নিতে চান, অর্থনীতি তাঁদের জন্য একটি বুদ্ধিবৃত্তিক পেশার দুয়ার খুলে দেয়।

সরকারি ও প্রতিযোগিতামূলক চাকরি

স্নাতক স্তরের পরে অর্থনীতি বিষয়টি UPSC (IAS/IES), WBCS– SSC– RBI Grade B– NABARD– SEBI– Indian Economic Service ইত্যাদি পরীক্ষায় অত্যন্ত উপযোগী।

বিশেষ করে যাঁদের Indian Economic Service (IES) লক্ষ্য , তাঁদের জন্য অর্থনীতি পড়াই সেরা প্রস্তুতি।

বেসরকারি ক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ

অর্থনীতিতে দক্ষতা থাকলে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ রয়েছে

১.ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান (অ্যানালিস্ট, রিসার্চার, পলিসি কনসালট্যান্ট)
২.বীমা, মাইক্রোফাইন্যান্স, ইনভেস্টমেন্ট ফার্ম
৩.বিজনেস কনসাল্টিং (McKinsey– Deloitte– EY ইত্যাদি)
৪.ডেটা অ্যানালিটিক্স, ফিনটেক স্টার্টআপ
৫.NGO ও আন্তর্জাতিক সংস্থা (UNDP– World Bank– IMF– ADB)

গবেষণা ও থিঙ্ক ট্যাঙ্কে ভবিষ্যৎ

অর্থনীতি নিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন নামী গবেষণা সংস্থা ও থিঙ্ক ট্যাঙ্কে কাজ করতে পারেন। যেমন;

NITI Aayog (National Institution for Transforming India) ভারতের কেন্দ্রীয় নীতিনির্ধারণী সংস্থা, যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও রোডম্যাপ তৈরি করে।

NCAER (National Council of Applied Economic Research) দেশের অন্যতম পুরনো স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যা বিভিন্ন নীতি ও উন্নয়নমূলক বিষয়ে ডেটা ও বিশ্লেষণ সরবরাহ করে।

ICRIER (Indian Council for Research on International Economic Relations) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক গবেষণায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

CESS (Centre for Economic and Social Studies) রাজ্যভিত্তিক উন্নয়ন, কৃষি, স্বাস্থ্য ও সমাজনীতির ওপর গবেষণার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত।

PRS Legislative Research সংসদীয় বিল ও নীতিমালার বিশ্লেষণ এবং আইন প্রণয়নের পেছনে গবেষণা ও তথ্যভিত্তিক সহায়তা প্রদান করে।

এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, পলিসি অ্যানালিস্ট, ডেটা অ্যানালিস্ট, বা ইন্টার্ন হিসেবে কাজ করার সুযোগ থাকে, বিশেষ করে যারা গবেষণা ও নীতিনির্ধারণে আগ্রহী।

দক্ষতা যা অর্জন করতে হবে

অর্থনীতিতে ক্যারিয়ার গড়তে হলে শুধু বই মুখস্থ করলেই হবে না। দরকার;

পরিসংখ্যান ও অঙ্কে দক্ষতা
তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষমতা
পলিসি বিশ্লেষণ ও যুক্তিনির্ভর চিন্তাভাবনা
কম্পিউটার ও সফটওয়্যার জ্ঞান (Excel– Stata– Python ইত্যাদি)

ইংরেজি ও যোগাযোগ দক্ষতা পরিশেষে

অর্থনীতি শুধু 'চাকরির জন্য' পড়ার বিষয় নয়;এটা শেখায় কিভাবে সমাজ, বাজার, সরকার ও মানুষ কাজ করে। আর এই বিশ্লেষণক্ষমতাই আপনাকে করে তুলতে পারে একজন চিন্তাশীল নাগরিক এবং ভবিষ্যতের নীতিনির্ধারক। স্নাতক স্তরে অর্থনীতি পড়া মানেই বহু সম্ভাবনার দরজা খুলে যাওয়া;যার ঠিকানা হতে পারে শিক্ষাবিদ, গবেষক, প্রশাসক কিংবা এক দক্ষ পরামর্শদাতা।

প্রয়োজন শুধু আত্মবিশ্বাস, নিয়মিত চর্চা ও সঠিক দিশা;অর্থনীতি আপনাকে পৌঁছে দেবে ক্যারিয়ারের শিখরে।

লেখক: বিভাগীয় প্রধান,অর্থনীতি বিভাগ, শ্রীপৎ সিং কলেজ, জিয়াগঞ্জ ,মুর্শিদাবাদ

শিশুদের জীবন ও একটা সুখী সংসারের স্বপ্ন

ডাঃ শামসুল হক

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। জন্মের পর থেকে আস্তে আস্তে সে বড় হতে থাকে এবং একসময় হয়ে ওঠে পরিবারের মহা সম্পদও। কিন্ত সেজন্য প্রয়োজন নিখুঁত চরিত্র গঠনেরও।বলা যেতে পারে সেটা হল একটা মহৎ কাজও। আর সেই কাজ করতে গেলে শিশুর মা বাবা থেকে শুরু করে পরিবারের অন্যান্য লোকজন, তার নিজস্ব শিক্ষাঙ্গন বা সমাজ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সুসম্পন্ন করার চেষ্টা করতে হবে। কারণ সেই কাজ তো একটা ক্ষণস্থায়ী প্রক্রিয়া নয়। একটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বচ্ছভাবে প্রতিফলিত হবার সুযোগ ও যেন পায় তার কর্মপক্রিয়াও। আর সেজন্য প্রয়োজন অসীম ধৈর্য্য এবং অতি অবশ্যই অধ্যবসায় এবং সততাও।

একজন শিশুর চরিত্র গঠনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় তার বালকবেলা থেকেই। অবোধ শিশু ভেবে যত ই তাকে আগলে রাখার চেষ্টা করা হোক না কেন সকল অভিভাবকদের ই মনে রাখতে হবে যে, সেই সময়টাই হল তার চরিত্র গঠনের উপযুক্ত সময়ও।আর সে জন্য তাকে হতে হবে অন্যের মুখাপেক্ষীও। তার নিজস্ব শিক্ষাঙ্গন, পরিবার এবং স্বচ্ছ পরিবেশ এই তিন অবলম্বনের উপর ভর করেই তাকে অতিক্রম করতে হবে জীবনের একটার পর একটা সিঁড়ি এবং একসময় পৌঁছাতে হবে সাফল্যের উচ্চ শিখরেও। তাতে নিশ্চিতভাবেই আসতে পারে হরেক বাধা এবং বিপত্তিও। আসতে পারে ছোটখাটো ব্যর্থতাও। কিন্তু তাতে সে যাতে উৎসাহহীন না হয়ে পড়ে বা হারিয়ে ফেলে তার নিজের পথের ঠিকানা, খেয়াল রাখতে হবে সেইদিকেও।

এই ব্যাপারে তার চলার পথের প্রথম অবলম্বন হলেন তার বাবা মা এবং পরিবারের লোকজনেরাই। তখন সে হাঁটি হাঁটি পা পা করে চলতে শিখেছে। হয়তো শিখেছে আদো আদো কথাও। সেইসময়টা তাকে কাটাতে হয় তার পরিবারের নিবিড় বেষ্টনীরই মধ্যে। আর সেটাই হল তার চরিত্র গঠনের মুখ্য মূলভূমিও। সেই পরিবেশে তার শিক্ষা গুরুরা হলেন তার বাবা মা। আর তার নৈতিক শিক্ষার ও শুরু ঠিক সেইসময় থেকেই। সেখান থেকে শুরু হয় তাদের ভালো মন্দের বাছবিচার এবং সত্যবাদীতার নির্ভীক একটা প্রতীক হয়েও ওঠা। সেইসঙ্গে দয়া,মায়া মমতা বা সহমর্মিতার শিক্ষার সূত্রপাত ও হয় ঠিক সেই স্থান থেকেই।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় তাদের স্কুল জীবন। আর সেটাই হল তার জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায়ও। দৈনন্দিন নানান ধরণের কথা এবং আড্ডার মধ্যে সুকৌশলে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে সেই বিষয়টাও। সেখানে শিক্ষক শিক্ষিকাদের ও যে আছে বিশাল ভূমিকা স্বীকার করে নিতে হবে সেটাও। নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমেই তাঁরা তাঁদের ছাত্র ছাত্রীদের নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করাই যেন হয় তাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যও।

শিক্ষক সমাজ নিজেরাও সেটা বোঝেন। তাই তাঁরা তাঁদের নতুন অতিথিদের সেইভাবে গড়ে নেওয়ার চেষ্টাও করেন। কিন্তু সেখানে থেকে যায় অনেক ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের প্রশ্নও। কারণ সব শিক্ষক অথবা শিক্ষিকারাই তো আর সমান মানসিকতার হন না। কিন্তু তাঁদের সকলকে সেইসব নবাগতদের কথা তো ভাবতেই হবে। তাদের শিক্ষাদীক্ষা এবং নৈতিক চরিত্র গঠনের মূল স্থপতি যে তাঁরাই, সেটা ভোলার চেষ্টাও যেন তাঁরা না করেন।

নির্মল পরিবেশে এবং সুস্থ সমাজের মধ্যে তাদের যাতে থাকে অবাধ বিচরণের সুযোগ খেয়াল রাখতে হবে সেই দিকেও। কারণ সেইসময় তাদের কাছে সেই পরিবেশটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেখানকার নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশের মাঝখানে নতুন অনেককিছু শেখার সুযোগও নিশ্চয়ই পাবে সে। অতি অবশ্যই পাবে ভালো কাজের উৎসাহ। সেইসঙ্গে পাবে খেলাধুলা এবং বিনোদনের সুযোগও। বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হাজির থেকে নিজেদের নতুনভাবে চিনতে এবং বুঝতেও শিখবে। খোঁজ পাবে নতুন জগৎ সংসারেরও। তাতে বাড়তে বাধ্য তাদের আত্মসচেতনতা। বিকাশ ঘটবে নিজস্ব অনুভূতিরও। তখন নিজেদের চাহিদার ব্যাপারে বোধদয় ঘটবে নিজেদের মনের ই অন্দরে। আর তারপরই সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে তার নিজস্ব সাম্রাজ্য এবং পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে একটা সুখী সংসারের মনের কোণে লুকিয়ে রাখা সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষাও।

বেকারত্বের বাজারে চাকরি দুর্নীতির দায় কার?

শুভজিৎ বসাক

শাসকেরা কখনোই চায়নি যে তাদের রাজত্ব করার কৌশলগুলি কোনও কারণে হাতছাড়া হয়ে গিয়ে ভোট প্রচারের সময়ে নানা প্রতিশ্রুতিগুলো কমে যাক আর তাই স্বাধীনতার প্রায় ৮০ বছর পরেও ভারত এখনও লড়ছে মৌলিক চাহিদাগুলো প্রাপ্তির চাহিদা নিয়ে।

দিন দিন নানারকম দুর্নীতির কথা প্রকাশ্যে আসে, সেই দুর্নীতি চিকিৎসা, খাদ্যবণ্টন, কৃষি, রেল, বিদ্যুৎ, জীবাশ্ম জ্বালানি, নানারকম চাকরি সহ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সর্বস্তরে ছেয়ে গিয়েছে। প্রকাশ্যে আসে মানব ও মানব অঙ্গ পাচারের মত ঘটনাও। খবরগুলো প্রকাশ্যে এলে সামাজিক স্তরে আলোড়ন সৃষ্টি হয় ঠিকই, কিন্তু কিছুদিন পরে সেসব ঘটনায় ধুলোর চাদর পড়ে রীতিমতো ভুলিয়ে দেওয়া হয়। আমরা আবার ব্যস্ততায় ফিরি।

যদি খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে ১৯৫১ সালে প্রথম আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৩৬ কোটি ১০ লক্ষ জন আর আজকে আনুমানিক ১৪৪ কোটি ভারতবাসী দেশে বাস করে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি চাকুরের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৬ লক্ষ যেখানে কেন্দ্রে কর্মরত ছিল ২৫ লক্ষ আর রাজ্যে বাকি ১১ লক্ষ কর্মী যা আজকের সময়ে এসে দাঁড়িয়েছে ১কোটি ৩৫ লক্ষ, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারি চাকুরে ১ কোটি ১৫ লক্ষ আর রাজ্য সরকারি কর্মী ২০ লক্ষ। অর্থাৎ বিগত ৮০ বছরে মাত্র প্রায় ৫.৫ গুণ কর্মী সংখ্যার পদ বৃদ্ধি পেয়েছে। তৎকালীন ভারতে ৮৭ শতাংশ মানুষ কৃষিজীবী ছিল আর সার্বিক বৃদ্ধিতে ৬০ শতাংশ অবদান রাখত তাই চাকরির প্রয়োজন অনুভব হয়নি কিন্তু আজ ভারতে ৫১ শতাংশ মানুষ কৃষিজীবী আর জিডিপির ২০ শতাংশ মাত্র অবদান রাখে আর এর কারণ হিসাবে কৃষিতে সরকারি অনুভবের অভাব দীর্ঘকালীন সমস্যাকে যেমন ইচ্ছাকালীন পরিসরেই

মেটানো হয়নি (কৃষিবিদ্যায় জিডিপির ০.৬৭ শতাংশের মতো যৎসামান্য বরাদ্দ, সেচ অব্যবস্থা, কৃষিতে অত্যাধুনিকীকরণের ভাবনার অভাব ইত্যাদি) সেভাবেই উর্বর কৃষিজমিকে বরাদ্দ করা হচ্ছে বিকল্প খাতে অথবা শিল্পের জন্য জমি নিয়েও আইনি জটিলতায় সেই জমি অনুর্বর হয়ে পড়ে থাকছে। বিকল্প কর্মসস্থানের জন্য একটা প্রজন্ম হন্যে হয়ে ঘুরছে আর এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে মধ্যবিত্তের হেঁসেলে, চাল, ডাল, আটা, মাছ, মাংস সহ প্রতিটি খাদ্যপণ্যের দাম আকাশছোঁয়া হয়েছে।

সাধারণ মানুষ চায় খেয়েপরে নির্ঝঞ্ঝাট জীবন কাটাতে কিন্তু বেঁচে থাকতে গেলে চাই কর্মসংস্থান আর সেই জায়গাটাই কোনও রাজনৈতিক দলই যথেষ্ট ভাবে গড়ছে না এরফলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। পরিবার, সংসার ছাড়া কোনও স্বাভাবিক মানুষ সুস্থ থাকতে পারে না কিন্তু সুযোগসন্ধানী রাজনীতিকেরা এসব বোঝে না তাই এই বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে দুর্নীতির পাহাড় গড়ে তোলে। দুর্মূল্যের বাজারে সবাই একটা চাকরি খোঁজে ইঁদুর দৌড়ে নাম লিখিয়েছে, প্রয়োজনে পরিস্থিতির শিকার হয়ে ঘুষ দিয়েও সেই চাকরি কব্জা করছে আর যখন ধরা পড়ছে বাতিল হচ্ছে চাকরি, প্যানেল কিন্তু তাদের দোষটা কোথায়? তাদের তো আত্মবিশ্বাসটাই স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকেরা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এতে যারা যোগ্য তারা যেমন দুর্নীতির শিকার হচ্ছে একইভাবে অযোগ্যদের যোগ্য করে রাজনীতিকেরা যোগ্যতাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে বেঁচে থাকাকে একটা বানানো প্রতিযোগিতায় পরিণত করেছে। ছোট্ট একটা পরিসংখ্যান এক্ষেত্রে তুলে ধরা যায়, যেখানে স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে ১০ গ্রাম সোনার দাম ছিল ১০০ টাকা আজ তার দাম ১০০০ গুণ বেড়ে হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ টাকা সেখানেই বোঝা সম্ভব যে দুর্মূল্যের বাজারে বেঁচে থাকাটাই একটা প্রতিযোগিতা। সাথে দিন দিন ঘরে ঘরে বাড়ছে নানা রোগ। সেখানেও সুকৌশলে মারা হয়েছে নিম্ন ও মধ্যবিত্তকে। নানারকম কারণ দেখিয়ে সাধারণ ওষুধের ওপরে অতিরিক্ত ১২.১ শতাংশ কর বসিয়ে তার দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের কথা কোনও স্তরেই সেভাবে ভাবা হয় না যা স্পষ্ট।

অনেকের মতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও কাজ করে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব কিন্তু এটাও তো বাস্তব যে বেসরকারি উদ্যোগ সফল হয় সরকারি নিয়মানুযায়ী আর সেখানে লোকবল কম হলে কোনও প্রতিষ্ঠানই টিকবে না। অতএব বৃহৎ সংখ্যার জনতার দেশে বিশ্বের সাথে চলনশীল আধুনিক সরকারি উদ্যোগগুলো সরকারি কর্মীর দ্বারাই উদ্ধার করা সম্ভব তাই চাই স্থায়ী লোকবল আর চাই স্থায়ী প্রচুর কর্মসংস্থান। শিক্ষিত বেকারের হাল অনুমান করা সম্ভব যখন যেকোনও বিভাগে মাত্র কিছু সংখ্যক পদের জন্য কয়েক কোটি ফর্ম জমা পড়ে সেই বাস্তবটা দেখেই। রাজনীতিকেরা চাইলে এই সমস্যার সহজেই সমাধান করতে পারে সংবিধানের ১৬ নম্বর ধারার ৪ (খ) অনুচ্ছেদটিকে কাজে লাগিয়ে, যেখানে শূন্যপদ দেখিয়ে পদ সৃষ্টিতে কখনও কোনও বাধাই নেই এবং প্রতিবছর নিয়োগ করা যেতে পারে। শুধুই ভোটের আগ্রাসনে এই কঠিন বিষয়টির সহজ সমাধান হয় না, পরিবর্তে জোটে খালি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি যা কখনই বাস্তবকে হালে পানি ফেরাতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেনি আর কখনও করবেও না।